রোববার
২৪ জানুয়ারি ২০২১
১০ মাঘ ১৪২৭ । ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২
১৬ পৃষ্ঠা । ১০ টাকা

www.samakal.com

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ

মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে শনিবার খুলনার ডুমুরিয়ায় জমি ও সেমিপাকা বাড়ির দলিল হাতে উল্লসিত এক নারী ■ ফোকাস বাংলা

এর চেয়ে বড় উৎসব আর হতে পারে না

মুজিববর্ষ উপলক্ষে শনিবার সারাদেশে প্রায় ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উৎফুল্ল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ■ পিআইডি

গৃহহীনদের ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

■ **অমরেশ রায়**, *সৈয়দপুর (নীলফামারী) থেকে*

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' গৃহহীন ও ভূমিহীনদের ঘর উপহার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটি সবচেয়ে বড় উৎসব। এর চেয়ে বড় উৎসব আর হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আজকে আমার আনন্দের দিন। যাদের কিছুই নেই, তাদের ঘর করে দিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পেরেছি। এই মানুষগুলো যখন এই ঘরে থাকবে, তখন আমার বাবা-মায়ের আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে। কারণ, এসব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল আমার বাবার লক্ষ্য।' গতকাল শনিবার ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

এর চেয়ে বড় উৎসব আর হতে পারে না

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রায় ৭০ হাজার গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের হাতে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ ২ শতাংশ জমির মালিকানার কাগজপত্রও তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাসজমির মালিকানা দিয়ে দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি ঘর মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পে আরও তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে অনন্য নজির সৃষ্টি করল বাংলাদেশ।

গৃহহীনদের জন্য নির্মিত চারটি উপজেলার আশ্রয়ণ নিবাসের উপকারভোগী মানুষ সরাসরি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ ছাড়া দেশের ৬৪টি জেলার সব উপজেলার মানুষও অনলাইনে এ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন।

'মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না'– প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীন চলমান গৃহ ও জমি প্রদান কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে সারাদেশে এসব ঘর পায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর করে দিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৯ লাখ পরিবারকে তালিকাভুক্ত করেছে শেখ হাসিনার সরকার। বাকিদেরও পর্যায়ক্রমে ভূমি ও ঘর দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা এ দেশের মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। বঙ্গবন্ধু নিজের কথা কখনও চিন্তাও করেননি। স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি পাঁচ বছর মেয়াদি যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, সেটা বাস্তবায়ন করে যেতে পারলে বাংলাদেশের মানুষ অনেক আগেই উন্নত হতে পারত।

পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর ছয় বছরের নিজের নির্বাসন জীবনের কথা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'জিয়াউর রহমান আমাকে ও আমার বোনকে ছয় বছর দেশে ঢুকতে দেননি। পাসপোর্ট পর্যন্ত রিনিউ করতে দেননি। আওয়ামী লীগ আমাকে সভাপতি করার পর মানুষের কথা চিন্তা করেই জোর করে দেশে ফিরে এসেছিলাম। আমার লক্ষ্য একটাই– আমি নিজে কী পেলাম বা পেলাম না, সেটি বড় কথা নয়। মানুষকে কী দিতে পারলাম, সেটিই বড় কথা।'

বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী সামরিক স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ তখন কী পেয়েছে? অনেকে গালভরা কথা বলেন, মানুষ নাকি তখন গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে! প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি নামের দল গঠন করে ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। ওই নির্বাচনে ১১০ ভাগ ভোটও পড়েছিল! আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল, আওয়ামী লীগকে ৪০টির বেশি আসন দেওয়া হবে না। সেবার আওয়ামী লীগকে ৩৯টি আসনই দেওয়া হয়েছিল। যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, এটা কী ধরনের গণতন্ত্র? একটি দল সৃষ্টি হলো, যে দলটি শিশুর মতো হাঁটতেও শিখল না, সেই দলটিই ক্ষমতায় চলে গেল?

২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দুর্নীতি, লুটপাট ও সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ এবং পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুঃশাসনের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল দেশের জন্য সত্যিকারের একটা অন্ধকার যুগ ছিল। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি-লুটপাট ২০০১ সালে বিএনপির সময়ই শুরু হয়েছিল। তাদের কারণেই পরে ওয়ান-ইলেভেন আসে।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করার দৃঢ়প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহারা থাকবে না। ঠিকানাহীন থাকবে না। আমরা সবার জন্য ঠিকানা করে দেব, সবাইকে ঘর করে দেব। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারে, সেটাই আমার লক্ষ্য।

একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে ঘর দেওয়ার বিরল নজির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি জানি না, পৃথিবীর কোনো দেশে কখনও অথবা আমাদের দেশে কোনো সরকার এত দ্রুত এতগুলো ঘর করেছে। এই ঘরগুলো তৈরি করা সহজ কথা নয়।' এ জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এতটা সমন্বিত কার্যক্রম এর আগে দেশে হয়নি।

করোনাভাইরাসের মধ্যেও দেশকে এগিয়ে নিতে তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরে টানা তিনবারের সরকারপ্রধান বলেন, করোনা যেমন একদিকে অভিশাপ, তেমনি আমাদের জন্য আশীর্বাদও বয়ে এনেছে। কারণ, এ সময়ে আমরা এই কাজগুলো ভালোভাবেই করতে পেরেছি। দেশের মানুষের দোয়া চাই, যেন এই দেশটাকে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। প্রতিটি মানুষ যেন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তারা যেন সুন্দর ও উন্নত জীবন পায়, সকলের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়।

পরে দেশের চারটি জায়গা থেকে উপকারভোগীরা যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রামে। সেখানে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। পরে মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মুফতি মিজানুর রহমান।

আজ রবিবার
১৬ পৃষ্ঠা
অনুশীলন, সাহায্যপ্রদ ও বিদেশের প্রতিনিধিসহ
মূল্য ১০.০০ টাকা
THE DAILY ITTEFAQ
www.ittefaq.com.bd
www.clickittefaq.com

রেজি-ডিএ ৮৪
৬৮তম বর্ষ
৩২তম সংখ্যা
১০ মাঘ ১৪২৭
১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি
২৪ জানুয়ারি ২০২১

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। বাড়ি ও দলিল পেয়ে উচ্ছ্বসিত গৃহহীনরা। খুলনার ডুমুরিয়ার ছবি —ফোকাস বাংলা

একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

ঘর পেল ৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবার

■ বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। গতকাল শনিবার সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে, যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবনযাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দিব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই—আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব।'

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

ঘর পেয়ে আনন্দে কাঁদলেন ডুমুরিয়ার রীনা পারভীন

■ নিলয় মামুন ও আব্দুল হালাম, ডুমুরিয়া থেকে

'স্বামী-সন্তান নিয়ে কোনো সময় রাস্তায়, কোনো সময় পরের বাড়ির বারান্দায়। আবার কোনো সময় খোলা আকাশের নিচে। ভূমি ও ঘরহারা মানুষ হিসেবে আপনার দেওয়া ঘর পেয়ে আমি অনেক খুশি। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন এ কামনা করি।' ঘর পেয়ে আবেগ আপ্লুত ও কান্নাজড়িত কণ্ঠে এক সন্তানের মা রীনা পারভীন (৩০) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে এভাবেই তার অনুভূতি প্রকাশ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা অশোক দাস (৬৬) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার যুদ্ধকালীন স্মৃতি এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

ঘর পেয়ে আনন্দে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এতদিন স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা না পেলেও এতদিন পর মাথা গোজার ঠাঁই পেয়ে ভীষণ খুশি বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানান। তাদের মতো জমি ও ঘর পেয়ে ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর গ্রামের হালিম শেখ (৫৫) ও চাকুন্দিয়া গ্রামের সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ ইনসার আলী হাওলাদার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গতকাল শনিবার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঠালতলা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীনদের ঘর প্রদান উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সারাদেশে ৬৬ হাজার ১৮৯ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমিসহ ঘর তুলে দেন। এর মধ্যে খুলনা বিভাগে ৩ হাজার ২২৫ পরিবার এবং খুলনা জেলার ৯২২ পরিবার পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার।

এই হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের কাঠালতলা গ্রামে ১৪০ জন উপকারভোগীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে মতবিনিময় করেন। এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য নারায়ণচন্দ্র চন্দ, খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো. ইসমাইল হোসেন, কেএমপি কমিশনার মো. মাসুদুর রহমান ভূঞা, খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি ড. খ. মহিদ উদ্দিন, খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, খুলনা পুলিশ সুপার এস এম শফিউল্লাহ, খুলনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ হারুনুর রশীদ প্রমুখ। ডুমুরিয়া প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আবদুল ওয়াদুদ।

উপকারভোগী খুলনার ৯২২টি পরিবারের প্রত্যেককে দুই শতক সরকারি খাস জমি বন্দোবস্তসহ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে তেরখাদা উপজেলায় ৪০টি, দিঘলিয়া উপজেলায় ৭০টি, ডুমুরিয়া উপজেলায় ১৪০টি, ফুলতলা উপজেলায় ৪০টি, রূপসা উপজেলায় ৭২টি, পাইকগাছা উপজেলায় ২২০টি, বটিয়াঘাটা উপজেলায় ১৫০টি, কয়রা উপজেলায় ৫০টি, দাকোপ উপজেলায় ১৪০টি পরিবার জমি ও ঘর পেয়েছেন। ১ লাখ ৭১ হাজার টাকায় নির্মিত ঘরে ২টি শয়ন কক্ষ ১টি রান্নাঘর, ১টি ল্যাট্রিন, পানি ও বিদ্যুতের সুবিধা রয়েছে।

একটি মানুষও গৃহহীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

এদিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

ইতিমধ্যে সারা দেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহনির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে। উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে করোনা এক দিকে আশীর্বাদও হয়েছে। কারণ, আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তার পরেও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা—যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন, তাদের আত্মা শান্তি পাবে। শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহিদ রক্ত দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ, এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে, এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিল, '৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শিগ্‌গিরই আরো ১০০টি ভবন তৈরি করা হবে। শিগ্‌গিরই আরো ১ লাখ ঘর আমরা করে দেব।

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন—এটা অতুলনীয়। আর সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সবাই সহযোগিতা করেছেন। এই একটি কাজে আমরা দেখেছি সবার সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।'

তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা-শ্রমিকসহ প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলোর বিশেষ করে সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের তথাকথিত গণতন্ত্রায়নের নামে দেশের বিরাজনীতিকরণেরও কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একজন মিলিটারি ডিক্টেটর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল আজকে রাষ্ট্রপতি হলাম, আর সেটাই গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল (যুদ্ধাপরাধী এবং কারাগারে আটক খুনি অপরাধীদের)। কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করার, মানি লন্ডারিং করার, ঋণখেলাপি হওয়ার, টাকা ছাপিয়ে নিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' বা 'আই উইল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'—তাদের কাজই ছিল এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলার। আর দরিদ্রকে দরিদ্র করে রাখা এবং মুষ্টিমেয় লোককে অর্থবিত্ত করে দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা।

জিয়ার নির্বাচনের নামে প্রহসনের উদাহরণ টেনে 'হ্যাঁ-না' ভোটে 'না' ভোটের বাক্স না রাখা বা ১১০ শতাংশ ভোট পড়ারও অভিযোগ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা গণতন্ত্র নিয়ে আজকে কথা বলেন তাদের কাছে আমার এটাই প্রশ্ন, এটা কী করে গণতন্ত্র হতে পারে?

নতুন গৃহ প্রবেশ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারা দেশের উপকারভোগীদের নিয়ে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে দেশব্যাপী মিষ্টি মুখ করানো হয়।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

www.jugantor.com

রোববার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১০ টাকা

ঢাকা ২৪ জানুয়ারি ২০২১ | ১০ মাঘ ১৪২৭ | ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২১ | সংখ্যা ৩৪০

ঠিকানা পেল গৃহহীন ৬৬১৮৯ পরিবার

ঘর উপহার মুজিববর্ষে বড় উৎসব : প্রধানমন্ত্রী

হাসিবুল হাসান, *সৈয়দপুর (নীলফামারী) থেকে*

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সবার জন্য আবাসন নিশ্চিতের দৃঢ়প্রত্যয়

জিয়া আমাকে ও আমার বোনকে ছয় বছর দেশে ঢুকতে দেয়নি

মুজিববর্ষে গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর উপহার দেওয়া বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উৎসব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আজ আমার আনন্দের দিন। যাদের কিছুই ছিল না, তাদের ঘর দিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পেরেছি। যখন এই মানুষগুলো এই ঘরে থাকবে, তখন আমার মা-বাবার আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহিদের আত্মা শান্তি পাবে। কারণ, এসব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তো ছিল আমার বাবার লক্ষ্য। বাংলাদেশের মানুষের এর চেয়ে বড় উৎসব হতে পারে না। যারা ঘর পেয়েছেন, প্রত্যেককে নিজের ঘরের সামনে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার সকালে সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৬৬ হাজারের বেশি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পাকা ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত দুই শতাংশ জমির মালিকানার কাগজপত্রও তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গৃহহীনদের জন্য নির্মিত চারটি উপজেলার আশ্রয়ণ নিবাসের উপকারভোগী মানুষ সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এছাড়া দেশের ৬৪টি জেলার সব উপজেলার মানুষও টেরিস্ট্রিয়ালে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। সূচনা ■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

● উচ্ছ্বসিত জমিদাতা সেই বুরমান ▶▶ পৃষ্ঠা ২ ● মুজিববর্ষে স্বপ্নপূরণ, ভূমিহীনের উচ্ছ্বাস ▶▶ পৃষ্ঠা ১৪

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে গৃহহীনদের জমি ও ঘর প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নেন পিআইডি

ঘর উপহার মুজিববর্ষে বড় উৎসব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, জাতির পিতা এদেশের মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। বঙ্গবন্ধু নিজের কথা কখনো চিন্তাও করেননি। স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। সেটা বাস্তবায়ন করে যেতে পারলে বাংলাদেশের মানুষ অনেক আগেই উন্নত হতে পারত।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সবার জন্য আবাসন নিশ্চিতের দৃঢ়প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মুজিববর্ষে একটি মানুষও গৃহহীন-ঠিকানাহীন থাকবে না। আমরা সবার জন্য ঠিকানা করে দেব, সবাইকে ঘর করে দেব। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারে, সেটাই আমার লক্ষ্য।

এদিন ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার দুই শতাংশ খাসজমির মালিকানাসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট গৃহ মুজিববর্ষের উপহার হিসাবে পেয়েছেন। একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে অনন্য নজির সৃষ্টি করল বাংলাদেশ। 'মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না এমন ঘোষণার বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীন চলমান গৃহ ও জমি প্রদান কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে এসব ঘর পায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর করে দিতে এখন পর্যন্ত প্রায় নয় লাখ পরিবারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বাকিদেরও পর্যায়ক্রমে ভূমি ও ঘর দেওয়া হবে।

একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে ঘর দেওয়াকে বিরল নজির হিসাবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি জানি না পৃথিবীর কোনো দেশে কখনো অথবা আমাদের দেশে কোনো সরকার এত দ্রুত এতগুলো ঘর করেছে কি না। এই ঘরগুলো তৈরি করা সহজ কথা নয়। এজন্য সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান তিনি। তিনি বলেন, এতটা সমন্বিত কার্যক্রম এর আগে দেশে এভাবে হয়নি।

করোনাভাইরাসের মধ্যেও দেশ এগিয়ে নিতে তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রী। সরকারপ্রধান বলেন, করোনা যেমন একদিকে অভিশাপ, তেমনই আমাদের জন্য আশীর্বাদও বয়ে এনেছে। কারণ এই সময়ে আমরা কাজগুলো ভালোভাবেই করতে পেরেছি। দেশের মানুষের দোয়া চাই, যেন এই দেশটাকে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। প্রতিটি মানুষ যেন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তারা যেন সুন্দর ও উন্নত জীবন পায়, সবার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়।

পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর ছয় বছর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, জিয়াউর রহমান আমাকে ও আমার বোনকে ছয় বছর দেশে ঢুকতে দেয়নি। পাসপোর্ট পর্যন্ত রিনিউ করতে দেননি। আওয়ামী লীগ আমাকে সভাপতি করার পর মানুষের কথা চিন্তা করেই জোর করে দেশে ফিরে এসেছি। আমার লক্ষ্য একটাই—আমি নিজে কী পেলাম বা পেলাম না, সেটি বড় কথা নয়। মানুষকে কী দিতে পারলাম, সেটিই বড় কথা। বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী সামরিক স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ তখন কী পেয়েছে? অনেকে গালভরা কথা বলেন, মানুষ নাকি তখন গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে! গণতান্ত্রিক অধিকার কী? একটি মিলিটারি ডিকটেটর মানুষকে শোষণ-নির্যাতন করবে, মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি নামের দল গঠন করে ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। ওই নির্বাচনে ১১০ ভাগ ভোটও পড়েছিল! আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল আওয়ামী লীগকে ৪০টির বেশি আসন দেওয়া হবে না। সেবার আওয়ামী লীগকে ৩৯টি আসনই দেওয়া হয়েছিল। যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, এটা কী ধরনের গণতন্ত্র? একটি দল সৃষ্টি হলো, যে দলটি শিশু, হাঁটতে শেখার আগে সেই দলটিই ক্ষমতায় চলে গেল? ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দুর্নীতি, লুটপাট ও সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ এবং পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুঃশাসনের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল দেশের জন্য সত্যিকারের একটা অন্ধকার যুগ ছিল। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি-লুটপাট ২০০১ সালে বিএনপির সময়ই শুরু হয়েছিল। তাদের কারণেই পরে ওয়ান-ইলেভেন আসে।

ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মুফতি মিজানুর রহমান।

পরে দেশের চারটি জায়গা থেকে উপকারভোগীরা যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। প্রথমেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয় খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম। সেখানে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে উন্মুক্ত স্থানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আব্দুল ওয়াদুদ। সেখানে ঘর পেয়েছেন এমন উপকারভোগী পারভীন। পাকা ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি আমাদের ঘর দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখুন। আপনার জন্য অনেক দোয়া করি।' এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি কাঁদবেন না। আজ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসাবে তার স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। এজন্যই নিজেকে উৎসর্গ করেছি। দেশের একটি মানুষও যেন গৃহহীন না থাকে, সেই ব্যবস্থা আমরা করব।

এরপর প্রধানমন্ত্রী নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রামের ঘর পাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাসির আহমেদের সঞ্চালনায় সেখানে উপকারভোগীরা প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান। সেখানে এক উপকারভোগী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে সালাম দিয়ে জানতে চান—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি কি ভালো আছেন? জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি ভালো আছি। আপনারা কি খুশি? জবাবে তিনি বলেন, 'খুশি, খুব খুশি। স্বামী-সন্তান নিয়ে মানুষের বাড়িত আছিনু। খুব কষ্টে আছিনু। এখন শেখের বেটি শেখ হাসিনা মোক জায়গা জমি, ঘর, কল, সবকিছুই উপহার দিছে। এখন হামরা খুব খুশি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তোমরা দীর্ঘজীবী হও। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, আর এই দেশের উপকার করো।'

পরে উত্তরাঞ্চলের ঐতিহ্য ভাওয়াইয়া গানের সুরে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান উত্তরের এই জেলার সুবিধাভোগীরা। সুরে সুরে গান 'বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা আমার শেখ হাসিনা, দেশ বিদেশে নাই যে তুলনা।' গান শুনে হাততালি দিয়ে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খুব ভালো লাগছে। সেখানে তো আপনারা মেলা বসিয়েছেন। নিশ্চয় শীতের পিঠাটিটা খাওয়া হচ্ছে। সবাই ভালো থাকেন সেই দোয়া করি।

সৈয়দপুরের হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ইকরতলী গ্রামে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দলের সবাই তো আমার পরিবারের মতো। এমপি-মন্ত্রীদের সঙ্গে সংসদে কথা হয়। আমি একটু উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। এ সময় সেখানে ঘর পাওয়া দরিদ্র নুরু মিয়া প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দিয়ে বলেন, 'দুই শতক জায়গাসহ আপনি আমাদের সুন্দর পাকা ঘর দিয়েছেন। আমরা আজ অনেক খুশি। আমি এখন আমার বউ-বাচ্চা নিয়ে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারমু। আমি আপনার জন্য দোয়া করমু আল্লাহ যেন আপনার হায়াত বাড়াইয়া দেয়। আপনি যেন আরও গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতে পারেন।' তার বক্তব্য শোনার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি খুব খুশি হলাম। আপনারা ভালোভাবে থাকেন, এটাই আমি চাই।

এরপর প্রধানমন্ত্রী চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের সন্ন্যাসীগ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। তিনি আমের রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে তার উপজেলায় নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের তথ্য তুলে ধরেন। শুরুতেই উপকারভোগীরা 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলান। পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে তাদের ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা গান শোনানোর অনুমতি চান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী আনন্দকণ্ঠে বলেন, অবশ্যই গম্ভীরা গান শুনব। প্রথম গম্ভীরা গান শুনেছিলাম ১৯৭৪ সালে বাবার সঙ্গে নাটোরে গিয়ে। সেখানে নানা-নাতি এসে গম্ভীরা শোনায়। এখন অবশ্যই গম্ভীরা শুনব। এ সময় হারমুনিয়াম, ডুগি-তবলা নিয়ে এবং নানা-নাতি তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে তালে ও লয়ে গম্ভীরা পরিবেশন করেন—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে জানাই সাদর সম্ভাষণ, আপনি করছেন দেশের উন্নয়ন, হে নানা ভূমিহীন মানুষেরা তাইতো পাইলো সুখের দর্শন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়ার, শেখ হাসিনা সেই কাজ করছেন বরাবর।' এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে উচ্ছ্বসিতভাবে তা উপভোগ করতে দেখা যায়।

পরে সেখানে ঘর পাওয়া এক শারীরিক প্রতিবন্ধী উপকারভোগী ফাতেমা বেগম প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দিয়ে বলেন, 'আমার কোনো ঠিকানা ছিল না। আজ আপনার দেয়া জমি আর বাড়িতে আমার ঠিকানা হয়েছে। এখানে আমার পরিবার নিয়ে বসবাস করতে পারবো। আমি খুব খুশি হয়েছি। আল্লাহর কাছে আপনার জন্য অনেক অনেক দোয়া করি। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। আমার মতো আরও অসহায় মানুষের উপকার করতে পারেন।'

মুজিববর্ষে স্বপ্নপূরণ, ভূমিহীনের ঘরে উচ্ছ্বাস

'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার'

রোববার
১০ মাঘ ১৪২৭
১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২
২৪ জানুয়ারি ২০২১
রেজিস্টার্ড নং ডিএ-৬২
৭০ বর্ষ, ২৩৯ সংখ্যা
১২ পৃষ্ঠা : মূল্য ৮ টাকা

প্রকাশনার ৭০ বছর

সংবাদ

www.thesangbad.net

যাদের ঠিকানা নেই তাদের ঠিকানা করে দেব : প্রধানমন্ত্রী

- গৃহহীনদের ঘর মুজিববর্ষের উপহার
- ৬৬ হাজার ১৮৯ ভূমিহীন-গৃহহীনকে জমি ও গৃহ প্রদান

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোন উৎসব আর কিছুই হতে পারে না।

শেখ হাসিনা গতকাল মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে আরও বলেন, 'এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেয়া হবে, যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে।' যাতে তারা উন্নত জীবনযাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দিব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব।'

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের যাদের : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়ে গৃহহীন বৃদ্ধার চোখে-মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস —সংবাদ

বাড়ি পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা গৃহহীনদের

বাসস

মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে বাড়ি পেয়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন ব্যক্তিরা গতকাল আনন্দবিজড়িত কণ্ঠে নিজস্ব ঠিকানা ও আশ্রয় পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলার সময় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রামের পারভীন আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি খুবই খুশি। আমি জীবনে কখনও এমন বাড়ি বানাতে পারিনি।' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে পারভিন বলেন, 'আমার স্বামীর কোন কাজ নাই। আমাদের প্রায়ই না খেয়ে দিন কাটাতে হয়। আমাদের কোন বাড়ি ছিল না। কখনও ভাবিনি আমাদের একটা বাড়ি হবে। আপনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাদের একটি ঘর ও জমি দিয়েছেন। আপনি অনেকদিন বেঁচে থাকবেন।'

পারভীনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কাঁদবেন না। আমি মনে করি এটা আমার দায়িত্ব।' তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে আমি জনগণের স্বপ্ন পূরণ এবং দেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের কোন মানুষ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না এবং আমি তা নিশ্চিত করব। একই সময়ে যাতে সব মানুষ জীবন ও জীবিকার উপায় খুঁজে পেতে পারেন আমি তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।'

কয়েকদিন আগেও গৃহহীন থাকা মুক্তিযোদ্ধা অশোক দাসও একটি বাড়ি পেয়েছেন। তিনিও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ডুমুরিয়া উপজেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মধ্যে মোট ১৪০টি বাড়ি

বাড়ি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

যাদের : ঠিকানা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭শ' ১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে করোনা এক দিকে আশীর্বাদও হয়েছে, কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা-যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এতো অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিল, '৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শীঘ্রই আরও ১শ'টি ভবন তৈরি করা হবে। আজ (গতকাল) এক লাখ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিলাম এবং শীঘ্রই আরও এক লাখ ঘর আমরা করে দেব।

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন।

পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মতো জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তার দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এতো দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোন দেশে কোন সময় কোন সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কিনা আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলো তৈরি করেছেন তাই সম্ভব হয়েছে এবং মানসম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন এটা অতুলনীয়। আর সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সবাই সহযোগিতা করেছেন। এই একটি কাজে আমরা দেখেছি সবার সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এতো বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।'

তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোন শ্রেণী বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণীকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণীর জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি, এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

এদিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১,১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬,১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭শ' ১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীন ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতোমধ্যে সারাদেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬শ' ২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেয়া হয়েছে।

প্রতিটি দুই রুমের সেমিপাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে।

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্ব স্থবিরতায় ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।' আমাদের দেশের মানুষ যেন অন্ন, বস্ত্র এবং উন্নত জীবন পায় সেটা নিশ্চিত করাই জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল উল্লেখ করে তিনি '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর বিশেষ করে সেনা শাসক জিয়াউর রহমানের তথাকথিত গণতন্ত্রায়নের নামে দেশের বিরাজনীতিকরণেরও কঠোর সমালোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স উপলক্ষে সারাদেশের উপজেলা প্রান্তগুলোতে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। চারটি স্থানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মতবিনিময় করলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা তাদের এবং স্থানীয় জনগণের ভিডিও বার্তা মূল অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন। নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারাদেশের উপকারভোগীদের নিয়ে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে দেশব্যাপী মিষ্টিমুখ করানো হয় বলেও তথ্য মিলেছে।

বাড়ি : পেয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিতরণ করা হয়েছে। ডুমুরিয়া ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ এর মাধ্যমে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার অন্তর্গত কামারপুকুর ইউনিয়নের নিজবাড়ি গ্রাম, হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার অন্তর্গত গাজীপুর ইউনিয়নের ইকরতলী গ্রাম এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের সাল্লা গ্রামের সঙ্গেও যুক্ত হন।

সৈয়দপুর উপজেলার নিজবাড়ি গ্রামের একজন সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তার জমি ও বাড়ি ছিল না। 'কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে আমাকে জমি, বাড়ি, সবকিছু দিয়েছে। আমি আনন্দে অভিভূত।' তিনি বলেন, 'আমি প্রার্থনা করি, আপনি (শেখ হাসিনা) দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনযাপন করুন।'

সুবিধাভোগীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য লেখা একটি ভাওয়াইয়া গান গেয়ে শোনান। এছাড়া সিএনজি চালিত তিন চাকার গাড়ি চালক চুনারুঘাট উপজেলার ইকরতলী গ্রামের সুবিধাভোগী মো. নুরুল হুদা বলেন, তিনি তার পরিবার নিয়ে বনভূমিতে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, 'আপনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাকে জমিসহ একটি বাড়ি দিয়েছেন, যা আমাকে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে জীবন কাটানোর সুযোগ করে দেবে।' নুরুল হুদা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তিনি আগামী দিনে দরিদ্র, গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষদের আরও সাহায্য করতে পারেন। চুনারুঘাট উপজেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের হাতে মোট ৭৪টি বাড়ি হস্তান্তর করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় যান, যেখানে ৩৪০টি বাড়ি দেয়া হয়েছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ফাতেমা বেগম, যিনি একটি বাড়ি পেয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমার কোন ঠিকানা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার উপহার (বাড়ি ও জমি) আমাকে একটি ঠিকানা দিয়েছে, যেখানে আমি আমার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে পারব।' এছাড়া ফাতেমা আল্লাহর কাছে প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করেন যাতে তিনি আরও মানুষকে সাহায্য করতে এবং সুখী জীবন দিতে পারেন। পরে তারা তাদের আনন্দ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীকে একটি গম্ভীরা গান গেয়ে শোনান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ ৬৬,১৮৯টি বাড়ি বিতরণের উদ্বোধন করেন। বিশ্বে এই প্রথম ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে একই সময়ে এতো বিপুলসংখ্যক বাড়ি বিতরণ করা হচ্ছে।

রবিবার । ১০ মাঘ ১৪২৭

আজ ১৬ পৃষ্ঠা

কালের কণ্ঠ

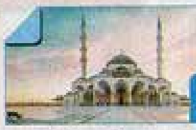

ঋণে দানের চেয়েও বেশি ফজিলত ১০

আবারও জয়ের নায়ক রোবিনহো ১৩

ঢাকা । ২৪ জানুয়ারি ২০২১ । ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ১৫ নগর সংস্করণ দাম ১০ টাকা kalerkantho

৬৬ হাজার ১৮৯ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পেল জমি ও ঘর

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার

প্রধানমন্ত্রী বললেন

এর চেয়ে বড় উৎসব হয় না

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। গতকাল শনিবার সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি আরো বলেন, 'এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে, যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই, আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব।'

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। করোনার কারণে আমরা সেগুলো করতে পারিনি। তবে করোনা একদিকে আশীর্বাদও হয়েছে। কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তার পরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যখন এই

▶▶ পৃষ্ঠা ১২ ক. ৬

আরো খবর ও ছবি ▶ পৃষ্ঠা ২

এই অভিব্যক্তি স্বস্তির; এই অভিব্যক্তি কৃতজ্ঞতার। মুজিববর্ষ উপলক্ষে গতকাল দেশের যেসব ভূমিহীন মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছেন, খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের কমলা শীলও তাঁদের একজন। ছবি : কালের কণ্ঠ

এর চেয়ে বড় উৎসব হয় না

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানুষগুলো ঘরে থাকবে, তখন আমার বাবা এবং মা—যাঁরা সারাটা জীবন এ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন, তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাঁদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।'

তিনি বলেন, 'আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা), তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন একানব্বই সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি; অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শিগগিরই আরো ১০০টি ভবন তৈরি করা হবে।'

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি ও দলিল হস্তান্তর করেন।

পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ ও কাগজপত্র তৈরির মতো জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তাঁর দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময় কোনো সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি না আমার জানা নেই। যেহেতু যাঁরা প্রশাসনে রয়েছেন, তাঁরা সরাসরি ঘরগুলোর তৈরি করেছেন, তাই সম্ভব হয়েছে এবং মানসম্মত হয়েছে; সে জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সব সময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন, এটা অতুলনীয়। আর সেই সাথে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা—সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সকলে সহযোগিতা করেছেন। এই একটি কাজে আমরা দেখেছি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।'

তিনি বলেন, 'এই গৃহায়ণ প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি। এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

এদিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল ও বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করায় আবার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, 'নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুনরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম।'

এ সময় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সবার দোয়া ও সহযোগিতার প্রত্যাশাও পুনর্ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা। সূত্র : বাসস।

‘পাকা ঘরে থাকব স্বপ্নেও ভাবিনি’

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

‘স্বপ্নেও ভাবিনি পাকা ঘরে থাকব। পরম করুণাময় ঈশ্বর শেখ হাসিনাকে আরো অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখুক।’ জীবন সায়াহ্নে এসে পাকা ঘরের চাবি ও জমির দলিল পেয়ে এভাবেই আশীর্বাদ করছিলেন দিনমজুর ধীরেন। তাঁর বাড়ি বরগুনার বেতাগী উপজেলার আয়লা চান্দখালী গ্রামে। মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে ধীরেনের মতো হাজার হাজার মানুষ গতকাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাকা ঘর পেয়েছেন।

মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন ঘোষণার ধারাবাহিকতায় পৌনে ৯ লাখ গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের তালিকা হয়। এর মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে গতকাল ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারকে ঘরের মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে গতকাল অসহায় মানুষদের ঘরের চাবি তুলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘এক দিনে এত মানুষকে ঘর দিতে পারলাম, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহারা থাকবে না। যাদের গৃহ নেই তাদের ঘর করে দিতে পেরে অসাধ্য সাধন করতে পারলাম, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর হতে পারে না।’

ঘর পেয়েছেন রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাসিন্দা লাইলী বেগম। দুই বছর আগে পদ্মার ভাঙনে তাঁর বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সেই থেকে তিনি কখনো মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় খুঁজতেন, কখনো অন্যের বাড়িতে গৃহস্থালির কাজ করতেন। গতকাল উপজেলার হেলালপুর গ্রামে তাঁকে পাকা ঘর বুঝিয়ে দেন ইউএনও শাহিন রেজা। এ সময় ষাটোর্ধ্ব লাইলী বলেন, ‘কোনো দিন ভাবিনি আমার নিজের একটি ঘর হবে। পরিবার নিয়ে একসাথে থাকব। সত্যিই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপা আমাদের মতো গরিবদের নিয়া ভাবেন।’

স্বামীর বাড়ি-ভিটা না থাকায় বিয়ের পর থেকে জীবনসঙ্গীকে নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকেন আঞ্জুয়ারা। বাবার বাড়ি নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার মিঠাপুর ইউপির গন্ধর্বপুর গ্রামে। আঞ্জুয়ারা এক ছেলে ও দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে জীবিকার তাগিদে রাজধানীতে পাড়ি জমান। গতকাল বদলগাছীতে পাকা ঘর পেয়ে তিনি বললেন, ‘আর ঢাকা যামু না। অ্যাখন থেকে বাড়িতে থাকুম।’

গতকাল প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ঘর পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদছিলেন ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার ভিক্ষুক শহর বানু। নিজের বয়স কত তা বলতে পারলেন না তিনি। জানালেন, স্বামী মারা গেছেন অনেক আগেই। দুই মেয়ে ছিলেন, তাঁদের বিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি একা। স্বামী মারা যাওয়ার পর দেবরের বাড়িতে ছনের ছাউনির একটি মাটির ঘরে তাঁর বসবাস। শহর বানুর ভাষায়, ‘আমার কুনু গর আছিন না। সারা দিন বিক্কা কইরা দেওরের বাইত একটা ছনের গর-অ রাইত কাডাইতাম। মেগ আইলে বাঙ্গা ঘরের চাল দে-য়া পানি পর-ত। অনেক কষ্ট কইরা হেই গরই থাকতাম। মা’র উছিলায় আমি টিনের চালওলা একটা দলান গর পাইছি, জমিন পাইছি। অহন খাই আর না খাই আরামে থাকবার পারাম। আমি নমজ (নামাজ) পইরা পরদান মন্তি শেখ হাসিনার লাইগ্যা দুই আত তুইল্যা দ-য়া করি, আল্লায় যেন তারে অনেক পরমাই দেয়।’

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রথম দফায় গতকাল ঘরের চাবি দেওয়া হয়েছে চকরিয়ার ৮০ ও পেকুয়ার ৯ ভূমিহীন পরিবারকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বের বক্তব্যে ইউএনও সৈয়দ শামসুল তাবরীজ বলেন, ‘মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় সারা দেশে প্রথম দফায় ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবারকে বাড়ি দেওয়া হয়েছে। এসব পরিবারকে বাড়িসহ জায়গার বন্দোবস্ত দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে।’

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলা চেয়ারম্যান এ কে এম সফি আহমদ সলমান গতকাল ঘর বিতরণ অনুষ্ঠানে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ বিশ্বে বিরল। আমরা যেন প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাটুকু আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমরা কখনো তাঁর এই অবদানের কথা ভুলব না।’

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অশীতিপর রোমেনা খাতুন। তাঁর ভাষায়, ‘পরের বাড়িত ও সরহারি জাগাত বালবাইচ্চা (সন্তান) লইয়া জীবন পার করছি। অহন জীবনের শেষে আইয়া মরণের ঘরের (কবর) অপেক্ষায় আছিলাম। কিন্তু কি আচম্বিত (আশ্চর্য) জীবন থাকতেই ঘর ও জায়গার দলিল পাইলাম। হিইরা (আবার) পাক্কা ঘর। দিছে বুলে প্রধানমন্ত্রী, অহন মইর‍্যা শান্তি পাইয়াম।’

বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার গোছন গ্রামের ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা আমেনা বিবি বলেন, ‘হামি স্বপ্নেও ভাবিনি সরকার হামাক পাকা ঘর দিবি। ঘর প্যায়া হামরা খুশি হচি। শেখের বেটি হামাকেরক বড় উপকার করলো।’

সিলেটে ‘স্বপ্ননীড়ে’র চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ‘মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে দেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদের বিনা মূল্যে বসতঘর হস্তান্তর বিশ্বে নতুন ধারার সূচনা করেছে।’

(এ প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন কালের কণ্ঠ’র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিরা)

গণমানুষের দৈনিক
বাংলাদেশ বুলেটিন
প্রকাশ কালঃ ২৫ জানুয়ারি ২০২১

গৃহহীনদের ঘর উপহার

প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সমাজের অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিবেদক

৬৬ হাজার গৃহহীনকে জমিসহ ঘর নির্মাণ করে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিক। তারা এক অভিনন্দনবার্তায় প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন। গতকাল রবিবার বিকালে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদের সই করা গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার প্রয় ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে শনিবার (২৩ জানুয়ারি) সরকারি উদ্যোগে তৈরি ঘরের চাবি হস্তান্তর করেছে। বিশেষ করে, এই করোনা মহামারির সময়ে যেখানে অতি দরিদ্র পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সমাজের

ভূমিহীন মানুষের হার ২০১৮ সালের ২৪.৫০%-এর তুলনায় ২০২০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে বেড়ে ৪৫.৩০%-এ দাঁড়িয়েছে ; এই সময়ে সরকারি উদ্যোগে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বসতভিটাসহ গৃহ প্রদান একটি সময়োপযোগী প্রশংসনীয় উদ্যোগ।' 'আমাদের মহান ৭২-এর সংবিধানে গৃহহীনদের জন্য গৃহ একটি মৌলিক অধিকার। সুতরাং, এই উদ্যোগ ৭২-এর সংবিধানের মৌলিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের একটি প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে গণ্য হতে পারে' বলে উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে। এতে আরও বলা হয়, 'বর্তমান সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী, এই সময়ে সারাদেশে মোট আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারকে বসতবাড়ি করে দেওয়া হবে।' নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে এই কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হয়। বলা হয়, 'এ সব দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে বসতবাড়ি বণ্টনের ক্ষেত্রে যেন কোনও স্বজনপ্রীতি বা অনিয়ম না হয়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সরকার প্রধানের প্রতি আমাদের সবিনয় অনুরোধ থাকবে।' বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন- অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, রামেন্দু মজুমদার, ডা. সারওয়ার আলী, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, রাশেদা কে চৌধুরী, অধ্যাপক এম এম আকাশ, অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, অ্যাডভোকেট এস এম এ সবুর, খুশী কবির, রোকেয়া কবির, এম এ সামাদ, রাজিয়া সামাদ, আব্দুল মোনায়েম নেহেরু, ডা. মো. মিজানুর রহমান, অ্যাডভোকেট অশোক সরকার, অধ্যক্ষ সারওয়ার মানিক, নূরুর রহমান সেলিম, ডা. অসিত বরণ রায়, ডা. বাহারুল আলম , অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, ড. সৈয়দ আব্দুল্লা আল মামুন চৌধুরী, জয়ন্তী রায়, মফিজুল ইসলাম খান কামাল।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
নগর সংস্করণ
The Daily Janakantha
রবিবার ১০ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরী ২৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৩২৫ পৃষ্ঠা ১৬ ॥ মূল্য ১০ টাকা www.dailyjanakantha.com, www.edailyjanakantha.com

জুতো কেন গাছে ঝোলে!
মানুষ যেখানে, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন নিজের অস্তিত্ব সব সময়ই জানান দিতে চায়। এমনকি চাঁদের বুকে গিয়েও পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে এসেছে পৃথিবীর মানুষ। এমনই কিছু অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাজ মানুষ
(১১ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

সারাদেশে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের আনন্দের দিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে শনিবার ৪৯২টি উপজেলায় একযোগে সংযুক্ত হয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারের হাতে সেমিপাকা বাড়ির চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর নিজ নিজ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে গৃহহীনদের হাতে জমি ও সেমিপাকা বাড়ির দলিল তুলে দেন

স্বপ্নের নীড়ে নবযাত্রা

- ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবেগাপ্লুত প্রধানমন্ত্রী
- বললেন-এর চেয়ে বড় কোন উৎসব আর কিছুই হতে পারে না
- মুজিববর্ষেই সব গৃহহীন ও ভূমিহীনকে ঘর দেয়ার অঙ্গীকার

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে 'স্বপ্নের স্থায়ী নীড়' পেয়ে বিপুল প্রাপ্তি, মুখে আনন্দের হাসি, উচ্ছ্বাস ও আনন্দাশ্রুতে শনিবার সারাদেশের ভিক্ষুক, ছিন্নমূল, বিধবা, দিনমজুর, বেদে, দলিত, হরিজন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ যুগ যুগ ধরে ভাসমান হয়ে চলা গৃহহীন-ভূমিহীন ৭০ হাজার পরিবারের প্রায় তিন লাখ মানুষের সত্যিই এক অনুপম দিন কেটেছে। যুগের পর যুগ ঠিকানাবিহীন মানুষগুলোর স্থায়ী নিবাস প্রাপ্তি উপলক্ষে সারাদেশের উপজেলা প্রান্তগুলোতেও ছিল রীতিমতো উৎসবের আমেজ, দেশজুড়ে বইছে আনন্দধারা।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের লালিত স্বপ্নই ছিল দেশের দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। তাঁরই জন্মশতবার্ষিকীতে চলা মুজিববর্ষে সরকারীভাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রায় ৭০ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বপ্নের স্থায়ী ঠিকানা একখণ্ড জমির ওপর সুদৃশ্য বাড়ি নির্মাণ করে তা হস্তান্তরকালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও ছিলেন আবেগতাড়িত, তেমনি এত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে নিজেকে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের তৃপ্তি ও উচ্ছ্বাসও ঢাকতে (৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার রঙিন টিনের পাকা বসতঘরে শনিবার থেকে সৈয়দপুরের উপকারভোগীরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন —জনকণ্ঠ

'আর তো আমার পুত নাতি ভাইসা যাইত না'

মোরসালিন মিজান, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ॥ মানুষগুলো, কী আশ্চর্য, এখনও কাঁদছে! কদিন আগেও জলে ভাসা পদ্মের মতো জীবন ছিল তাদের। কোথাও ঠাঁই হচ্ছিল না। বেঁচে থাকার বয়স যত, তত বছর ধরে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে যখন চূড়ান্তভাবে তলিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে ঠিক তখন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। কূল খুঁজে পেল চির বঞ্চিতরা। এখন তারা একটি আস্ত বাড়ির, শুধু তো বাড়ি নয়, জমিরও মালিক। সেমিপাকা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে তাকাচ্ছেন আর ভাবছেন নিজের একটি ঠিকানা হলো, ছাদ হলো, সত্যিই কি হলো? সকল রেইস থেকে ছিটকে পড়া জীবনে এত বড় চমকও আসে? আসতে পারে? ভাবতে ভাবতেই দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এ জল আসলে জলের অধিক। আনন্দ অশ্রু।

শনিবার সরকারের পক্ষ থেকে বাড়ি হস্তান্তরের পর কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একাধিক আশ্রয়ণ প্রকল্প ঘুরে দেখা গেছে এমন অনেক আবেগঘন দৃশ্য। এদিন দুই জেলার ভূমিহীন গৃহহীন দেড় হাজারের বেশি পরিবারকে মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে ঘর প্রদান করা হয়। এরপর থেকে আরও বেশি করে সামনে আসতে থাকে হতদরিদ্র মানুষগুলোর জীবন সংগ্রাম ও নতুন করে ঘুরে (২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

আর তো

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দাঁড়ানোর গল্প। মনের শোকে এতকাল কেঁদেছেন তারা। এখন সে কান্না বদলে সুখের হয়েছে।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার দীঘিরপাড়ে ঘর বুঝে পেয়েছে ২৫টি পরিবার। সরেজমিন সেখানে গিয়ে দেখা যায়, অদ্ভুত এক আবেগঘন পরিবেশ। ভাগ্যের কাছে বারবার মার খাওয়া মানুষগুলোর মন যেন এখনও বিশ্বাস করতে চায় না তাদের ঘর হয়েছে। হয়ত তাই কেউ নিজের বাড়ির ভেতরটা বারবার ঘুরে ফিরে দেখছিলেন। কেউ আবার বাইরের ছোট বারান্দায় বসে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাওয়ার পর সামাজিকভাবেও গুরুত্ব বেড়েছে তাদের। কত ডিসি এসপি ইউএনও উপজেলা চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আসছেন তাদের বাড়ির আঙিনায়! টেলিভিশনের ক্যামেরা গুনে শেষ করা যায় না। এটা ওটা জানতে চান গণমাধ্যমকর্মীরা। উত্তরে ঠিক কী বলবেন, কীভাবে বলবেন, ভেবে পান না তারা। এ অবস্থায় লম্বা সময় হাঁটু গেড়ে তাদের সঙ্গে বসে থেকে কথা বের করতে হয়। আর তখনই জানা যায়, এখানে আশ্রয় পাওয়া অধিকাংশ মানুষ নদী ভাঙনের শিকার। কোন কোন পরিবার পাঁচ থেকে আটবার ভাঙনের শিকার হয়েছে। ঘোড়াউত্রা নদী তাদের নিঃস্ব করে ছেড়েছে।

শনিবার ঘর বুঝে পাওয়া নারীদের একজন শাহজাহান খাতুন নামের এক বৃদ্ধা মোট তিনবার নদী ভাঙনের শিকার হয়েছেন বলে জানান। তার আগে একটু একটু করে কথা জমে ওঠে তার সঙ্গে। বয়স কত হলো, খালা ? জানতে চাইলে তার কণ্ঠে শিশুর সারল্য। বলেন, 'বয়স, বাবা, আনহেরাই কইন (আপনারাই বলুন)। সংগ্রামের আগে অইছি। আইয়ুব খানের যুদ্ধ দেখছি। মুক্তি (বীর মুক্তিযোদ্ধা) দেখছি। রেজাবাহিনী (রাজাকার বাহিনী) দেখছি। আর মজিবুর তো এই সময় রাষ্ট্র চালাইত।' স্বাধীনতাযুদ্ধের পর পর শাহজাহান খাতুনের নিজের সংগ্রাম শুরু হয়। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়, দুই বছরের মাথায় স্বামীর মৃত্যু হয়। গর্ভে তখন তিন মাসের সন্তান। মাটি কাটার কাজ করে, মানুষের বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করে, ধান কুড়িয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন। এভাবে একাই সন্তানকে বড় করেছেন। কিন্তু ভাগ্য বদলাতে পারেনি সন্তানও। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বলেন, 'আমরারে গাঙ্গে বানাইছে বাবা সর্বহারা।' তার একটি বর্ণনা শুনে গা শিউরে ওঠে। বৃদ্ধা জানান, একবার রোজার মাসে সেহরী খেয়ে ঘুমিয়েছেন তারা। হঠাৎ ঘর কেঁপে ওঠলে ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ খুলে দেখেন, ঘরের বেড়ার নিচ দিয়ে হাড়িপাতিল আর তার শিশু নাতিটি ভেসে যাচ্ছে। ঝাপিয়ে পড়ে জলের নিচ থেকে তাকে তুলে আনেন তিনি। এখন ঘর পেয়ে তার মনে ভীষণ আনন্দ। বলেন, 'আর তো আমার পুত (পুত্র) নাতি ভাইসা যাইত না।' আমি আর 'কয়দিন বাঁচমু? মইরা গেলে পুতে থাই পাইবো (মরে গেলে ছেলে ঠাঁই পাবে)। কইবো নে, আমার মার উছিলায় বাড়ি পাইছি।'

প্রকল্পের ১৩ নম্বর বাড়িটি বুঝে পেয়েছেন নদী ভাঙনে নিঃস্ব আব্দুল আওয়াল ও রুবিনা দম্পতি। প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আওয়াল বলছিলেন, 'পানি বাড়লে চাও বাইন্দা ঘুমাইছি। চাও-ও ভাইঙ্গা নিছে পানিয়ে।' এহন এইহান আমরার একটা স্থান অইছে। নুন খাই ফ্যান খাই, যেইডই খাই, ঘরের মইধ্যে আয়া থাকতা ফারুম। এর থাইক্যা আর শান্তি পৃথিবীর মধ্যে কেডা দিব? কেউ না। কেউ দিব না।'

রুবিনার চোখে ততক্ষণে জল। আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে তিনি বলছিলেন, 'অনেক কষ্ট করছি। নির্যাতিত অইছি। ভিতরটা অতোদিন ছুড়ু আছিল। এহন বড় হইছে। খাই বা নাই ঘরে ঘুমাইতে পারমু।'

স্বামী পরিত্যাক্তা সোমাও এখানে একটি ঘর পেয়েছেন। অতীতের দুঃসহ স্মৃতি স্মরণ করে তিনি বলছিলেন, বাচ্চা জন্মের পর তাকে ফেলে রেখে স্বামী চলে গেছে। আর আসেনি। তারপর থেকে বেঁচে থাকার লড়াই। তার ভাষায়- 'কত ঝাড়ু হাছুনের বাড়ি খাইয়া মাইনষের বাড়িত থাকছি! ছয় মাস পাঁচ মাস পরে পরে বাড়ি ছাড়ন লাগছে। আর আইজ...।' কথা শেষ করতে পারেন না তিনি। ময়লা আঁচল টেনে চোখের ওপর চেপে ধরেন। সুখ ও দুঃখের কান্না এভাবে একাকার হয়ে যায়।

একইভাবে কাঁদলেন সালমা বেগম। বললেন, 'কত লাথি উষ্টা খাইছি গো জীবনে। আজকে ঘর পায়া ঈদের দিন মাইনষে আনন্দ করে না? হেই ঈদের মতো মনে আনন্দ হইছে।'

আশ্রয়ণ প্রকল্পের এ কাজে অনেকদিন ব্যস্ত ছিলেন কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শামীম আলম। জনকণ্ঠকে তিনি বলেন, জেলায় মোট ৬১৬টি গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে। বাড়ি পাওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকেই মানুষগুলো খুশি। নতুন করে বাঁচার শক্তি পেয়েছে। এই আনন্দ ধরে রাখতে ঘরের বাসিন্দাদের জন্য ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মোট ১০৯১টি গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে। কুলাউড়ার একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর বুঝে পেয়েছে ৪৫টি পরিবার। সরেজমিন সেখানে গিয়ে দেখা যায়, অনেকে বাসার ভেতরে চৌকি বসানোর কাজ সেরে ফেলেছেন। কেউ কেউ বাড়ির সামনে চারাগাছ লাগিয়েছেন। সব দেখে বোঝা যায়, ভীষণ ভাল আছেন তারা।

বৃদ্ধ নুরু মিয়া বলছিলেন, সারাজীবন কত কষ্ট করলাম। কোন আশ্রয় আর পাই না। 'নিজে জমিন কিনতা ফারছি না। বাফেও দিয়া গেছে না। ব্যবসা করতে গিয়াও লস দিসি। সব শ্যাষ কইরা খালি মরার বাকি আছিল। ঘরডা ফাইয়া বাঁচছি। স্বামী পরিত্যাক্তা মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে নিজের ঘরে বাস করবেন বলে জানান তিনি।

জাহানারা নামের আরেক উপকারভোগী বলছিলেন, 'এহনকার দিনে ছেলে মেয়েরা বিয়ে শাদী করলে কি আর মা বাপরে দেহে? ছেলে কুমিল্লায় গার্মেন্টস করে। বউ নিয়া তাহে। অহন প্রধানমন্ত্রী সাব ঘর দিছে। অহন আমরা শান্তিতে মরতাম ফারমু। কথা বলতে বলতে কণ্ঠ বুজে আসে তার। 'এতো সুখ সইবো কেমন করে/বুঝি কান্নাই লেখা ছিল ভাগ্যে আমার/সুখেও কান্না পায় দুচোখ ভরে...। সেই কান্না যেন নেমে আসে জাহানারার চোখে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খান আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে দিন রাত কাজ করেছেন। সে অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের বহু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে। খাস জমির ওপর প্রভাবশালী চক্রের নজর থাকে। নানা ঝামেলা বাধাতে আসেন অনেকে। আমরা এসব মোকাবেলা করে এগিয়ে গেছি। অসহায় মানুষগুলোর মুখে হাসি দেখে তার নিজেরও মনে প্রশান্তি হয় বলে জানান তিনি।

হবিগঞ্জে এদিন মোট ৭৮৭টি পরিবারকে ঘর প্রদান করা হয়। সকালে চুনারুঘাট উপজেলার ইকরতলী গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায়, ৭৪টি পরিবারের কয়েকশ' মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যুক্ত হন। ফলে সবার মাঝেই আলাদা আবেগ উত্তেজনা কাজ করছিল। প্রধানমন্ত্রীর সামনে একজন উপকারভোগী তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বাকিদের বুকেও অনেক কথা জমা ছিল। তারও বেশি কান্না। রফিকুন্নেসা জয়তুন নামের এক বৃদ্ধা জনকণ্ঠকে বলছিলেন, 'আমার স্বামী মারা গেছে বহু বছর আগে। আত্মীয় স্বজন কেউ নাই। বহু কষ্টের জীবন। আমার মেয়েটাও শ্বশুর বাড়িতে কষ্ট করতাসে। জামাইডা যৌতুক চায়। দিতা ফারি না। এর লাগি মারে। নির্যাতন করতে করতে আমার মেয়ের অঙ্গ পচাইয়া ফালাইছে।' পরের কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'অখন একটা ঘর অইছে। মাইয়াডারে লইয়া থাকতাম ফারমু'।

শামসুন্নাহার নামের আরেক নারীর স্বামী এখন পঙ্গু। তিনি বলছিলেন, 'স্বামীরে এখন অন্তত ঘরে রাইখা কাজে যাইতা ফারমু। আমার ওজনডা একটু কমাইয়া দিসোইন শেখ হাসিনা'। কথা বলতে বলতে চোখ মুছেন তিনি। একটা হাসি খেলে যায় তার মুখে। এভাবে একদিনে ৬৬ হাজার মানুষের কান্না হাসিতে বদলে দিয়েছে অভূতপূর্ব ইতিহাস গড়ল বাংলা।

নগর সংস্করণ
THE DAILY BHORER KAGOJ
মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
রবিবার
১০ মাঘ ১৪২৭
২৪ জানুয়ারি ২০২১
১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২
বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৩৩১
পৃষ্ঠা ১২, দাম ৫ টাকা
www.bhorerkagoj.com https://facebook.com/bhorerkagoj.live

মুজিববর্ষে ভূমি ও গৃহহীনদের বাড়ি উপহার দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী। গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চাবি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় নিজ নিজ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও সুবিধাভোগীরা জমি ও বাড়ির দলিল তুলে ধরেন —ভোরের কাগজ

স্থায়ী ঠিকানা পেল ৬৬ হাজার গৃহহীন পরিবার

'মুজিব গ্রামগুলোতে' আনন্দের বন্যা

কাগজ প্রতিবেদক : আপন এবং স্থায়ী ঠিকানা পেল সারাদেশের ৪৯২ উপজেলার ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। ভূমিহীন-গৃহহীনদের ঘরগুলোর প্রত্যেকটিতে রয়েছে ২টি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি লম্বা বারান্দা। প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে। স্বপ্নের আপন ঠিকানা পেয়ে উচ্ছ্বসিত গৃহহীনরা। তাদের চোখে-মুখেও উচ্ছ্বাস। 'মুজিব গ্রামগুলোতে' বইছে আনন্দের বন্যা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে তৎকালীন নোয়াখালী জেলার বর্তমানে লক্ষ্মীপুরের চরপোড়াগাছ গ্রাম পরিদর্শন করে সেখানে গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তারই নির্দেশে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শুরু হয় গৃহহীন পুনর্বাসন কার্যক্রম। পরে ১৯৭২ সালের ৩ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনের বক্তব্যে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।

স্বপ্ন পূরণের পথে জাতির পিতার অগ্রযাত্রা থমকে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে। তার সেই স্বপ্ন পূরণকেই ব্রত হিসেবে নিয়ে কাজ করে চলেছেন তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে জাতির পিতার অসমাপ্ত জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় চালু করেন তিনি। ১৯৯৭ সালের ২০ মে কক্সবাজার জেলায় ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষের দুর্দশা দেখে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন তিনি। শুরু হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। সেই আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭-২০০১ পর্যন্ত ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

২০০৯ সালে, দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই ফের শুরু করেন আশ্রয়ণ কার্যক্রম। সর্বশেষ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের ঐতিহাসিক উপলক্ষ সামনে রেখে সরকার ঘোষণা করে 'মুজিববর্ষ'। এই মুজিববর্ষেই দেশের গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন শেখ হাসিনা। সে অনুযায়ী প্রকল্প হাতে নেয় সরকার। খাস জমিতে গুচ্ছভিত্তিতে নির্মিত এসব ঘরের কোথাও নাম দেয়া হয়েছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রীর ঘর পেয়ে মহাখুশি জন্মান্ধ মিজানুর

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি : দেশের গৃহহীনদের বাসস্থান নিশ্চিত করবে সরকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী-মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন রৌমারী উপজেলার ৫০টি পরিবার পেয়েছে নতুন ঠিকানা। গতকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের অধীনে নির্মিত এসব ঘরের উদ্বোধন করেন।

এভাবে পর্যায়ক্রমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের বাসস্থান নিশ্চিত করা হবে বলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন। এ সময় রৌমারী উপজেলা পরিষদ হলরুমে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন– প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন এমপি, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল ইমরান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আজিজুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক কমান্ডার ও

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

হস্তান্তরকালে প্রধানমন্ত্রী

গৃহহীনদের ঘর মুজিববর্ষে বড় উৎসব

কাগজ প্রতিবেদক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আজকে সত্যিই আমার জন্য একটা আনন্দের দিন। কারণ এ দেশে যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোনো ঠিকানা ছিল না, আজকে তাদের অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পারছি। মুজিববর্ষে অনেক কর্মসূচি করতে পারিনি। মুজিববর্ষে এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। আমরা গৃহহীন, ভূমিহীন মানুষকে ঘর দিতে পারলাম। এর থেকে বড় উৎসব বাংলাদেশে হতে পারে না। কারণ, এ দেশের মানুষের জন্যই আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪৯২টি উপজেলার ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষকে সুন্দরভাবে বাঁচা, উন্নত জীবন, বিশ্ব দরবারে বাঙালি হিসেবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে চলতে পারে- আমার বাবা সেই লক্ষ্যেই কাজ করেছেন। তিনি কখনো নিজের কথা চিন্তা করেননি, আমাদের কথাও নয়, তিনি চিন্তা করেছেন বাংলার মানুষের কথা। যাদের থাকার ঘর ছিল না, রোগের চিকিৎসা পেত না তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে বাবা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সাধারণ মানুষের ঘর করে দেয়ার চিন্তাটা তিনিই করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার গঠন করেই আমার লক্ষ্য ছিল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষ, গরিব মানুষ, গ্রামের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়ে থাকা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা এবং বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা। যারা একেবারে নিঃস্ব, ভূমিহীন তাদের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর দেয়ার প্রকল্প করে দিলাম এবং ব্যারাক করে দিলাম; যাতে নিজেরা কেউ বিক্রি করতে না পারে।

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১
➤ আরো খবর ও ছবি শেষ পাতায়

স্থায়ী ঠিকানা পেল ৬৬

● শেষের পাতার পর

'শতনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪ হাজার ৮৪০ দশমিক ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ লাখ ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ও বাস্তুচ্যুত পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্য রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত সারাদেশে ১ লাখ ৯২ হাজার ২৭৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই প্রকল্পের আওতায় গতকাল গৃহহীনদের মাঝে ৬৬ হাজার ১৮৯টি বাড়ি হস্তান্তর করা হয়। আগামী মাসে গৃহহীনদের মাঝে আরো এক লাখ বাড়ি হস্তান্তর করা হবে। মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে ২১ জেলার ৩৬ উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের আওতায় ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হবে।

আপন ঠিকানা পেয়ে উচ্ছ্বসিত এতদিনের গৃহহীন মানুষ। বিয়ের পর থেকে স্বামীর ঘর বলতে দেবরের বাড়ির বারান্দা ছিল মরিয়মের ঠিকানা। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মরিয়ম সেই বারান্দায় সংসার করেছেন ৫০ বছর। মাথা গোঁজার একটি স্থায়ী ঠিকানা করতে পারেননি তারা। অবশেষে মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পেয়ে নতুন করে স্বপ্ন বুনছেন তারা। মরিয়ম দম্পতির তিন ছেলে। তারা অন্য এলাকায় ভ্যান চালান। বিয়ে করে সেখানেই সংসার করছেন। বর্তমানে তার স্বামী বয়সের ভারে প্রায় নুয়ে পড়েছেন। তাই বেশি ভারী কাজ করতে পারেন না। অন্যের ক্ষেতে চাষ করে কিংবা দিনমজুরি করে কোনোমতে সংসার চলে তাদের। মরিয়ম বলেন, এতদিনে মাথা গোঁজার ঠাঁই হলো একটা। সরকার না দিলে কোনোদিন সম্ভব ছিল না ঘর করার।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ভারী কাজ করতে পারেন না ঈশ্বরিপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম। সংসার চালাতে ঝালমুড়ি বিক্রি করেন তিনি। সংসারে তার দুই ছেলেমেয়ে। প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো একটি কুঁড়েঘরে থাকতেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের ঘর পেয়ে শহিদুল বলেন, আগে ঘরে থাকা, রান্না, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুব সমস্যা ছিল। এখন সেই কষ্ট দূর থাকবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।

নিজের ঘর বলতে কিছুই ছিল না ৪৫ বছর বয়সি নুরন্নেসার। ১০ বছর আগে তার স্বামী মারা গেছেন। একটিমাত্র মেয়ে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতেন তিনি। নিজের একটা ঘর পেয়ে খুশি নুরন্নেসা বলেন, ঘর না পাইলে ক্যামনে জীবন চলত জানি না। মেয়েটার বিয়েও দিতে হইবো। সরকার ঘর দেয়ায় এখন একটু দুশ্চিন্তা দূর হইসে।

নীলফামারীর ডোমারের কেতকিবাড়ী ইউনিয়নের তেঁতুলতলা প্রধানপাড়া গ্রামের দিনমজুর আইনুল হকের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন বলেন, হাজার শুকরিয়া। পাকা বাড়িত থাকির পারিম সেইটা আছিল হামার স্বপন। প্রধানমন্ত্রীর দয়ায় সেই স্বপন মোর পূরণ হইল।

গৃহহীনদের ঘর দেয়ায় সরকারি এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক মাহবুব হোসেন। তিনি বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।

গৃহহীনদের স্থায়ী ঠিকানা দেয়াকে অসাধারণ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউস। তিনি বলেন, একই সঙ্গে এতগুলো পরিবারের পুনর্বাসনের নজির পৃথিবীতে আর নেই। আশা করছি, আগামী ২ বছরের মধ্যে গৃহহীন পৌনে ৯ লাখ পরিবারের প্রত্যেকটি ঘর পাবে। যদি সম্পদশালীরা এ কাজে এগিয়ে আসেন, তাহলে অনেক আগেই এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, দেশের অনেক এলাকায় এসব ঘর নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি করতে গিয়েছি। যারা ঘর পাচ্ছেন তাদের মুখে যে তৃপ্তির ছাপ দেখেছি, তা আর কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব না। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণে।

গৃহহীনদের ঘর মুজিববর্ষে বড়

● প্রথম পাতার পর

বস্তিবাসীদের জন্য ঘরে ফেরা কর্মসূচি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, বস্তিবাসীরা নিজ গ্রামে ফিরে গেলে ৬ মাস বিনা পয়সায় খাবার পাবে, বাচ্চাদের স্কুলে দিতে পারবে, বিনা পয়সায় একটা ঘর করে দেব আর সেইসঙ্গে টাকা দেব তারা যেন কাজকর্ম করে ব্যবসা করে চলতে পারে। সেই ব্যবস্থা নিয়ে ঘরে ফেরা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করলাম। আমরা গৃহায়ন তহবিল করলাম। এই গৃহায়ন তহবিল থেকে এনজিওদের হাতে টাকা দিলাম যে, তারা যেন আমাদের গৃহহীন মানুষের ঘর করে দেয়। এনজিওরা ২৮ হাজার পরিবারকে এই ঘর করে দিয়েছিল। প্রায় ২০ হাজারের মতো বস্তিবাসী নিজ গ্রামে ফিরে গিয়েছিল এবং ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ১১ হাজার তৈরি করলাম, ৪ হাজার চালু করে দিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারিনি। খালেদা জিয়া এসে এই কাজগুলো প্রায় বন্ধ করে দিল।

তিনি বলেন, সত্যি কথা বলতে ২০০১-২০০৮ আমাদের জন্য সত্যি একটা অন্ধকার যুগ। জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস সে সময় সৃষ্টি হলো যার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা হলো। বন্দি হয়ে গেলাম আমি। তারপরেও আমি আশা ছাড়িনি। আল্লাহ একদিন সময় দেবেন, এদেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারব। আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন শুরু করেছি ২০২০ সাল থেকে এবং ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। জাতির পিতার জন্মের শতবর্ষ আর স্বাধীনতার ৫০ বছর আমরা একইসঙ্গে পালন করে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্ব স্থবির। আমার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল, নিজে দাঁড়িয়ে আপনাদের হাতে জমির দলিল তুলে দেব। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে সেটা পারলাম না। আমি জানি না, পৃথিবীর কোনো দেশে কখনো অথবা আমাদের দেশেও কোনো সরকার এত দ্রুত এতগুলো ঘর করে দিয়েছে। আমরা ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছি। সেইসঙ্গে ব্যারাক হাউসের মাধ্যমে ৩ লাখ ২০ হাজার ইতোমধ্যে দিয়েছি। আজকেও ব্যারাক হাউসের মাধ্যমে দিচ্ছি ৩ হাজার ৭১৫টা। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে এত বড় অসাধ্য সাধন করতে পেরেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেদে শ্রেণির মানুষের জন্য ঘর করে দিচ্ছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি, তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত শ্রেণির জন্য আবাসনের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য ঘর করে দিচ্ছি। প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি যেন সবাই মানসম্মতভাবে, সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। আমাদের লক্ষ্য, মুজিববর্ষে একজন মানুষও ঠিকানাবিহীন থাকবে না। সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। তাই সীমিত আকারে করে দিচ্ছি। যা হোক একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেব। আমি বিশ্বাস করি, যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে। আমার বাবা-মার আত্মা শান্তি পাবে, লাখো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করাই জিয়াউর রহমানের কাজ ছিল। বাংলাদেশের মানুষ কি পেয়েছিল তখন? অনেকে গালভরা কথা বলে- গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকারটা কী? একটা মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল যে 'আজ আমি রাষ্ট্রপতি হলাম'। তারপরই সেটা গণতন্ত্র হয়ে গেল। হ্যাঁ, অনেকগুলো রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল, কিন্তু দুর্নীতি করা, মানিলন্ডারিং করা, ব্যাংকে ঋণ খেলাপ করা। টাকা ব্যাংক ছাপিয়ে নিয়ে এসে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' সে কথা শোনানো, এবং 'আই উইল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর পলিটিশিয়ান' একথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছে।

বিএনপির গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে শেখ হাসিনা বলেন, এদেশের মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্র রাখা আর মুষ্টিমেয় লোকদের টাকা-পয়সা দিয়ে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, মেধাবী ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথে ঠেলে দেয়া। নির্বাচনের নামে প্রহসন সৃষ্টি করা। যারা গণতন্ত্রের জন্য এত কথা বলেন, তাদের কাছে একটাই প্রশ্ন, এটা কী গণতন্ত্র? একটা দল হলো, হাঁটতে-চলতেও শিখল না। ক্ষমতায় বসে, ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দলের সৃষ্টি, সে ক্ষমতায় আসে আর মানুষ পায় না এটা হয় কখনো? দেশের মানুষকে কিভাবে শোষণ করা যায়, অধিকার কেড়ে নেয়া যায়, তাই চলেছে ২১ বছর। জিয়ার পরে এরশাদ এসেছে, খালেদা জিয়া এসেছে, প্রত্যেকেরই একই চরিত্র।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের জনগণকে, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলেন। আর ভোট দিয়েছিলেন বলেই ১৯৯৬ সালে আমরা ক্ষমতায় আসতে পারি। জনগণই আন্দোলন করে খালেদাকে ক্ষমতা থেকে সরায়। আমাদের অগ্রাধিকার ছিল খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা। ২০০৮ এর নির্বাচনে আবার জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিল। সেদিন জনগণের ভোট পেয়েছিলাম বলেই থমকে থাকা প্রকল্পগুলো আবার শুরু করতে পারি।

প্রধানমন্ত্রীর ঘর পেয়ে

● শেষের পাতার পর

নবনির্বাচিত বন্দবেড় ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের সরকার, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মিনু, দাঁতভাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল করিম, উপজেলা আ.লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি হারুনর রশিদ হারুন, রৌমারী ইউনিয়ন আ.লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন বিপ্লবসহ সাংবাদিকরা।

অনুষ্ঠান শেষে উপজেলার বন্দবেড় ইউনিয়নের টাঙ্গারিপাড়া গ্রামে মোনতাজ আলীর ছেলে জন্মান্ধ মিজানুর রহমানের কাছে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পুনর্বাসন প্রথম ঘরের চাবি ও দলিলপত্র তুলে দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী জন্মান্ধ মিজানুরের কাছে ৫ হাজার ফোন নম্বর মুখস্ত জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যানসহ অনেকের ফোন নম্বর মুখস্ত বলে দেন। স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে ব্যবসা করার জন্য তাকে ১ লাখ টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন প্রতিমন্ত্রী।

মিজানুর রহমান, বয়স ২৬ বছর। জন্ম থেকে তার ২ চোখ অন্ধ। উপজেলার বন্দবেড় ইউনিয়নের টাঙ্গারিপাড়া গ্রামে তার জন্ম। বাবা মোনতাজ আলী একজন কৃষক, মা মোমেনা খাতুন গৃহিণী। ২ ভাই বোনের মধ্যে মিজানুর বড়। ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সামান্য কিছু জমিতে টিনের ছাউনি দিয়ে কোনো মতে পরিবার নিয়ে জীবনযাপন করছেন। আত্মবিশ্বাস ও প্রবল স্মরণ শক্তির মাধ্যমে জন্মান্ধ মিজানুর মোবাইলের টাকা রিচার্জ ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অন্যের কাছ থেকে ধার-দেনা করে জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অন্ধ মিজানুর বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রথম ঘরটি পেয়ে আমি অনেক আনন্দিত। এখন আমরা নিজের নামে জমি ও ঘর পেলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনেক ধন্যবাদ।

উপজেলা প্রশাসন অফিস সূত্রে জানা গেছে, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় উপজেলায় মোট ৫০টি আধাপাকা সেমি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। বন্দবেড় ইউনিয়নে ১০টি, যাদুরচর ইউনিয়নে ৩০টি ও দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নে ১০টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যেক ঘর বাবদ নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার টাকা। উপজেলার বন্দবেড় ইউনিয়নে গিয়ে দেখা যায়, টাপুরচর বাজারের পাশে একটি পুকুর পাড়ে রাস্তার ধারে নির্মাণ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন বাড়ি। ঘরগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে লাল রংয়ের টিন। ২ রুমবিশিষ্ট বাড়িতে রয়েছে একটি রান্নাঘর, গোসলখানা, টয়লেটসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ বলেন, ঘরগুলোর নির্মাণকাজের শুরু থেকে আমি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ নিজেই উপস্থিত হয়ে দেখভাল করেছি। কাজের যেন কোনো অনিয়ম না হয় সেই দিকে সব সময় নজর রেখেছি। এসব ঘর উপজেলা ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হলো।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আল ইমরান জানান, মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য আধা সেমি পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। উপজেলায় ৫০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে ওই ঘর। প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন শেষে সুবিধাভোগী পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বলেন, দেশের সব গৃহহীনের বাসস্থান নিশ্চিত করবে সরকার। কেউ গৃহহীন থাকবে না। এটি ছিল আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার। মুজিব শতবর্ষে গৃহহীনদের ঘর নির্মাণের মাধ্যমে শেখ হাসিনার করা অঙ্গীকার আজ বাস্তবায়ন হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার যে উন্নয়নে বিশ্বাসী এটি তার বড় উদাহরণ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার | বর্ষ ১১ সংখ্যা ৩০২ ■ ঢাকা ■ ১০ মাঘ ১৪২৭ ■ ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ ■ ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা ■ দ্বিতীয় সংস্করণ | ২৪ জানুয়ারি ২০২১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ভূমিহীন-গৃহহীনদের ঘর হস্তান্তর উদ্বোধন করেন —বাসস

জমি ও ঘর প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থান করাই মুজিববর্ষের লক্ষ্য

প্রতিদিন ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর হতে পারে না। গতকাল সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে এর উদ্বোধন করেন। খবর বাসস।

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা, নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপকারভোগীদের মধ্যে বাড়ির চাবি ও দলিল হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

ভিক্ষুক, ছিন্নমূল, বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হয়। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১ জেলার ৩৬ উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতিমধ্যে সারা দেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী ঘর নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্টার্ড মালিকানা-দলিলসহ নতুন খতিয়ান ও সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি ও বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি দুই কক্ষের সেমিপাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা ও বাজার রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এভাবেই মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে, যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব। তিনি বলেন, মুজিববর্ষে অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে করোনা একদিকে আশীর্বাদও হয়েছে। কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনদের ঘর করে দেওয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার পরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সব মানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা যারা সারাটা জীবন এ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে। তিনি বলেন, লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তাঁদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এ শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময় কোনো সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি না আমার জানা নেই। এ আশ্রয়ণ প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি। এভাবে প্রতিটি শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তার ১৫(ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে যান। জাতির পিতা গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীর (বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশনাতেই ভূমিহীন ও গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুনরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম। তিনি বলেন, ইচ্ছা ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে তা করতে পারলাম না। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একজন মিলিটারি ডিক্টেটর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল আজকে রাষ্ট্রপতি হলাম, আর সেটাই গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ, অনেক রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল (যুদ্ধাপরাধী এবং কারাগারে আটক খুনি অপরাধীদের)। কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করার, মানি লন্ডারিং করার, ঋণখেলাপি হওয়ার, টাকা ছাপিয়ে দিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' বা 'আই উইল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'- তাদের কাজই ছিল এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলার। আর দরিদ্রকে দরিদ্র করে রাখা এবং মুষ্টিমেয় লোককে অর্থবিত্ত করে দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের দরবারে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে যেন চলতে পারি সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ সময় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলায় সবার দোয়া ও সহযোগিতার প্রত্যাশাও পুনর্ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা।

আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো আরও খবর-

খুলনা : খুলনায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার জমি ও ঘর পেয়ে আনন্দে কাঁদলেন উপকারভোগীরা। এ সময় প্রধানমন্ত্রী নিজেও আবেগে আপ্লুত হন ও তাদের কাঁদতে নিষেধ করেন। গতকাল সকালে খুলনার প্রত্যন্ত ডুমুরিয়া উপজেলার আটলিয়া কাঁঠালপাড়া গ্রাম থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন উপকারভোগীরা।

বরিশাল : বরিশাল জেলার ১০ উপজেলায় ভূমি ও গৃহহীন ১ হাজার ৯ পরিবারকে দুই শতাংশ খাস জমিসহ সরকারের দেওয়া নতুন নির্মিত সেমিপাকা ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলার ১৫৭টি জমি ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে এ ঘরসহ জমির কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গায় গৃহহীন ১৩৪টি পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদান করা হয়েছে। সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

আদমদীঘি (বগুড়া) : গতকাল উপজেলার ছাতিয়ানগ্রাম ইউনিয়নের ১০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমির দলিল ও ঘরের বাড়ি হস্তান্তর করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসন সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের সদ্য ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘরের কাগজপত্র তুলে দেয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : আখাউড়ায় প্রথম দফায় ৪৫ ভূমি ও গৃহহীন পরিবার পেয়েছেন মাথাগোজার ঠাঁই হিসেবে বসতবাড়ি। গতকাল ভিডিও কনফারেন্সিয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেওয়ার পর উপজেলার ৪৫ জন উপকারভোগীকে বাড়ির দলিল বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ভাঙ্গা উপজেলা পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে জমি ও ঘরের দলিলসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ২৫০ ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রামে ভূমি ও গৃহহীন ১৬০টি পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহারের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় জমি ও ঘর নির্মাণ শেষে ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর : মেহেরপুর জেলায় প্রথম দফায় ১৭ জন বাড়ি পেয়েছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ১৬, গাংনী উপজেলায় সাত ও মুজিবনগর উপজেলায় চার গৃহহীন পরিবার পেয়েছে নতুন বাড়ি।

লক্ষ্মীপুর : লক্ষ্মীপুরে জমিসহ ঘর পেল ভূমিহীন ও গৃহহীন ১০০ পরিবার। জেলার পাঁচটি উপজেলার নিজস্ব কার্যালয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী বক্তব্য উপভোগ করেন সুবিধাভোগী, জনপ্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা।

যশোর : যশোরে ৬৬৬ ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকালে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে জমি ও ঘরের কাগজপত্র দেওয়া হয়।

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় ৭৫টিসহ জেলার ৩১৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর এবং দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে।

দিনাজপুর : দিনাজপুর সদর উপজেলায় ৩৪০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাকা বাড়ি। এর মধ্যে গতকাল প্রথম দফায় ১৫৮ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে দলিল ও বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

গলাচিপা (পটুয়াখালী) : পটুয়াখালীর গলাচিপায় ৬ কোটি ৮৭ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৯৩ পরিবারকে জমিসহ ঘর দেওয়া হয়েছে।

নরসিংদী : আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে গতকাল নরসিংদী সদর উপজেলায় চারটি, শিবপুর উপজেলায় ৪২টি, পলাশ উপজেলায় ২৫টি, মনোহরদীতে ৪৫টি, রায়পুরায় ৩৫টি এবং বেলাব উপজেলায় ৭৫টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর দেওয়া হয়।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলে ১২ উপজেলার ৬১৩ দরিদ্র গৃহহীন পরিবার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার। গতকাল দরিদ্র-আশ্রয়হীন পরিবারের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরের চাবি ও দলিল তুলে দেওয়া হয়।

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) : ফুলপুর উপজেলা অডিটরিয়ামে ফুলপুরের ৯৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সদস্যদের হাতে গতকাল সকাল সোয়া ১১টায় চাবি তুলে দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চগড় : পঞ্চগড়ের পাঁচ উপজেলায় নতুন পাকা বাড়ি পেল ১ হাজার ৫৭ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। সদর উপজেলায় ২০৮টি, দেবীগঞ্জ উপজেলায় ৫৮২টি, বোদা উপজেলায় ৫৫টি, তেঁতুলিয়া উপজেলায় ১৪২টি ও আটোয়ারী উপজেলায় ৭০টি পরিবারকে এসব বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়।

নোয়াখালী : নোয়াখালীতে প্রথম ধাপে ১৪০টি পরিবারকে নতুন ঘর প্রদান করা হয়েছে।

শরীয়তপুর : শরীয়তপুরে ৬৯৯ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেয়েছে নির্মিত স্থায়ী বাসভবন। বাকি ১৯৯ পরিবারকে আগামী ৩০ জানুয়ারির মধ্যে বাসভবন দেওয়া হবে।

নেত্রকোনা : জেলার ১০ উপজেলায় ১ হাজার ৩০টি পরিবারকে জমি ও গৃহ হস্তান্তরের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বগুড়া : বগুড়া সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে সদরের শেখেরকোলা ইউনিয়নের ১৮ জন ভূমিহীনকে গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

লালমাই (কুমিল্লা) : লালমাই উপজেলার গৃহহীন থেকে পাকা ঘর পেয়েছে ৩০ পরিবার।

কুষ্টিয়া : মুখগোঁজার স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছে কুষ্টিয়ার ১৫৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার।

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহে গতকাল প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ১ হাজার ৩০৫ ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ পাকাঘর প্রদান করা হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমিসহ ৫০৮ পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি : খাগড়াছড়িতে ঘর পেয়েছে ২৬৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার।

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) : কমলনগরে ২০ পরিবারকে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেছে কমলনগর প্রশাসন।

ঝালকাঠি : ঝালকাঠিতে ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৩০টি পরিবার ঘর পেয়েছে।

এ ছাড়া কলাপাড়া (পটুয়াখালী), বিশ্বনাথ (সিলেট), সাতক্ষীরা, মাদারীপুর, কুড়িগ্রাম, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে ঘর প্রদানের খবর পাওয়া গেছে।

কারও তাঁবেদারি করে না
মানবজমিন
/dailymanabzamin
রোববার ২৪শে জানুয়ারি ২০২১, ২৩তম বর্ষ, সংখ্যা ২৯৫, ১০ই মাঘ ১৪২৭, ১০ই জমাদিউস সানি ১৪৪২, মূল্য ৮ টাকা, www.mzamin.com

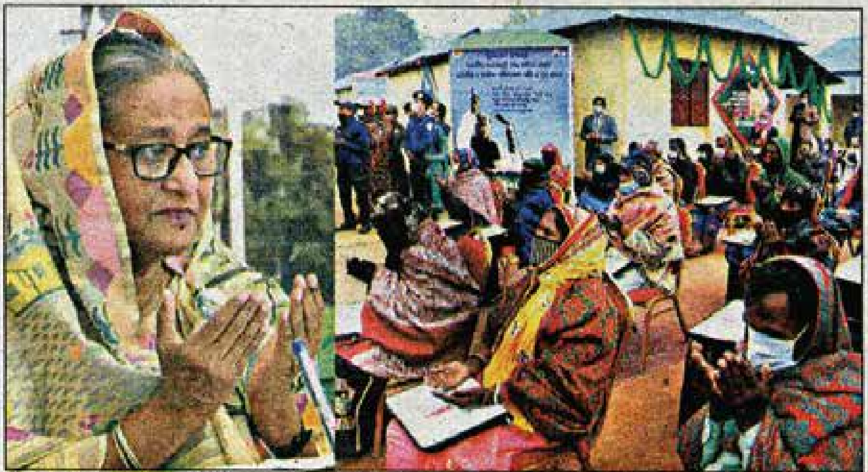

দেশজুড়ে ঘর উৎসব

৪৯২ উপজেলায় ৬৬ হাজার ভূমি-গৃহহীন ঘর পেলো

স্টাফ রিপোর্টার: ভূমি ও আশ্রয়হীন মানুষদের জন্য একদিনে ৬৬ হাজারেরও বেশি ঘর-জমিসহ হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রায় সারা দেশের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষ এই ঘর এবং জমির উপকারভোগী। একদিনে সারা দেশে সরকারি ঘর ও জমি হস্তান্তর অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল এক উৎসবের আমেজ। ভিটেমাটিশূন্য মানুষদের নতুন এই আশ্রয় তাদের জন্য নিয়ে এসেছে এক আনন্দের বার্তা। ঘর এবং জমি পেয়ে খুশি এই মানুষজন এখন তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সাজাতে ব্যস্ত। গতকাল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের সরাসরি ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। এতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন। ঠিকাদার নিয়োগ ছাড়া স্থানীয় প্রশাসন পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

মানুষকে ঘর দেয়ার মতো বড় উৎসব আর হতে পারে না: প্রধানমন্ত্রী

দেশজুড়ে ঘর উৎসব

প্রথম পৃষ্ঠার পর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। তিনি বলেন, এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেয়া হবে যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবনযাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেবো। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটি ঠিকানা করে দেবো। অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলা-প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল।

সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১,১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬,১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতিমধ্যে সারা দেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি দুই রুমের সেমিপাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। করোনার কারণে আমরা সেগুলো করতে পারিনি। তবে, করোনা একদিকে আশীর্বাদও হয়েছে। কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেবো। কারণ আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা– যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে। শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিকারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার ক্ষমতায় থাকাকালীন '৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শিগগিরই আরো ১শ'টি ভবন তৈরি করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মতো জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তার দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময় কোনো সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি-না আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলোর তৈরি করেছেন তাই সম্ভব হয়েছে এবং মানসম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সব সময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন এটা অতুলনীয়। আর সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সকলে সহযোগিতা করেছেন। এই একটি কাজে আমরা দেখেছি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।'

তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্যও করে দিয়েছি– এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুনরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম।'

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বের স্থবিরতায় ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইচ্ছা ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেবো। কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।

আজ রবিবার
২৪ জানুয়ারি ২০২১
১০ মাঘ ১৪২৭, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২
বর্ষ ৩, সংখ্যা ২৪২, পৃষ্ঠা ১২+১৬, মূল্য ৫ টাকা
www.deshrupantor.com
deshrupantor

দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর

পাকা ঘরে স্বপ্নের ঘুম

প্রধানমন্ত্রীর উপহারে আনন্দে ভাসছে ৭০ হাজার পরিবার

মুজিববর্ষে সবচেয়ে বড় উপহার। আজকে আমার সত্যি একটি আনন্দের দিন : প্রধানমন্ত্রী

দুই রুমের ঘরের সামনে আছে বারান্দা, টয়লেট ও রান্নাঘর

'নিজের একটা ঠিকানা শেখের বেটি বলেই হয়েছে'

উম্মুল ওয়ারা সুইটি, ঢাকা ও পাভেল হায়দার চৌধুরী, খুলনা, ডুমুরিয়া থেকে

আজন্ম স্বপ্নে বিভোর থাকে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ নিজের একটা ঘরের জন্য। যার নিজের এক টুকরো জমি নেই সে যত বড় জায়গায়ই থাকুক না কেন, তৃপ্ত হয় না। সে চায় নিজের ঘর, নিজের জন্য নির্ধারিত একটা জায়গায় তার নাম-ঠিকানা। আর বাংলাদেশের মতো নদীভাঙন, দরিদ্র, হতদরিদ্র, ভূমিহীন মানুষের জন্য একটা নিজের ঘর একটি বড় স্বপ্নের নাগাল পাওয়া। সে রকম প্রায় ৭০ হাজার পরিবার গতকাল ঠিকানা পেয়েছে।

কান্না-হাসি ও আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার সারা দেশের গৃহহীন, ঠিকানাহীন ও সুবিধাবঞ্চিত ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন পরিবারের হাতে মুজিববর্ষের উপহার তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গৃহহীন মানুষকে ঘর উপহার দিয়ে বিশ্বে নতুন ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশ তথা সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা। ঘর পেয়ে এবং বঙ্গবন্ধুকন্যার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পেরে অনেকেই আবেগে কেঁদে ফেলেন। খুশি যেন আর ধরে না। যারা কখনো ভাবতেও পারেননি এক টুকরো জায়গা হবে নিজের। কেউ সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। উটকো ঝামেলা বলে গাল-মন্দ করতে পারবে না। তারা পেলেন নির্মিত একটি সম্পূর্ণ বসবাসের উপযোগী একটি ঘর।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় ভার্চুয়ালি দেশের বিভিন্ন জেলায় যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুবিধাভোগী মানুষগুলোর সন্তুষ্টির কথা শোনেন। একেবারেই দরিদ্র, দুস্থ মানুষগুলোর সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন আওয়ামী লীগ সভাপতি। এ সময় তিনি ঠিকানা পাওয়া মানুষগুলোকে ঘরের সামনে যেকোনো একটা করে গাছ লাগানোর অনুরোধ করেন। অন্তত একটা বরইগাছ হলেও লাগাবেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সুবিধাভোগীদের কণ্ঠে মুহুর্মুহু স্লোগান ছিল জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। সুবিধাভোগী মানুষগুলো নিজেদের অঞ্চলের বিখ্যাত গান পরিবেশন করে শোনান শেখ হাসিনাকে। নানা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ >

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের ঘর পেয়ে উল্লসিত এক নারী। ছবিটি গতকাল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালবাড়ী থেকে তোলা ■ ফোকাস বাংলা

পাকা ঘরে স্বপ্নের ঘুম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আয়োজনে অনুষ্ঠানস্থল হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। নিজের মাথা গোঁজার ঠিকানা পেয়ে মানুষগুলোর চোখে আনন্দাশ্রু দেখা গেছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান থেকে ঘর পাওয়া মানুষদের সীমাহীন আনন্দের অনুভূতির তথ্য পাওয়া গেছে।

উপহার পাওয়া মানুষগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তারা বলেন, আমাদের মতো মানুষের পাশে দাঁড়াতে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষদের মধ্যে যাদের জমি নেই তাদের সরকারের খাসজমি থেকে দুই শতাংশ জমিসহ ঘর দিয়েছে সরকার। যাদের ভিটা আছে ঘর নেই তাদের ঘর দেওয়া হয়েছে।

দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘরের সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং এক টুকরো খোলা জায়গা থাকবে। প্রতি ঘরের নির্মাণ ব্যয় ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এবং মালামাল পরিবহনের জন্য চার হাজার টাকা ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি মানুষও গৃহহীন, ঠিকানাবিহীন ও গৃহহারা থাকবে না। হয়তো আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। তাই আমরা সীমিত আকারে করে দিচ্ছি। সব মানুষের জন্য ঠিকানা আমরা করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষ ঘরে থাকলে আমার বাবা, মা যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এই দেশের মানুষের জন্য, তাতে তাদের আত্মা শান্তি পাবে। আজকে আমরা সবচেয়ে খুশি এত অল্প সময়ে এতগুলো মানুষকে ঠিকানা দিতে পারছি। এই শীতের মধ্যে এই সব মানুষ ঘরে থাকতে পারবে। সরকারপ্রধান বলেন, আজকে আমার সত্যি একটি আনন্দের দিন। কারণ এ দেশে যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ ঠিকানা ছিল না, ঘর বাড়ি নেই তাদের অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পেরেছি।

এ সময় খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার রুদাঘরা ইউনিয়নের কাঁঠালবাড়ী থেকে ঘর পাওয়া পারভীন আক্তার নামে এক নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভার্চুয়ালি কথা বলতে গিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেন।

নিজের স্বামী নিয়মিত কাজ পান না জানিয়ে পারভীন বলেন, খেয়ে না খেয়ে জীবন কাটে। মাঝেমধ্যে না খেয়ে থাকতে হয়। মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। কোনো দিন ভাবিনি ঘর হবে। আপনি আমাদের সেই ভাবনা মিথ্যা প্রমাণ করেছেন, ঘর দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন। আপনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন। কয়েকটি বাক্য বলেই উপকারভোগী পারভীন কৃতজ্ঞতায় কাঁদতে থাকেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আপনি কাঁদবেন না। আমি মনে করি এটা আমার কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, জাতির পিতার কন্যা হিসেবে দেশের মানুষের জন্য কাজ করব, এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার স্বপ্ন পূরণ করব। দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে সে জন্য আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করেছি। বাংলাদেশে একটি মানুষও যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে, আমি সেই ব্যবস্থা করব। আর মুজিববর্ষে এটাই বড় উৎসব।

সরেজমিনে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখা গেছে, যারা প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাচ্ছেন তাদের চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না তাদের কেউই।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের স্বামী পরিত্যক্তা মর্জিনা বেগম বলেন, এক মেয়ে নিয়ে বাঁশের কঞ্চির বেড়ার ঝুপড়িতে থাকি। দিনমজুর খেটে কোনো রকমে জীবন চলছে। নিজের একটা ঘর হবে কোনোদিন ভাবিনি। প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করি। তিনি আমাদের ঘর দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন।

সাতক্ষীরা সদরের দিনমজুর আরিফ গাইন বলেন, আগে সরকারি খাসজমিতে খড়ের চালাঘরে থাকতাম। নিজের ঠিকানা ছিল না। শেখের বেটি আমাদের ঘর ও জমি দিয়েছেন, শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ।

সারা দেশে ঘর নেই, জমি নেই এমন পরিবারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১। ভিটেমাটি আছে, ঘর জরাজীর্ণ কিংবা ঘর নেই এমন পরিবারের সংখ্যা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। মুজিববর্ষ উপলক্ষে যে তালিকা করা হয়েছে সব মিলিয়ে সেই তালিকায় ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবার রয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ঋণপ্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা এবং আয় বাড়ে এমন কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

এর আগে গত ২৩ জুলাই কক্সবাজার জেলায় জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় আশ্রয়কেন্দ্র খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রথম ধাপে নির্মিত ২০টি ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সেখানে প্রথম ধাপে উদ্বোধন হওয়া ভবনগুলোয় ফ্ল্যাট পেয়েছে ৬০০টি পরিবার। ১০০১ টাকা নামমাত্র মূল্যে এসব ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সারা দেশে ১ লাখ পরিবারকে দেওয়া হবে ঘর। এরই অংশ হিসেবে আগামী মাসে আরও ১ লাখ পরিবারকে দেওয়া হবে সরকারি এসব ঘর।

সেখানে প্রথম ধাপে উদ্বোধন হওয়া ভবনগুলোয় ফ্ল্যাট পেয়েছে ৬০০টি পরিবার। ১০০১ টাকা নামমাত্র মূল্যে এসব ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সারা দেশে ১ লাখ পরিবারকে দেওয়া হবে ঘর। এরই অংশ হিসেবে আগামী মাসে আরও ১ লাখ পরিবারকে দেওয়া হবে সরকারি এসব ঘর।

বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করাই বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কাজ ছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'একটা মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল যে "আজ আমি রাষ্ট্রপতি হলাম।" তারপরই সেটা গণতন্ত্র হয়ে গেল।'

জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ কী পেয়েছিল তখন? অনেকে গণতন্ত্রের কথা বলে, গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকারটা কী? হ্যাঁ, অনেকগুলো রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল, কিন্তু দুর্নীতি করা, মানি লন্ডারিং করা, ব্যাংকে ঋণ খেলাপি করা। টাকা ব্যাংক ছাপিয়ে দিয়ে এসে সেখানে ছড়িয়ে দিয়ে "মানি ইজ নো প্রবলেম" সে কথা শোনানো এবং "আই উইল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর পলিটিশিয়ান" এ কথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছে। জিয়াউর রহমানের কাজই ছিল এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা।'

বিএনপির গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, 'এ দেশের মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্র রাখা আর মুষ্টিমেয় লোককে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, মেধাবী ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথে ঠেলে দেওয়া। নির্বাচনের নামে প্রহসন সৃষ্টি করা।'

সরকারপ্রধান বলেন, 'যারা গণতন্ত্রের জন্য এত কথা বলেন, তাদের কাছে একটাই প্রশ্ন, এটা কী করে গণতন্ত্র? একটা দল হলো, ইটিতে-চলতেও শিখল না। ক্ষমতায় বসে, ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দলের সৃষ্টি, সে ক্ষমতায় আসে আর মানুষ পায় না এটা হয় কখনো? দেশের মানুষকে কীভাবে শোষণ করা যায়, অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়, তাই চলেছে ২১ বছর। জিয়ার পরে এরশাদ এসেছে, খালেদা জিয়া এসেছে, প্রত্যেকেরই একই চরিত্র।' আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে দেশ পরিচালনার সুযোগ করে দেওয়ায় জনগণকে ধন্যবাদ জানান সরকারপ্রধান।

জেলার খবর

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলার নয়টি উপজেলায় ৪৩৩ পরিবারের এই ঘর পাওয়ার কথা। এর মধ্যে গতকাল ৩৩৮ পরিবারকে ঘর হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্যে শরণখোলা উপজেলায় ১১৭, বাগেরহাট সদরে ৫৪, কচুয়ায় ৩৩, রামপালে ১০, মোংলায় ৫০, মোল্লাহাট ৩৫, চিতলমারীতে ১৭, ফকিরহাট ৩০ ও মোরেলগঞ্জে ৬টি পরিবার এ ঘর পায়।

যশোরে আটটি উপজেলায় প্রথম ধাপে ৬৬৩টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জমিসহ ঘর প্রদান করা হয়েছে। এ জেলায় ১ হাজার ৭৩টি পরিবারকে জমিসহ নতুন ঘর দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যশোর সদর উপজেলায় ২৯০, ঝিকরগাছায় ১৯, চৌগাছায় ২০, মণিরামপুরে ১৯৯, অভয়নগরে ৫৭, কেশবপুরে ১২ ও শার্শা উপজেলায় ৫৩টি পরিবার জমিসহ ঘর বুঝে পেয়েছে সুবিধাভোগীরা। চাঁদপুরে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পেয়েছে ১১৫টি পরিবার। নওগাঁয় ১ হাজার ৫৬টি পরিবার ঘর পেয়েছে। নওগাঁ জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ বলেন, জেলায় 'ক' ও 'খ' শ্রেণির গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৮ হাজার ৪৯৩টি। প্রথম পর্যায়ে জেলার ১ হাজার ৫৬টি পরিবারকে দুই শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্তপূর্বক গৃহ প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১১০, বদলগাছিতে ৪৮, মহাদেবপুরে ৩৪, আত্রাইয়ে ১৭৫, রানীনগরে ২০, মান্দায় ৯০, সাপাহারে ১২০, নিয়ামতপুরে ৭১, পোরশায় ৫৪, ধামইরহাটে ১৫০ ও পত্নীতলায় ১১৪টি ঘর রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় জমি ও ঘর পেয়েছে ১৩৪ গৃহহীন পরিবার। জেলার চারটি উপজেলার মধ্যে সদরে ৩৪, আলমডাঙ্গার ৫০, দামুড়হুদার ৩২ ও জীবননগরের ১৮ পরিবারকে দেওয়া হয় আধাপাকা নতুন ঘর। মুন্সীগঞ্জের ছয়টি উপজেলায় ৫০৮ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার শনিবার ঘর পেয়েছে। যার মধ্যে সদর উপজেলায় ১০০, গজারিয়া উপজেলায় ১৫০, লৌহজং উপজেলায় ১৪০, সিরাজদিখান উপজেলায় ২২, টঙ্গিবাড়ি উপজেলায় ২০, শ্রীনগর উপজেলায় ৭৬টি পরিবার জমির দলিলসহ এসব ঘর পেয়েছে। জয়পুরহাট জেলায় ১৬০টি পরিবারের মাঝে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়েছে। রাঙামাটিতে ২৩৬টি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় রাঙামাটি সদর উপজেলায় ৬০, কাপ্তাই উপজেলায় ৩০, রাজস্থলী উপজেলায় ৬২, বরকল উপজেলায় ১৬, বাঘাইছড়ি উপজেলায় ৩২, লংগদু উপজেলায় ৩৪ ও নানিয়ারচর উপজেলায় ২৭টিসহ ২৩৬টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। রাঙামাটি জেলায় ৭৩৬টি ঘরের নির্মাণের বরাদ্দ এসেছে।

দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলায় ৩ হাজার ২২টি পরিবারকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিসি মাহমুদুল আলম বলেন, প্রথম পর্যায়ে ৪ হাজার ৪৭৬টি পরিবার বাড়ি পাবে। তবে নির্মাণ শেষ করা ৩ হাজার ২২ জনকে শনিবার ঘর প্রদান করা হয়েছে। টাঙ্গাইলের ১২ উপজেলার ৬০৭টি পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর অনুকূলে দলিলসহ নবনির্মিত বাসগৃহ পেয়েছে বলে টাঙ্গাইলের ডিসি ড. মো. আতাউল গনি জানিয়েছেন। কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার ১৫৭টি পরিবার শেখ হাসিনার উপহার জমিসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর পেয়েছে। উপকারভোগীদের এসব ঘরের চাবি, জমির কাগজ বুঝিয়ে দেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

বরিশালে ১ হাজার ৯টি পরিবার ঘর পেয়েছে। ডিসি জসিম উদ্দিন হায়দার জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষে বরিশালের ১ হাজার ৫৫৩টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়া হবে। আজ ১ হাজার ৯টি পরিবারের হাতে জমি ও ঘরের কাগজ তুলে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৪৭টি গৃহ নির্মাণের কাজ আগামী ১৭ মার্চের মধ্যে শেষ হবে।

পঞ্চগড়ে ১ হাজার ৬৮ গৃহহীন পরিবারকে সেমিপাকা ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ডিসি ড. সাবিনা ইয়াসমিন জানান, সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত ১ হাজার ৫৭ পরিবারের মধ্যে পঞ্চগড় সদর উপজেলায় ২০৮, দেবীগঞ্জে ৫৮২, বোদায় ৫৫, আটোয়ারীতে ৭০ ও তেঁতুলিয়া উপজেলায় ১৪২টি পরিবারকে এ ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে মন্ত্রী, সাংসদ, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের অর্থায়নে আরও ১১টি পরিবারসহ মোট ১ হাজার ৬৮ পরিবারকে সেমিপাকা ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

নাটোর জেলায় ৫৫৮টি পরিবার ঘর পেয়েছে। সদর উপজেলা মিলনায়তনে সুবিধাভোগীদের হাতে চাবি ও দলিল তুলে দিয়ে ডিসি শাহরিয়াজ বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৯৪ বরাদ্দকৃত আবাসনের ৫৫৮টি নতুন আধা পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সদরে ১৬২, সিংড়ায় ৬০, গুরুদাসপুরে ৫০, বড়াইগ্রামে ১৬০, লালপুরে ৪২, বাগাতিপাড়ায় ৪৪ এবং নলডাঙ্গায় ৪০টি। গাইবান্ধা জেলার সাতটি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৮৪৩টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বাড়ি পেয়েছে। এর মধ্যে গাইবান্ধা সদর উপজেলায় ১০৫, সুন্দরগঞ্জে ২৭২, গোবিন্দগঞ্জে ১২০, সাদুল্লাপুরে ১৭৯, ফুলছড়িতে ৭৫, সাঘাটায় ৩৫ ও পলাশবাড়ী উপজেলায় ৬০টি পরিবার এ বাড়ি পায় বলে জানান ডিসি আবদুল মতিন।

ফেনীর সোনাগাজীতে ঘর ও জমি পেয়েছে ৩৫ পরিবার। শরীয়তপুরে ঘর ও জমি পেয়েছে ৬৯৯ পরিবার। পাবনায় ঘর ও জমি পেয়েছে ১ হাজার ৮৬ পরিবার। ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে ঘর ও জমি পেয়েছে ৯২ পরিবার। কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় ঘর ও জমি পেয়েছে ৩৫ পরিবার। নরসিংদীতে ঘর ও জমি পেয়েছে ২২১ পরিবার। নড়াইলে ঘর ও জমি পেয়েছে ১০৫ পরিবার।

হবিগঞ্জে বাড়ি পেয়েছে ৭৪টি পরিবার। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলায় ৪৫টি পরিবার পেয়েছে সেমিপাকা টিনশেডের ঘর। প্রত্যেক পরিবার দুই শতক করে ভূমির মালিক হয়েছে। জেলার সাত উপজেলার ৫২০ জন গৃহ ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে জমির কবুলিয়ত দলিল, নামজারি, গৃহ প্রদানের সনদ ও ঘরের চাবিসংবলিত ফোল্ডার হস্তান্তর করা হয়।

মাদারীপুরে ৯০৮টি ভূমিহীন পরিবারকে দেওয়া হবে জমিসহ বসতঘর। এরই মধ্যে ১৩৬টি পরিবারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বসতঘর। গতকাল শনিবার সকালে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষ থেকে জমিসহ প্রত্যেকের হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন জেলা প্রশাসক ড. রহিমা খাতুন। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় উপকারভোগী ৮৫ পরিবারের মাঝে বসতঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। ঝালকাঠিতে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ঘর পেল ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৩০ পরিবার। ঝালকাঠি সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের হাতে জমি, ঘরের দলিল ও চাবি হস্তান্তর করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জোহর আলী। খুলনা জেলায় ৯২২ পরিবার পেয়েছে বাড়ি। এর মধ্যে তেরখাদা উপজেলায় ৪০, দিঘলিয়ায় ৭০, ডুমুরিয়ায় ১৪০, ফুলতলায় ৪০, রূপসায় ৭২, পাইকগাছায় ২২০, বটিয়াঘাটায় ১৫০, কয়রায় ৫০, দাকোপে ১৪০টি। কিশোরগঞ্জের ১৩ উপজেলায় ৬১৫টি পরিবার ঘর পেয়েছে।

চট্টগ্রাম বাঁশখালীর ২৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে নতুন ঘর হস্তান্তর করা হয়। লক্ষ্মীপুর জেলায় ভূমি ও গৃহহীন ৩২০টি পরিবারকে ঘর উপহার দেওয়া হয়েছে। টাঙ্গাইলে প্রথম দফায় ১০০ পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়েছে। বাকি ২০০ ঘর নির্মাণকাজ শেষে পরে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সোনার ও নবাবগঞ্জ উপজেলায় ১০১১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে মাঝে জমিসহ ঘর প্রদান করা হয়েছে। সাভারে ৪১টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে জমিসহ বাড়ির দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে।

নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

রোববার

২৪ জানুয়ারি ২০২১
১০ মাঘ ১৪২৭, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২
৫ জাতীয় শিক্ষা দিবসসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা, ৳১০

নতুন ঘর ও জমি পেয়ে মোকসেদুল ও লিমার পরিবারে আনন্দ। বন্দোবস্ত পাওয়া ফাইল হাতে নিজ ঘরের সামনে তাঁরা। গতকাল সকালে নীলফামারীর সৈয়দপুরের কামারপুকুর ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পে। ছবি : জাহিদুল করিম আরও খবর পৃষ্ঠা ৬

ভূমিহীন-গৃহহীনকে ঘর দেওয়াই বড় উৎসব

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান। ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন।

বাসস, *ঢাকা*

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিব বর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে গৃহ প্রদান অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ছবি : বাসস

সরেজমিন

উত্তরাঞ্চল

শাহিনাদের ঘরে ঘরে আনন্দ

জহির রায়হান, *সৈয়দপুর, নীলফামারী থেকে*

উদ্বোধন উপলক্ষে নতুন নির্মিত ঘরগুলো সাজানো হয়েছে রঙিন কাগজের মালা দিয়ে। ঘরের দরজার সামনে নামফলক। ঘরের বারান্দায় নতুন কাপড় পরে বসে ছিলেন গৃহিণী শাহিনা আক্তার। জমি ও ঘর পেয়ে তাঁর খুশি আর ধরে না। বললেন, 'আইজ হামারগুলার ঘরে ঘরে আনন্দ। খুব খুশি নাগছে। সবাক মিষ্টি খাওয়ামো।'

মুজিব বর্ষের উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় একটি ঘর পেয়েছেন শাহিনা।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

প্রথম আলো
নগর সংস্করণ
সোমবার
২৫ জানুয়ারি ২০২১
১১ মাঘ ১৪২৭, ১১ জমাদিউস সানি ১৪৪২
প্র বাণিজ্যসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা, ৳১০

সম্পাদকীয়

মুজিব বর্ষে গৃহদান

কর্মসূচিটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হোক

মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শুরুর কাজ হবে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া। মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্ন ও বস্ত্রের পরই আছে বাসস্থান। প্রায় পাঁচ দশকে আমাদের দেশে দারিদ্র্য কমার সঙ্গে সঙ্গে অন্ন ও বস্ত্রের অভাব দূর হয়েছে; স্বাধীন বাংলাদেশে এখন আর কোনো অনাহারী মানুষ নেই, বস্ত্রহীনও থাকতে হয় না কোনো মানুষকে। কিন্তু মাথার ওপর ছাদ নেই, নিরাপদ আশ্রয় নেই, এমন গৃহহীন মানুষের সংখ্যা এখনো অনেক। তবে বড় আনন্দের বিষয়, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সরকার গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে গৃহ ও ভূমিদানের এক বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন। এ উদ্বোধনী পর্যায়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারকে গৃহ ও জমি দান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে সেগুলোতে আরও ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ দুই ধরনের ব্যবস্থায় যে মোট প্রায় ৭০ হাজার পরিবারের বাসস্থান সমস্যার সমাধান করা হলো, তারা সবাই একই সঙ্গে গৃহহীন ও ভূমিহীন।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের শতবর্ষ তথা মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকার যত ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, সেগুলোর মধ্যে গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষের জন্য গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও সবচেয়ে মানবিক বলে আমরা মনে করি। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সর্বোত্তম পন্থা যেহেতু তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া; তাই সরকারের এ মানবিক উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য একান্তভাবে কাম্য।

তবে সমস্যাটি বিরাট। প্রায় ১৭ কোটি মানুষের এ দেশে গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেশ বড়। সারা দেশে তাদের মোট সংখ্যা নিরূপণের জন্য গত বছর দুটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। একটি তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবারের গৃহ নেই, জমিও নেই। আর সামান্য পরিমাণ জমি আছে কিন্তু গৃহ নেই, কিংবা থাকলেই সে গৃহ একেবারেই জরাজীর্ণ, এমন পরিবারের সংখ্যা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। প্রথম শ্রেণির সব পরিবারকেই পর্যায়ক্রমে গৃহ ও ভূমিদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে; তারপর দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবারগুলোর জন্যও গৃহের ব্যবস্থা করা হবে। শনিবার গৃহদান কর্মসূচি উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের একজন মানুষও যাতে গৃহহীন না থাকে, সে জন্য সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে।

প্রথম আলোর খবরে প্রকাশ, মোট প্রায় ৭০ হাজার পরিবারের জন্য নিরাপদ বাসস্থান নির্মাণের এ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে স্বল্প সময়ের মধ্যে। আমরা আশা করব, এরপরও যে বিপুলসংখ্যক মানুষ গৃহহীন ও ভূমিহীন রয়ে গেছে, তাদের জন্যও একই ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হবে একই রকম দ্রুততার সঙ্গে। নিরাপদ বাসস্থানের সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যে পরিবারগুলো গৃহ পেল, তাদের কর্মক্ষম সদস্যদের উৎপাদনক্ষমতাও বাড়বে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা এ কর্মসূচির দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করি।

ভূমিহীন-গৃহহীনকে ঘর দেওয়াই বড় উৎসব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী গতকাল শনিবার সকালে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হয়। সরকার মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বাড়িগুলো নির্মাণ করেছে। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রি মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি দুই রুমের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা ও বাজার রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের মধ্যে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, 'এভাবেই মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে, যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই, আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব।'

শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'মুজিব বর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে করোনা এক দিকে আশীর্বাদও হয়েছে কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।' তিনি বলেন, 'আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা—যাঁরা সারাটা জীবন এ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন, তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাঁদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ, এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।' তিনি বলেন, 'আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি।'

সরকারপ্রধান বলেন, 'এই গৃহায়ণ প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না। বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা-শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বের স্থবিরতায় ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।'

বাড়ি পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা

ভূমিহীন ও গৃহহীন ব্যক্তিরা কান্নাজড়িত কণ্ঠে নিজস্ব ঠিকানা ও আশ্রয় পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলার সময় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রামের পারভীন আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি খুবই খুশি। আমি জীবনে কখনো এমন বাড়ি বানাতে পারিনি।' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে পারভীন বলেন, 'আমার স্বামীর কোনো কাজ নাই। আমাদের প্রায়ই না খেয়ে দিন কাটাতে হয়। আমাদের কোনো বাড়ি ছিল না। কখনো ভাবিনি আমাদের একটা বাড়ি হবে। আপনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাদের একটি ঘর ও জমি দিয়েছেন। আপনি অনেক দিন বেঁচে থাকবেন।'

পারভীনকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কাঁদবেন না। আমি মনে করি এটা আমার দায়িত্ব।'

নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার নিজবাড়ি গ্রামের একজন সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমার জমি ও বাড়ি ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে আমাকে জমি, বাড়ি, সবকিছু দিয়েছে। আমি আনন্দে অভিভূত।' তিনি আরও বলেন, 'আমি প্রার্থনা করি, আপনি (শেখ হাসিনা) দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন যাপন করুন।'

শাহিনাদের ঘরে ঘরে আনন্দ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাঁর বাড়ি নীলফামারীর সৈয়দপুরের কামারপুকুর ইউনিয়নে। তিনি এখন পরিবারসহ আশ্রয়ণ প্রকল্পের নিজ ঘরে থাকবেন। শাহিনার কোনো জায়গাজমি ছিল না।

উচ্ছ্বাস যেন কমছে না কামারপুকুর ইউনিয়নের ইটভাটাশ্রমিক মোকসেদুলের। স্ত্রী মিমকে নিয়ে নতুন পাওয়া ঘর ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বললেন, আধা পাকা ঘরটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। থাকার কক্ষের সঙ্গে রান্নাঘর। পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও ভালো। বিদ্যুৎ, পানি আছে।

শাহিনা ও মোকসেদুলের মতো ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর দিল সরকার। এর মধ্যে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেল একটি আধা পাকা ঘর। এ ছাড়া ৩৬টি উপজেলায় ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে আরও ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা-সৈয়দপুর মহাসড়কের পাশে 'নিজ বাড়ি আশ্রয়ণ প্রকল্পের' মাঠে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় আকলিমা নামের এক উপকারভোগী প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, 'মোর জায়গাজমি ছিল না। তোমরা দেশের বেটি ঘর দিছেন, জমি দিছেন। স্বামী-সন্তান নিয়া সুখে থাকিম। মুই খুব খুশি হইছোং।'

গত বৃহস্পতিবার থেকে গতকাল পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের রংপুর, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারীর বেশ কয়েকটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের অর্ধশতাধিক উপকারভোগীর সঙ্গে কথা হয়। তাঁদের গল্পগুলো দারিদ্র্যের, অভাবের, দুঃখ-কষ্টের। তাঁদের কেউ দারিদ্র্যের কারণে জমি বিক্রি করে ভূমিহীন হয়েছেন। কেউ শিকার হয়েছেন নদীভাঙনের। বাবার আমল থেকে জমিজিরাত ছিল না অনেকের। এমন মানুষই আশ্রয় পেয়েছেন এ আশ্রয়ণকেন্দ্রগুলোতে।

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ফরিদাবাদ গ্রামের নূর বকত ভূমিহীন ছিলেন না। রাতে কখনো রিকশা, কখনো দিনমজুরি করে সংসার চালাতেন। কিন্তু তাঁর পরিবারে দুঃসময় নেমে আসে মেজ মেয়ের বিয়ের সময়। বিয়ের যৌতুকের জন্য তাঁর তিন শতকের ভিটেবাড়িটি সাত বছর আগে বিক্রি করতে হয়েছে। তারপর থেকে অন্যের জায়গায় আশ্রয়ে ছিলেন। এবার তাঁর পরিবার তারাগঞ্জের ফরিদাবাদ আশ্রয়ণ প্রকল্পে দুই শতক জমিসহ একটি ঘর পেয়েছে।

বৃহস্পতিবার তারাগঞ্জের ফরিদাবাদ আশ্রয়ণ প্রকল্পে দেখা হয় আবদুল জব্বারের সঙ্গে। তিনি অন্ধ। ভিক্ষা করে খান। ছিলেন ফরিদগ্রাম গ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার দূরে একটি বাঁধের পাশে ঢালা ঘরে। তিনিও একটি ঘর পেয়েছেন। জব্বার বলেন, 'সরকার জমি দিছে, ঘর দিছে, আর কী চাই।'

রংপুরের গঙ্গাচড়ার পূর্ব বড়ুয়া গ্রামটিতে কয়েক শ সনাতন ধর্মাবলম্বীর বাস। তাঁদের মধ্যে ১৫ পরিবার ভূমিহীন। গঙ্গাচড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাসলীমা বেগম বলেন, এই পরিবারগুলোকেই আশ্রয়ণ প্রকল্পে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর ভাঙনে জামিলা বেগমের ভিটা গেছে, ঘরও গেছে। পাঁচ বছর ধরে থাকতেন অন্যের আশ্রয়ে। তিনিও আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় দুই শতাংশ জমি ও একটি ঘর পেয়েছেন। শুক্রবার সকালে নতুন বরাদ্দ পাওয়া ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জামিলা বলেন, 'ছিলাম ভূমিহীন, এখন জমি ও ঘরের মালিক। খুশি খুশি লাগছে।'

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার তোগরাইহাটের এই আশ্রয়ণ প্রকল্পে জমি ও ঘর পেয়েছে ১৬টি পরিবার। শুক্রবার সকালে সেখানে গিয়ে আরও অনেকের অজানা গল্পগুলো জানা গেল। যেমন ভূমিহীন পরিবারটি খুব কষ্ট নিয়ে মাটিতে দিনমজুর আবদুল হামিদকে। অভাবের সংসারে দিন এনে দিন খেতে চলে যায়। তারপরও একবার কষ্ট করে দুই শতাংশ জমি কেনার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলের অসুখের চিকিৎসায় তা আর হয়নি।

নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আবদুল হামিদ বললেন, গ্রামে জমি না থাকলে কেউ মূল্য দেয় না। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। সেই কষ্ট আর থাকবে না। 'সরকার হামাক দুই শতক জমি লিখি দিছে, হামরা খুবই খুশি হইছি।'

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গী আশ্রয়ণ প্রকল্পে শুক্রবার দুপুরে গিয়ে দেখা গেল, বন্যার সময়ের জন্য করা আশ্রয়ণকেন্দ্র ও আশ্রয়ণ প্রকল্প পাশাপাশি। এখানে নির্মাণ করা হয়েছে ৪০টি ঘর। আশ্রয় পাবে ৪০টি পরিবার।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আবদুল মোত্তালেব বললেন, আশ্রয়ণকেন্দ্র থেকে দুধকুমার নদের দূরত্ব আধা কিলোমিটার। এলাকাটি বন্যাকবলিত। দুধকুমার নদের ভাঙনে ভিটাহারা কিছু পরিবার ঘর পেয়েছে।

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার দাসিয়ারছড়া এলাকাটি পরিচিত একসময়ের ছিটমহল হিসেবে। ২০১৫ সালে ভারতের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে এই এলাকা বাংলাদেশের অংশ হয়ে যায়।

দাসিয়ারছড়ার কালীরহাটের আক্তার আলী ভারতের দিল্লিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করেছেন প্রায় ২০ বছর। ছিটমহল বিনিময়ের পর তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এবার তিনি দাসিয়ারছড়ার কামারপুকুর আশ্রয়ণকেন্দ্রে জমি ও ঘর পেয়েছেন।

তাঁর মতো এখানকার আরও পাঁচজন এ সুবিধার আওতায় এসেছেন। শুক্রবার বিকেলে দাসিয়ারছড়ায় গেলে সুবিধাভোগী নাজমা বেগম বলেন, 'নাগরিকত্ব ছিল না। জমি ছিল না। সরকার সব দিছে। হামরা খুবই খুশি।'

নতুন ধারার দৈনিক
www.dainikamadershomoy.com
আমাদের সময়
নগর সংস্করণ
রবিবার
ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ২০২১, ১০ মাঘ ১৪২৭, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২, বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২৮৯
facebook.com/amadersomoy
twitter.com/amadershomoy
১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

...রো এখন ...গ্রামে ■ পৃষ্ঠা ১০

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া বাড়ির দলিল পেয়ে উল্লসিত খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালবাড়ির এ উপকারভোগী ● ফোকাস বাংলা

গৃহহীনরা পেল নিজ ঠিকানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●
নিজ ঠিকানা পেল গৃহহীনরা। গতকাল শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে জমি ও গৃহ প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলাপ্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল। ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

গণভবন থেকে গতকাল ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এর চেয়ে বড় উৎসব হয় না

গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। দেশের ভূমি ও গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। গতকাল শনিবার সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হন।

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং দেশের ৪৯২টি উপজেলাপ্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানে এসব উপজেলার ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে সরকারের করে ■ এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ২

আরও খবর ও ছবি ■ পৃষ্ঠা : ১২

এর চেয়ে বড় উৎসব

(**প্রথম পৃষ্ঠার পর**) দেওয়া ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সমগ্র দেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে, যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। তারা যেন উন্নত জীবনযাপন করতে পারে আমরা সে ব্যবস্থা করে দেব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই– আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে করোনা একদিকে আশীর্বাদও হয়েছে। কারণ, আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনদের ঘর করে দেওয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর পরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা ও মা- যারা সারাটা জীবন এ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে। এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য। লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মা শান্তি পাবে। তিনি আরও বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা আরামে থাকতে পারবে। আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিল, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শিগগিরই আরও ১০০টি ভবন তৈরি করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম, নীলফামারীর সৈয়দপুরের কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিভিন্ন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের হাতে বাড়ির চাবি ও দলিল হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এ স্বল্পসময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র প্রস্তুতের মতো জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় নিজের দপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, এই গৃহায়ণ প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদেদেরও ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি। এভাবে প্রতিটি শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তার সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেন– এর ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন। জাতির পিতা গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীর চরপোড়াগাছা গ্রাম (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলায়) পরিদর্শনে যান এবং ভূমি ও গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তার নির্দেশনাতেই ভূমি ও গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকার ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৭ পরবর্তী সময়ে চালু করা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের ঘর দেওয়ার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। তিনি আরও বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য একটি অন্ধকার যুগ ছিল। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্যের কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সে সময় বিরোধী দলে থাকলেও বিনা কারণে কারাবন্দি হওয়ার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দি হয়ে গেলাম আমি। এর পরও আশা ছাড়িনি, আল্লাহ একদিন সময় দেবে এবং এ দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারব। তিনি ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়ী করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুনরায় আমাদের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন শুরু করলাম।

করোনা ভাইরাসের কারণে ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারায় আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।

তিনি বলেন, বিশ্বের দরবারের সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে যেন চলতে পারি, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ সময় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলায় সবার দোয়া এবং সহযোগিতার প্রত্যাশাও পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। গৃহ প্রদান উপলক্ষে সারাদেশের উপকারভোগী উপজেলা প্রান্তগুলোয় উৎসবের আমেজ ছিল। চারটি স্থানের জনগণের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মতবিনিময় করলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা তাদের এবং স্থানীয় জনগণের ভিডিওবার্তা মূল অনুষ্ঠানে পাঠান। নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারাদেশের উপকারভোগীদের নিয়ে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে দেশব্যাপী মিষ্টিমুখ করানো হয়।

গৃহহীনরা পেল

(**প্রথম পৃষ্ঠার পর**) প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম, নীলফামারীর সৈয়দপুরের কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়েছে। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এসব বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১ জেলার ৩৬ উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতোমধ্যে সারাদেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রার্ড দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি ও বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি দুই রুমের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে।

রোববার ২৪ জানুয়ারি ২০২১

১০ বছরে

বণিক বার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

রেজি. নং: ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ১০, সংখ্যা ২২৬ | মাঘ ১০, ১৪২৭ ■ জমাদিউস সানি ১০, ১৪৪২ | ১২ পৃষ্ঠা দাম ১০ টাকা

গৃহহীনদের ঘরের দলিল হস্তান্তর

এটিই মুজিব বর্ষের সবচেয়ে বড় উৎসব : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

উৎসবের মধ্য দিয়ে দেশের ৭০ হাজার গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের হাতে মুজিব বর্ষের উপহার তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেয়ার কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর উপহারে আনন্দে অশ্রুসিক্ত হয়েছেন উপকারভোগীরা। আর ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তরকে মুজিব বর্ষের সবচেয়ে বড় উৎসব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে মুজিব বর্ষে অনেক কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। এটি আমাদের জন্য যেমন অভিশাপ নিয়ে এসেছিল, আবার অন্যদিকে তা আশীর্বাদও। কারণ আমরা এই একটি প্রকল্পেই নজর দিতে পেরেছি। এটাই আমাদের আজকে বড় উৎসব, গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষদের ঘর দিতে পেরেছি। এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশে হতে পারে না।

সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আজকে সত্যি আমার জন্য একটি আনন্দের দিন। কারণ এ দেশের যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোনো ঠিকানা ছিল না, ঘরবাড়ি নেই; আজকে তাদের অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পেরেছি। এ দেশের মানুষের জন্যই কিন্তু আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি তো আমাদের কথা কখনো চিন্তা করেননি। সারা জীবন চিন্তা করেছেন এ দেশের মানুষের কথা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। তিনি স্বাধীনতার পর পরই গৃহহীন মানুষগুলোকে ঘর দেয়ার জন্য গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনা হাতে নেন। তিনি নোয়াখালীর চরাঞ্চলে গিয়ে গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন। সাধারণ মানুষের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করার চিন্তাটা তিনিই করেছিলেন।

একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে ঘর দেয়ার নজির প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, আমি জানি না পৃথিবীর কোনো দেশে কখনো অথবা আমাদের দেশে কোনো সরকার এত দ্রুত এতগুলো ঘর করেছে কিনা। এ ঘরগুলো তৈরি করা সহজ কথা নয়। আমাদের যারা প্রশাসনে আছেন তারা সরাসরি ঘরগুলো তৈরি করেছেন। এতে ঘরগুলো মানসম্মত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৮১ সালে মানুষের শক্তি নিয়েই আমি দেশে ফিরে আসি। আমার কিছু ছিল না, ঘরও নেই, কোথায় যে উঠব তাও জানি না, কীভাবে চলব তাও জানি না। তবু আমি ফিরে আসি। কখনো আমি ছোট ফুফুর বাড়ি, মেজ ফুফুর বাড়িতে দিন কাটাই। তখন আমার লক্ষ্য ছিল একটাই—দেশের মানুষের কষ্ট দুঃখ হাহাকার দূর করা।

সরকারপ্রধান বলেন, ২০২০ সাল জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সাল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমরা একই সঙ্গে পালন করে যাচ্ছি। করোনাভাইরাসে সারা বিশ্ব স্থবির। আজকে আমাদের ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে কথা বলতে হচ্ছে। আমার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজের হাতে দাঁড়িয়ে থেকে জমির দলিল তুলে দেব। কিন্তু সেটা পারলাম না। তার পরও ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে বলে আজ আমি আপনাদের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারছি।

প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা নিজেরা আন্তরিকতার সঙ্গে ঘর তৈরিতে কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রতিনিয়ত তদারক করা হয়েছে, যাতে ঘরগুলো মানসম্মত হয়, কাজগুলো ঠিকমতো হয়। পাশাপাশি সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানসহ

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে সারা দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেয়া কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ছবি : পিআইডি

এটিই মুজিব বর্ষের সবচেয়ে

১ম পৃষ্ঠার পর

সব জনপ্রতিনিধি সহযোগিতা করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের রিফিউজিদের ভাসানচরে ঘর করে দিচ্ছি। ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার ক্ষমতার সময়ে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য কক্সবাজারের খুরুশকুলে ঘর করে দিয়েছি। আরো ১০০ বিল্ডিং তৈরি করে দেব। আজ ৬৬ হাজার ১৮৯ ঘর তৈরি করে দিয়েছি। আরো এক লাখ ঘর তৈরি করব। সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর তৈরি করে দেয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দেশের ৪৯২টি উপজেলার মাঠ • প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের হাতে ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করেন। সূচনা বক্তব্য শেষে তিনি খুলনার ডুমুরিয়া, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, নীলফামারীর সৈয়দপুরে এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের স্থানীয় প্রশাসন ও উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। গতকাল একসঙ্গে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪ জন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদানের দলিল হস্তান্তর করা হয়।

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা থেকে ঘর পাওয়া পারভীন নামে এক নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেন। খেয়ে না খেয়ে জীবন কাটে জানিয়ে পারভীন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, আমার স্বামী কাজ পায় না। মাঝেমধ্যে না খেয়ে থাকতে হয়। মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। কোনোদিন ভাবিনি ঘর হবে। আপনি আমাদের ঘর দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন। আপনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন।

এ সময় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি কাঁদবেন না। আমি মনে করি এটা আমার কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, জাতির পিতার কন্যা হিসেবে দেশের মানুষের জন্য কাজ করব, এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার স্বপ্ন পূরণ করব। দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে, সেজন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। বাংলাদেশে একটি মানুষও যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে আমি সেই ব্যবস্থা করব। একই সঙ্গে আপনারা যেন আপনাদের জীবন-জীবিকার পথ খুঁজে পান সেই ব্যবস্থাও করব।

সারা দেশে যারা ঘর পেয়েছেন তাদের ঘরের সামনে একটি করে গাছ, বিশেষ করে ফলদ গাছ লাগানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। নদীভাঙনে যাতে আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করে সরকার। মুজিব বর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না—এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে চলমান কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে ৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবারের মধ্যে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাসজমির মালিকানা দিয়ে বিনা মূল্যে দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর উপহার হিসেবে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে ব্যারাকের মাধ্যমে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর করে দিতে এখন পর্যন্ত প্রায় নয় লাখ পরিবারকে তালিকাভুক্ত করেছে শেখ হাসিনা সরকার।

/DailyInqilabOnline
/TheDailyInqilab
রোববার
দৈনিক
ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
প্রতিষ্ঠাতা: আলহাজ্ব মাওলানা এম.এ.মান্নান (রহঃ) THE DAILY INQILAB www.dailyinqilab.com
রেজিঃ ডিএ ৬৬২ ।। ৩৫তম বর্ষ ।। সংখ্যা ২২৯ ।। ঢাকা ।। ১০ মাঘ ১৪২৭ ।। ১০ জামাদিউস সানী ১৪৪২ হিজরী ।। SUNDAY 24 JANUARY 2021 ।। ১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ টাকা ।।

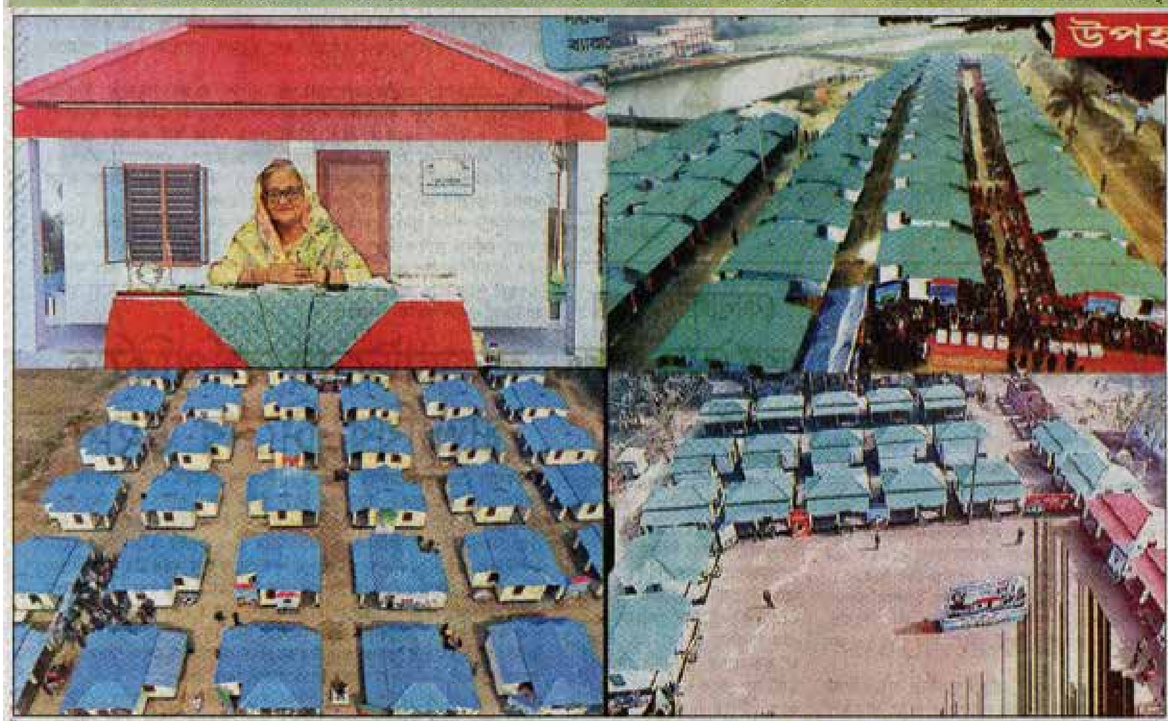

উপহার...

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তিনি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন -পিআইডি

আজ আমার জন্য আনন্দের দিন : প্রধানমন্ত্রী

স্বপ্নের ঠিকানায় ৬৬১৮৯ পরিবার

ইয়াছিন রানা

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারগুলোকে 'স্বপ্নের ঠিকানা' উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাদেরকে আধা-পাকা বাড়ি উপহার দেয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে এসব বাড়ি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের ৪৯২টি উপজেলার অসহায়-বঞ্চিত মানুষদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি বলেন, এটাই মুজিববর্ষের সব থেকে বড় উৎসব। সবার মানসম্মত জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মা শান্তি পাবে।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব পরিবারকে ঘর বুঝিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গতকালই প্রথম প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। ৪৯২টি উপজেলা থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপকারভোগী, জনপ্রতিনিধি ও রাজনীতিবিদরা এতে সংযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচির উদ্বোধনের পর নিজ নিজ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তারা পক্ষে গৃহহীনদের হাতে জমি ও বাড়ির দলিল তুলে দিয়েছেন। বিশ্বে এই প্রথম বারের মতো ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোর মধ্যে একই সঙ্গে এই বিপুল সংখ্যক গৃহ হস্তান্তর করা হলো। সরকার প্রধান উদ্বোধনী বক্তব্য শেষে দেশের বেশ কয়েকটি উপজেলার উপকারভোগীরা শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। কুড়িগ্রাম থেকে তাকে শোনানো হয় ভাওয়াইয়া গান। আর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে পরিবেশন করা হয় গম্ভীরা। এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে অডিও-ভিডিওগ্রাফের মাধ্যমেও শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি তার জন্য দোয়া করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্র জানায়, প্রতিটি পরিবারকে দুই শতাংশ জমি এবং দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরও এক লাখ পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়া হবে। করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বের দুরবস্থায় ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের প্রতিটা মানুষ যাতে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, তাদের জীবন যেন উন্নত হয়, বিশ্ব দরবারে আমরা বাঙালি হিসেবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে চলতে পারি। এদেশটাকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ যেন সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে কোনও মানুষ গৃহহারা থাকবে না। মুজিববর্ষে অনেক কর্মসূচি করতে পারি নাই। গৃহহীন ভূমিহীন মানুষকে ঘর দিতে পারলাম এর থেকে বড় উৎসব বাংলাদেশে হতে পারে না।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে সত্যি আমার জন্য একটা আনন্দের দিন। কারণ এদেশে যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোনও ঠিকানা ছিল না, ঘরবাড়ি ছিল না আজকে তাদেরকে অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পারছি। এজন্যই আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কখনও নিজের জন্য নিজে কী পেলেন, না পেলেন সেটা নিয়ে চিন্তা করেননি। এদেশের মানুষের কথাই চিন্তা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের ঘর করে দেওয়ার চিন্তাটা বঙ্গবন্ধুই প্রথম করেছেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে আমাদের পুরো পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমাকে ছয় বছর কাটাতে হয় বাইরে। শুধু মানুষের কথা ভেবে মানুষের শক্তি নিয়েই দেশে ফিরি। আমার কেউ ছিল না আপনজন কোনও থাকার ঘরও নাই। আমি কোথায় গিয়ে উঠবো তাও আমি জানি না। আমি কীভাবে চলব তাও জানি না। কিন্তু আমার কেবলই একটা কথা মনে হচ্ছিল যে আমাকে যেতে হবে। যেতে হবে এই কারণে যে সামরিক শাসক দিয়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে আমার দেশের মানুষ তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের জন্য কাজ করতে হবে। সেই আদর্শ সামনে নিয়েই আমি ফিরে আসি। আমি কখনও আমার ছোট ফুপুর বাড়ি, কখনও মেজ ফুপুর বাড়ি এরকমভাবে দিন কাটাই। কিন্তু আমার লক্ষ্য একটাই

পৃঃ ১১ কঃ ১

স্বপ্নের ঠিকানায় ৬৬১৮৯ পরিবার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামনে ছিল যে আমি কী পেলাম, না পেলাম সেটা বড় কথা নয়। দেশের মানুষের জন্য কতটুকু কী করবো। সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখেছি।

শেখ হাসিনা বলেন, অনেকে গাল ভরে কথা বলে গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকারটা কি? একটা সামরিক শাসকের ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল যে আজকে আমি প্রেসিডেন্ট হলাম, আর তারপরেও সেটা গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ অনেকগুলি রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করা মানিলন্ডারিং করা, ব্যাংকে ঋণ খেলাপি করা টাকা ব্যাংক থেকে ছাপিয়ে নিয়ে এসে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে মানি ইজ নো প্রবলেম সেই কথা শোনানো। আই উইল মেক ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান একথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছে। জিয়াউর রহমানের কাজেই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা, এদেশের মানুষকে দরিদ্রকে দরিদ্রই রাখা, আর মুষ্টিমেয় লোককে টাকা পয়সা দিয়ে একটু অর্থশালী সম্পদশালী করে দিয়ে তাদেরকে তার ক্ষমতার ক্ষমতাকে যেন চিরস্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারে তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। মেধাবী ছেলে-মেয়েদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথে ঠেলে দেওয়া, নির্বাচনের নামে প্রহশন সৃষ্টি করা হ্যাঁ না ভোটে ১১০ ভাগ পড়ে তখন। এরপরে সেনাপ্রধান হয়ে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিয়ে প্রেসিডেন্ট থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেখানেও কেউ ভোট পেলো না। তারপর দিল সংসদ নির্বাচন সেটাও আর এক প্রহশন। যারা গণতন্ত্রের জন্য এতো কথা বলেন তাদের কাছে এটাই প্রশ্ন। এটা কি করে গণতন্ত্র?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকার ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাককালীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের '৯৭ পরবর্তী সময়ে চালু করা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের ঘর দেয়ার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময় বাংলাদেশের জন্য একটি অন্ধকার যুগ ছিল। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্যের কারণে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সে সময়ে বিরোধী দলে থাকলেও বিনাকারণে কারাবন্দী হওয়ার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দি হয়ে গেলাম আমি। তারপরেও আমি আশা ছাড়িনি, আল্লাহ একদিন সময় দেবে এবং এদেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো।

তিনি ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয় যুক্ত করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুণরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম।

শেখ হাসিনা বলেন, আমার সরকার গঠন করার উদ্দেশ্যই ছিল এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ, গরিব মানুষ গ্রামের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরে থাকা মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করা এবং বাংলাদেশকে দারিদ্র মুক্ত করা। আশ্রয়ণ প্রকল্প নিলাম। ঘর দিলে ব্যারাক করে দিয়ে প্রত্যেককে একটা ঘরের মালিক করে দেওয়া। একেবারে নিঃস্ব যারা ভূমিহীন যারা তাদের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর দেওয়ার প্রকল্প করে দিলাম। বস্তিবাসীদের জন্য ঘরে ফেরা কর্মসূচি নিলাম। আমরা গৃহায়ন তহবিল করলাম। বেদে শ্রেণির মানুষের জন্য ঘর করে দিচ্ছি, তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি। তাদেরকেও পুনঃর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যারা দলিত শ্রেণি বা হরিজন শ্রেণি এই ঢাকা সুইপার কলনিতে থাকত তাদের জন্য ভালো উচ্চ মানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য ঘর করে দিচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি যেন সাবই মানসম্মতভাবে বাঁচতে পারে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। মুজিববর্ষে আমাদের লক্ষ্য একটি মানুষও ঠিকানাবিহীন থাকবে না। গৃহহারা থাকবে না। হয়তো সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে, তাই সীমিত আকারে করে দিচ্ছি। যা হোক একটা ঠিকানা আমি সব মানুষের জন্য করে দেবো। আমার বাবা মা যারা সারাটা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেছে দেশের জন্য তাদের আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

যশোর : যশোরে ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন ৬৬৬টি অসহায় দরিদ্র গৃহহীন মানুষ। সদর উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে উপজেলার ২৯০টি সুবিধাভোগীদের মাঝে জমির দলিলসহ ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জেলা প্রশাসক তমিজুল ইসলাম খান। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রফিকুল হাসান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান নুর জাহান ইসলাম নীরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. কামরুজ্জামান।

নোয়াখালী : ঘর ও ভূমি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধনের পর হাতিয়ায় ৯শত ৯৫ টি পরিবারের মাঝে ঘর ও জমির মালিকানা হস্তান্তর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে ঘর ও জমির মালিকানা দলিল হস্তান্তর করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আয়েশা ফেরদৌস।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভূমিহীনদের জন্য ১ হাজার ৯১টি ঘরের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এবি এম আজাদ, জেলা প্রশাসক হায়াত উদ দৌলা খান, পুলিশ সুপার মো. আনিসুর রহমান।

ভোলা : ভোলায় ৭ টি উপজেলায় ৫২০ পরিবারের মাঝে ঘর ও জমির মালিকানা হস্তান্তর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব তোফায়েল আহমেদ এমপি। এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভোলা জেলা প্রশাসক মাসুদ আলম ছিদ্দিক, জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবদুল মমিন টুলু, ভোলার পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার।

গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জ জেলার আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৭শ' ৮৭ টি সুবিধাভোগী পরিবারের কাছে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করেছেন জেলা প্রশাসন। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোসা. শাম্মী আক্তার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. রাসেদুর রহমানসহ স্ব স্ব ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়ি : প্রথম ধাপে খাগড়াছড়ি জেলায় মুজিব বর্ষের পাকা ঘর উপহার পেলেন ২৬৮ টি গৃহ ও ভূমিহীন পরিবার। নতুন ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন খাগড়াছড়ি জেলার সংসদ সদস্য টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও জেলা প্রশাসক প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস।

মাগুরা : ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে স্থানীয় পর্যায়ে মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে চাবি হস্তান্তর করেন। মাগুরাতে ১১৫ টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে জমির দলিল এবং গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

মানিকগঞ্জ : উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে মানিকগঞ্জের উপহার হিসেবে ভূমিহীন ও গৃহহীন ১২টি পরিবারের মাঝে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা : সাতক্ষীরায় ১৩০টি পরিবারে ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক এস,এম মোস্তফা কামাল। প্রধান অতিথি ছিলেন, সাতক্ষীরা সদর ০২ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি।

শেরপুর : শেরপুরেও ২৯১ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য স্বপ্নের নীড় তৈরি করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপকারভোগীদের মধ্যে ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করেন স্থানীয় এমপি ও সরকার দলীয় হুইপ আতিউর রহমান আতিক।

রাঙামাটি : রাঙামাটি জেলায় ২৬৮ টি 'ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে সারাদেশের ন্যায় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের পর চাবি ও বিশেষ দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে। এসময় স্থানীয় সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার, জেলা প্রশাসক এ কে এম মামুনুর রশিদ, পুলিশ সুপার মো. মীর মোদ্দাছছের হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ : নওগাঁর ১১ উপজেলায় এক হাজার ৫৬টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। নওগাঁ সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সমাবেশে নওগাঁ-৫ (সদর) আসনের এমপি ব্যারিস্টার নিজাম উদ্দিন জলিল জন সদর উপজেলার ১১০ উপকারভোগীর ঘর বুঝিয়ে দেন।

আখাউড়া : আখাউড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ৪৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোর মাঝে বাড়ির দলিল হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এবিএম আজাদ এনডিসি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খান, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান প্রমুখ।

বাগাতিপাড়া (নাটোর) : নাটোরের বাগাতিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার স্বপ্নের বাড়ি পেল ৪৪ ভূমিহীন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রহিমা খাতুন প্রধান অতিথি থেকে উপকারভোগীদের হাতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর ও জমির দলিল তুলে দেন।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : নাটোরের বড়াইগ্রামে মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসাবে পাকা ঘর পেয়েছে ১৬০ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সাবেক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস এমপি উপকারভোগীদের হাতে গৃহের চাবী ও জমির দলিল বুঝিয়ে দেন।

বিরল (দিনাজপুর) : বিরলে জমির দলিল ও ঘরের চাবি তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আজিজুল ইমাম চৌধুরী। এর আগে বিরল ও বোচাগঞ্জ উপজেলা পরিষদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

ভিডিও কলের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি বক্তব্য রাখেন।

বিশ্বনাথ (সিলেট) : বিশ্বনাথ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বর্ণালী পালের সভাপতিত্বে উপজেলার গৃহহীন ১২০টি পরিবারের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে দেয়া হয়েছে ঘরের দলিল ও চাবি।

চিলমারী (কুড়িগ্রাম) : চিলমারীর ভূমি ও গৃহহীনরা পেল সুখের ঠিকানা। সেই ঠিকানার জমির দলিলসহ ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করা হলো কুড়িগ্রামের চিলমারীর উপজেলার ১শত পরিবারকে। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শওকত আলী সরকার বীর বিক্রম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ ডব্লিউ এম রায়হান শাহ্।

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) : চিরিরবন্দরে ২১৫ পরিবারকে জমির দলিলসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়। এ সময় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি।

চুনারুঘাট : হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার ৭৪টিসহ জেলার ৩২৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর এবং দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে। এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সত্যজিত রায় দাশের সঞ্চালনায় লাইভে যুক্ত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মাহবুব আলী।

দাগনভূঞা (ফেনী) : উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা আক্তার তানিয়ার সভাপতিত্বে ভূমিহীন ও গৃহহীন ৩০ পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেনী -৩ আসনের সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী।

ফটিকছড়ি : ফটিকছড়িতে ৭০ গৃহহীন পরিবারকে গৃহ হস্তান্তর করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী।

ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) : ফুলছড়ি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলায় নির্মিত ৭৫টি পরিবারের মাঝে জমির দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট ফজলে রাব্বী। ফুলছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু রায়হান দোলন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ফুলছড়ি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিএম সেলিম পারভেজ।

গফরগাঁও : আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহহীনদের মধ্যে ঘর প্রদান করেন ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল এমপি ।

গলাচিপা (পটুয়াখালী) : গলাচিপা উপজেলা প্রশাসন ১০ জন ভূমিহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করেন। এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার আশিষ কুমারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গলাচিপা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মুহম্মদ সাহিন।

গোদাগাড়ী, (রাজশাহী) : গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার ২৮০ টি বাড়ি পেলেন গরীব মানুষ।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহে) : ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ভূমিহীন ও গৃহহীন ৫০ পরিবারের কাছে ৫০টি ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর স্থানীয় সংসদ সদস্য ফখরুল ইমাম ওই ঘর হস্তান্তর করেন।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) : পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় গৃহহীন, দুঃস্থ, অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্ত ৪৫০ পরিবার পেল প্রধানমন্ত্রীর উপহারের লাল টিনের ঘর। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু হাসনাত মোহাম্মদ শহিদুল হকের সভাপতিত্বে ঘরের দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব মাহবুবুর রহমান তালুকদার।

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) : গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ভূমিহীন গৃহহীন ৩০ পরিবার পেল প্রধানমন্ত্রীর দেয়া নতুন ঘর।

লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) : লোহাগাড়ায় জমিসহ আধা পাকা ঘর পেল ১৮ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউল হক চৌধুরী বাবুল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহসান হাবিব জিতু, প্রমুখ।

মধুখালী (ফরিদপুর) : ভূমি ও গৃহহীনদের মধ্যে ১৪৮ জন পেল প্রধানমন্ত্রীর ভূমি ও ঘর উপহার। জমির দলিল ও ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে জমির দলিল হস্তান্তর করেন ফরিদপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি ও শিক্ষা) মো. সাইফুল কবির।

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) : পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় ৪০ ভূমি ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ঘর ও জমির মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজি।

নাগেশ্বরী (কুড়িগ্রাম) : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ২৬৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে পাকা গৃহ ও ২ শতক জমি হস্তান্তর করা হয়েছে

নান্দাইল (ময়মনসিংহে) : নির্বাহী অফিসার মো. এরশাদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত নান্দাইলের ৬২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে এমপি আনোয়ারুল আবেদীন খান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ সব ঘরের কাগজ পত্রাদি প্রদান করেন।

নবাবগঞ্জ (দিনাপুর) : নবাবগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে জমির দলিল, ঘর-এর চাবি ও সার্টিফিকেট হস্তান্তর করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছা. নাজমুন নাহার।

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) : দুই শতাংশ জমিসহ স্বপ্নের নীড় পেয়ে শুকরিয়া আদায় করেছেন ৪১ গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার।

পাকুন্দিয়া উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে বড় পর্দায় অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স শেষে ৪১ ভূমিহীনের হাতে ঘরের দলিল ও চাবি তুলে দেন পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাহিদ হাসান।

পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) : জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার অসহায় গরীব, ভূমিহীন ও গৃহহীন ৪৫ পরিবার পেল পাকা বাড়ি। এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে . এক আলোসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট-১ আসনের সাংসদ অ্যাড. সামছুল আলম দুদু।

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) : পার্বতীপুরে ১৮০টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে দলিল, নামজারি, ডিসিআর ও প্রধানমন্ত্রীর সনদপত্র হস্তান্তর করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাশিদ কায়সার রিয়াদ ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এইচ এম খোদাদাদ হোসেন।

রামগড় (খাগড়াছড়ি) : খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন ২২ পরিবারের মাঝে আনুষ্ঠানিক ভাবে জমির দলিল ও ঘরে চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার খ. মাহমুদ উল্লাহ মারুফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এবং জমির দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী অপু।

রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী) : উপহার হিসেবে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলায় আশ্রয়স্থল (ঘর) পেয়েছেন ৪৯১ গৃহহীন পরিবার। ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- রাঙ্গাবালী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডা.জহির উদ্দিন আহম্মেদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাশফাকুর রহমান।

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : রূপগঞ্জ উপজেলা মিলনায়তনে ১৫০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য ২ শতাংশ জমি দিয়ে গৃহ নির্মাণের চাবি হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক), বিভাগীয় কমিশনার খলিলুর রহমান, জেলা প্রশাসক মুস্তাইন বিল্লাহ, প্রমুখ।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত। ঘর পাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসির ঝিলিক।

সাপাহার (নওগাঁ) : সাপাহার উপজেলার ১২০ জন গৃহহীন পরিবারের মাঝে ঘর ও ২শতাংশ করে জমির দলিল হস্তান্তর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি খাদ্যমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সাধন চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কল্যাণ চৌধুরী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোহরাব হোসেন প্রমুখ।

শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় ৭৩৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে কবুলিয়ত দলিলসহ নবনির্মিত বাসগৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে উপকারভোগীদের হাতে বাসগৃহের কবু-লিয়ত দলিল তুলে দেন সংসদ সদস্য ডা. সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল।

শ্রীপুর (গাজীপুর) : গাজীপুরের শ্রীপুরে ২০ জন ভূমিহীন পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ঘর পেয়েছেন। তারা এখন তাদের নিজের বাড়িতে মাথা গুঁজার ঠাঁই পেল। গাজীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন সবুজ ভূমিহীনদের মাঝে এসব বাড়ির দলিল হস্তান্তর করেন।

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) : গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৭২ পরিবারের মাঝে বারান্দাসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা ঘর ও দুই শতক করে জমির দলিল হস্তান্তর করেছেন উপজেলা প্রশাসন। দলিল হস্তান্তর উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আল মারুফের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক
সত্যের সাথে রোজ প্রভাতে
জবাবদিহি
www.dailyjobabdihi.com facebook.com/dailyjobabdihi twitter.com/dailyjobabdihi

রোববার
২৪ জানুয়ারি ২০২১
১০ মাঘ ১৪২৭
১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২
১২ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা
বর্ষ ৪, সংখ্যা ২৪, রেজি: নং: ডিএ ৬৪৪০

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশে ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন। —পিআইডি

মুজিববর্ষের ঐতিহাসিক উপহার : ঘর পেল ৬৬,১৮৯ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার

ঘরের আনন্দ ঘরে ঘরে

সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিতই লক্ষ্য : প্রধানমন্ত্রী

জবাবদিহি ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না।

গতকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর ঐতিহাসিক উপহার ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে উদ্বোধন করেন। গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। এ সময় ঘর পাওয়া ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারগুলো আনন্দে ভাসেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্স সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মতো জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তাঁর দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময় কোনো সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি-না আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলো তৈরি করেছেন তাই সম্ভব হয়েছে এবং মানসম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেয়া হবে যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবনযাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব। শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। করোনার কারণে আমরা সেগুলো করতে পারিনি। তবে, করোনা একদিকে আশীর্বাদও হয়েছে। কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তারপরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সব মানুষের জন্য করে দেব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা-যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে। শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

আরও ছবি ও খবর ৫ ও শেষ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার জন্য দোয়া

ভূমিহীন-গৃহহীনদের যত কথা

নিজস্ব প্রতিবেদক

'দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না', এমন মর্মে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় জমিসহ পাকাবাড়ি পেয়েছেন দেশের ৬৬ হাজার ১৮৯ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে এই বাড়ি পেয়েছেন তারা। প্রধানমন্ত্রীর দেয়া পাকাবাড়ি পেয়ে উচ্ছ্বসিত ভূমিহীন এসব পরিবার। তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করে তার সুস্বাস্থ্য কমনা করেছেন।

সিডর, আইলা, বুলবুল, আম্ফানের মতো ভয়াবহ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাগেরহাট জেলার শরণখোলার মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা বলছেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুঃখী মানুষের কষ্ট বুঝে এই ঘর দিয়েছেন। এলাকার মানুষ ঘর দেখে প্রধানমন্ত্রীকে আশীর্বাদ করেছেন।

উপজেলার রাজাপুর গ্রামের শারীরিক প্রতিবন্ধী আবুল কালাম (৫০) বলেন, আমাদের মতো মানুষের কথা চিন্তা করে শেখ হাসিনা বিনামূল্যে যে ঘর দিয়েছেন তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। একই গ্রামের বিধবা রিতা রানী (৩০) ও মিনারা বেগম বলেন, ছেলেমেয়ে নিয়ে আমরা মানবেতর জীবনযাপন করেছি। বৃষ্টিতে ভিজেছি আবার রোদে পুড়েছি। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন উপহারে আমরা তার কাছে চির কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলায় পাকাঘর পাওয়া ২৫ পরিবারের ● এরপর পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

ঘরের আনন্দ ঘরে ঘরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : কারণ এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার ক্ষমতায় থাকাকালীন '৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শিগগিরই আরও ১শটি ভবন তৈরি করা হবে।

তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা-শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এদিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের জন্য ১,১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬,১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতোমধ্যে সারাদেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি দুই রুমের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদরাসা এবং বাজার রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তার ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে যান। জাতির পিতা গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমি ও গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশনাতেই ভূমি, গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকার ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের '৯৭ পরবর্তী সময়ে চালু করা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের ঘর দেয়ার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময় বাংলাদেশের জন্য একটি অন্ধকার যুগ ছিল। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্যের কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সে সময়ে বিরোধী দলে থাকলেও বিনাকারণে কারাবন্দি হওয়ার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দি হয়ে গেলাম আমি। তারপরেও আমি আশা ছাড়িনি, আল্লাহ একদিন সময় দেবেন এবং এদেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারব। তিনি ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুনরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব দরবারের সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে যেন চলতে পারি, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ সময় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের দোয়া এবং সহযোগিতার প্রত্যাশাও পুনর্ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স উপলক্ষে সারা দেশের উপজেলা প্রান্তগুলোতে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। চারটি স্থানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মতবিনিময় করলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তাদের এবং স্থানীয় জনগণের ভিডিও বার্তা মূল অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন। নতুন গৃহে প্রবেশ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারা দেশের উপকারভোগীদের নিয়ে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ হাসিনার জন্য দোয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর : সবাই ভাঙাচুরা ও অন্যের জমির ঝুপড়ি ঘরে খেয়ে না খেয়ে কোনো রকম দিনাতিপাত করত। সামান্য আয়ের সংসার চলতো। তাদের ভাষ্য, তারা কখনো আয় রোজগার দিয়ে পাকা ঘরে থাকবে এমন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

বাগেরহাট সদর উপজেলার শ্রীঘাট গ্রামের তরিকুল ইসলাম বলেন, পরের জমিতে ঘর বেঁধে স্ত্রী সন্তান নিয়ে থাকি। একদিন এলাকায় মাইকের শব্দ কানে এলো। বলা হচ্ছিল, যাদের জমি নাই, ঘরও নাই তাদের ঘর দেয়া হবে। তাদের নির্ধারিত দিনে ইউনিয়ন পরিষদে যেয়ে নামের তালিকা জমা দিতে বলা হয়। আমি এই সংবাদ পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদে যেয়ে আমার নাম জমা দিই। এরপর একদিন ইউনিয়নের সব ভূমি ও গৃহহীনদের উপস্থিতিতে প্রশাসন লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে। ওই লটারিতে আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। ভ্যানরিকশা চালক তরিকুল আরও বলেন, স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে আমার ছোট সংসার। লটারিতে নিজের একটা স্থায়ী বাসস্থান জুটে যাওয়ায় আমি দারুণ খুশি।

যশোরের শাহিনুর বেগম বলেন, আমার জায়গা জমি ছিল না। পরের বাড়িতে কাজ করতাম ও ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। এখন আমাদের মা জননী হাসিনা জায়গা দিয়েছেন, ঘর দিয়েছেন- আমি তাতে অনেক খুশি। তার জন্য নামাজ পড়ে মোনাজাত করব। আমাদের মতো গরিবদের পাশে যেন সে সারা জীবন থাকতে পারে। আমাদের চোখের পানিটা যেন মুছে যায়। দোয়া করি প্রধানমন্ত্রী সারা পৃথিবীর কাছে সম্মান পায়। আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন।

সুবিধাভোগী হাবিল উদ্দীন বলেন, আমাদের সংসারে পাঁচজন লোক। মাঠে-ঘাটে কাজ করে খাই। আমার কোনো জমি নাই। প্রধানমন্ত্রী জমি দেছে, ঘর দেছে। এ পেয়ে আমি খুব খুশি। বিনামূল্যে জমি-ঘর পাব কোনোদিন ভাবিনি। স্বপন শেখ নামে আরেকজন বলেন, আমার বাড়ি রূপদিয়া। আমরা পরের ভিটায় থাকি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমারে জমিসহ ঘর দেছে। আমার সন্তানদের নিয়ে পরের জমিতে থাকতি হবে না। এখন আমি আর ভূমিহীন ঘরহীন না। আমি প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি যেন মানুষের কল্যাণে আরও কাজ করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে চাঁদপুরের উপকারভোগী মেঘনাথ ত্রিপুরা বলেন, ঘর পেয়ে খুবই খুশি হলাম। আমার ঘর-বাড়ি ছিল না। প্রধানমন্ত্রী দেয়ার কারণে আমার এখন সবকিছুই হলো। আরেক উপকারভোগী সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার ঘর-বাড়ি নদীতে পাঁচবার ভেঙে দিয়েছে। এরপর একজায়গায় আশ্রয় নিয়ে ছিলাম। এখন পরিবার পরিজন নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। হাবিবুর রহমান বলেন, শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রধামন্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। রাস্তার মাটি কাটার শ্রমিক চামেলী গৃহহীন ত্রিপুরা বলেন, স্বামীর রোজগার দিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটিয়েছি। এখন নিজেও কাজ করি। নওগাঁর মান্দা উপজেলার ভূমিহীন তাহমিনা বেগম অন্যের জায়গায় বেড়ার ঘর করে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। তিনি বলেন, এখন নতুন বাড়িতে স্বামী-সন্তান নিয়ে উঠব। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে ঘুমাতে পারব নিশ্চিন্তে। আল্লাহর রহমতে নিশ্চিতে ঘরে বসবাস করতে পারব। ইতিমধ্যেই দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি বাড়ি দেয়া হবে। গতকাল শনিবার তারই প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী মাসে গৃহহীনদের মাঝে আরও প্রায় ১ লাখ গৃহ বিতরণ করা হবে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা (উপরে বাঁ থেকে) চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ, লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ ও রংপুরের গঙ্গাচড়ায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমির দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। -জবাবদিহি

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার

জেলায় জেলায় ঘর পাওয়ার উচ্ছ্বাস

জবাবদিহি ডেস্ক

মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে ৬৪ জেলার ৪৯২ উপজেলায় একযোগে গৃহ ও ভূমিহীন পরিবারে জমিসহ ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। [illegible]

নয়া দিগন্ত
রোববার
ঢাকা, ১০ মাঘ ১৪২৭
১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২
২৪ জানুয়ারি ২০২১
রেজি. নং ডিএ ৪০০৫
বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৩৬, পৃষ্ঠা ১২
মূল্য ১০ টাকা
www.dailynayadiganta.com ▪ www.enayadiganta.com ▪ facebook.com/nayadiganta

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪৯২ উপজেলায় গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি হস্তান্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ▪ বাসস

সবার নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই মুজিববর্ষের লক্ষ্য : প্রধানমন্ত্রী

● বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না।

শেখ হাসিনা গতকাল শনিবার সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে আরো বলেন, 'এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেয়া হবে, যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে।' যাতে তারা উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেবো। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেবো।' প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে অনুষ্ঠানে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সাথে তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে করোনা এক দিকে আশীর্বাদও হয়েছে; কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সব চেয়ে বড় উৎসব। তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে, এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা ঘরে থাকতে পারবে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। '৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শিগগিরই আরো ১০০টি ভবন তৈরি করা হবে। এখন এক লাখ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিলাম এবং শিগগিরই আরো এক লাখ ঘর আমরা করে দেবো।

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ▪ *৯ম পৃ: ৪-এর কলামে*

সবার নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা

১ম পৃষ্ঠার পর

ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের মধ্যে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মতো জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তার দফতর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময় কোনো সরকার একসাথে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি না আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলোর তৈরি করেছেন তাই সম্ভব হয়েছে এবং মানসম্মত হয়েছে, সে জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোনো শ্রেণী বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণীকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণীর জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা-শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষের পনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

এ দিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য এক হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সাথে তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতোমধ্যে সারা দেশের আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে দুই শতক জমির রেজিস্ট্রার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি দুই রুমের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদরাসা এবং বাজার রয়েছে।

বাড়ি পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা গৃহহীনদের : মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে বাড়ি পেয়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন ব্যক্তিরা কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে নিজস্ব ঠিকানা ও আশ্রয় পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলার সময় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রামের পারভীন বলেন, 'আমার স্বামীর কোনো কাজ নাই। আমাদের প্রায়ই না খেয়ে দিন কাটাতে হয়। আমাদের কোনো বাড়ি ছিল না। কখনো ভাবিনি আমাদের একটা বাড়ি হবে। আপনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাদের একটি ঘর ও জমি দিয়েছেন। আপনি অনেকদিন বেঁচে থাকবেন।'

সৈয়দপুর উপজেলার নিজবাড়ি গ্রামের একজন সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তার জমি ও বাড়ি ছিল না। 'কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে আমাকে জমি, বাড়ি, সবকিছু দিয়েছে। আমি আনন্দে অভিভূত।' তিনি বলেন, 'আমি প্রার্থনা করি, আপনি (শেখ হাসিনা) দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন যাপন করুন।'

সুবিধাভোগীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য লেখা একটি ভাওয়াইয়া গান গেয়ে শোনান। এ ছাড়া সিএনজিচালিত তিন চাকার গাড়ি চালক চুনারুঘাট উপজেলার ইকারতলী গ্রামের সুবিধাভোগী মো: নুরুল হুদা বলেন, 'আপনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাকে জমিসহ একটি বাড়ি দিয়েছেন, যা আমাকে আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সুখে জীবন কাটানোর সুযোগ করে দেবে।' নুরুল হুদা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যাতে তিনি আগামী দিনে দরিদ্র, গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষদের আরো সাহায্য করতে পারেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শারীরিক প্রতিবন্ধী ফাতেমা বেগম, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'আমার কোনো ঠিকানা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার উপহার (বাড়ি ও জমি) আমাকে একটি ঠিকানা দিয়েছে, যেখানে আমি আমার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে পারব।'

The Daily Shomoyer Alo

সময়ের আলো

দ্বিতীয় সংস্করণ

সত্য প্রকাশে আপসহীন

রোববার ২৪ জানুয়ারি ২০২১ • ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ • ১০ মাঘ ১৪২৭ / রেজি. নং ডিএ ৬৪৭০ • বর্ষ ১৫ সংখ্যা ৩৪৫ / ১২ পৃষ্ঠা / ৫ টাকা • www.sh

ভূমিহীন ও ঘরহারাদের আনন্দের বন্যা

ইতিহাস গড়লেন শেখ হাসিনা

মুজিব বর্ষে বড় উৎসব

• হাবীব রহমান

মুজিব বর্ষে দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না বলে আবারও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মুজিব বর্ষে আমাদের লক্ষ্য একজন মানুষও ঠিকানাবিহীন থাকবে না, গৃহহারা থাকবে না। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শনিবার মুজিব বর্ষের উপহার হিসেবে প্রথম পর্যায়ে দেশের ভূমি ও গৃহহীনদের জমি ও ঘর প্রদানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা বড় আনন্দের। শেখ হাসিনা বলেন, আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরিব-অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এ গৃহ প্রদান

এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ১

আরও খবর ও ছবি
পৃষ্ঠা ২, ৩, ৪ ও ৫

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন • পিআইডি

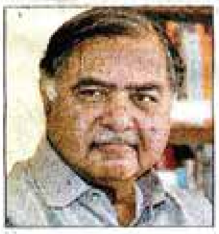

ড. কামাল হোসেন

নৈতিক দিক থেকে ভালো

• নিজস্ব প্রতিবেদক

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে ৬৬ হাজার ১৮৯টি বাড়ি বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে আবাসন সুবিধার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকারি কর্মসূচির একটি অংশ। এই কর্মসূচিকে আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৫

আলী ইমাম মজুমদার

গৃহহীনদের ঘর ভালো উপহার

• নিজস্ব প্রতিবেদক

মুজিব বর্ষে দেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর উপহার দিয়ে সরকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মন্তব্য করে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, এটি ভালো উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারের হাতে শনিবার ঘরের চাবি বুঝিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৫

মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ

• নিজস্ব প্রতিবেদক

মুজিব বর্ষের উপহারস্বরূপ দেশের গৃহহীনদের পাকা বাড়ি করে দেওয়ার উদ্যোগকে প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে মন্তব্য করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম সময়ের আলোকে বলেছেন, আমাদের দেশে অনেক দরিদ্র মানুষ আছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে গৃহহীন

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৫

সৈয়দ আবুল মকসুদ

মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে

• নিজস্ব প্রতিবেদক

'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে ৬৬ হাজার ১৮৯টি বাড়ি বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে আবাসন সুবিধার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এটি সরকারি কর্মসূচির অংশ। এই কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়ে রাজনৈতিক

এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ৫

ড. ইফতেখারুজ্জামান

প্রধানমন্ত্রীর মানবিক দৃষ্টান্ত

• নিজস্ব প্রতিবেদক

দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, এটি একটি ভালো উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে মানবিক কাজের মাধ্যমে এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকেন; যা ইতিবাচক। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৫

ইতিহাস গড়লেন শেখ হাসিনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যক্রম তারই শুরু করা।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল, নিজ হাতে আপনাদের জমির দলিল তুলে দিই। কিন্তু সেটা পারলাম না এই করোনাভাইরাসের কারণে। সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা এ দেশের মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। বঙ্গবন্ধু নিজের কথা কখনও চিন্তাও করেননি। স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি পাঁচ বছর মেয়াদি যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, সেটা বাস্তবায়ন করে যেতে পারলে বাংলাদেশের মানুষ অনেক আগেই উন্নত হতে পারত।

আরও ১ লাখ ঘরের কাজ শিগগিরই শুরু হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুজিব বর্ষে অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল, সেগুলো করোনার কারণে আমরা করতে পারিনি। করোনা আমাদের জন্য যেমন অভিশাপ নিয়ে এসেছে, তেমনি একদিকে আশীর্বাদও। কারণ আমরা একটি কাজের দিকেই নজর দিতে পেরেছি। আজ এটাই আমাদের বড় উৎসব যে গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষকে আমরা ঘর দিতে পারলাম। এর চেয়ে বড় আর কোনো উৎসব বাংলাদেশে হতে পারে না।

পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর ছয় বছরের নিজের নির্বাসন জীবনের কথা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, জিয়াউর রহমান আমাকে ও আমার বোনকে ছয় বছর দেশে ঢুকতে দেয়নি। পাসপোর্ট পর্যন্ত রিনিউ করতে দেয়নি। আওয়ামী লীগ আমাকে সভাপতি করার পর মানুষের কথা চিন্তা করেই জোর করে দেশে ফিরে এসেছি। আমার লক্ষ্য একটাই– আমি নিজে কী পেলাম বা পেলাম না– সেটি বড় কথা নয়। মানুষকে কী দিতে পারলাম, সেটিই বড় কথা। বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী সামরিক স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ তখন কী পেয়েছে? অনেকে গালভরা কথা বলেন, মানুষ নাকি তখন গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে! গণতান্ত্রিক অধিকার কী? একজন মিলিটারি ডিক্টেটর মানুষকে শোষণ-নির্যাতন করবে, মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি নামের দল গঠন করে ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। ওই নির্বাচনে ১১০ ভাগ ভোটও পড়েছিল! আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল আওয়ামী লীগকে ৪০টির বেশি আসন দেওয়া হবে না। সেবার আওয়ামী লীগকে ৩৯টি আসনই দেওয়া হয়েছিল। যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, এটা কী ধরনের গণতন্ত্র? একটি দল সৃষ্টি হলো, যে দলটি শিশু, হাঁটতেও শিখল না, সেই দলটিই ক্ষমতায় চলে গেল? ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দুর্নীতি, লুটপাট ও সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ এবং পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুঃশাসনের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল দেশের জন্য সত্যিকারের একটা অন্ধকার যুগ ছিল। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি-লুটপাট ২০০১ সালে বিএনপির সময়েই শুরু হয়েছিল। তাদের কারণেই পরে ওয়ান-ইলেভেন আসে।

একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে ঘর দেওয়ার বিরল নজির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি জানি না পৃথিবীর কোনো দেশে কখনও অথবা আমাদের দেশে কোনো সরকার এত দ্রুত এতগুলো ঘর করেছে। এই ঘরগুলো তৈরি করা সহজ কথা নয়। এ জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এতটা সমন্বিত কার্যক্রম এর আগে দেশে এভাবে হয়নি।

করোনাভাইরাসের মধ্যেও দেশকে এগিয়ে নিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরে টানা তিনবারের সরকারপ্রধান বলেন, করোনা যেমন একদিকে অভিশাপ, তেমনি আমাদের জন্য আশীর্বাদও বয়ে এনেছে। কারণ এই সময়ে আমরা এই কাজগুলো ভালোভাবেই করতে পেরেছি। দেশের মানুষের দোয়া চাই, যেন এই দেশটাকে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। প্রতিটি মানুষ যেন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তারা যেন সুন্দর ও উন্নত জীবন পায়, সবার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। পরে মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মুফতি মিজানুর রহমান। দেশের চারটি জায়গা থেকে উপকারভোগীরা যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন।

প্রথমেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী যুক্ত হন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রামে। সেখানে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে উন্মুক্ত স্থানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইউএনও মো. আব্দুল ওয়াদুদ। সেখানে ঘর পেয়েছেন এমন এক উপকারীভোগী হলেন পারভীন।

পাকা ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি আমাদের ঘর দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখুন। আপনার জন্য অনেক দোয়া করি।'

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি কাঁদবেন না। আজকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। এ জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করেছি। দেশের একজন মানুষও যেন গৃহহীন না থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করব। এ সময় যারা ঘর পেয়েছেন প্রত্যেককে ঘরের সামনে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

এরপর প্রধানমন্ত্রী নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার

আরও ১ লাখ ঘরের কাজ শিগগিরই হবে শুরু

কামারপুর গ্রামের ঘর পাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেন। ইউএনও নাসির আহমেদের সঞ্চালনায় সেখানে উপকারভোগীরা প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান। সেখানে এক উপকারভোগী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে সালাম দিয়ে প্রশ্ন করেন– 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি কি ভালো আছেন?'

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি ভালো আছি। আপনারা কি খুশি?

জবাবে তিনি বলেন, 'খুশি, খুব খুশি। স্বামী-সন্তান নিয়ে মানুষের বাড়িত আছিনু (ছিলাম)। খুব কষ্টে আছিনু। এখন মোক (আমাকে) শেখের বেটি শেখ হাসিনা জায়গাজমি, ঘর, কল (পানির), সবকিছুই উপহার দিছে। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে থাকপো। এখন হামরা খুব খুশি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তোমরা দীর্ঘজীবী হও। সুস্থ থাক, ভালো থাক, আর এই দেশের উপকার কর।'

পরে উত্তরাঞ্চলের ঐতিহ্য ভাওয়াইয়া গানের সুরে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান উত্তরের এই জেলার সুবিধাভোগীরা। সুরে সুরে গান 'বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা আমার শেখ হাসিনা, দেশ-বিদেশে নাই যে তুলনা'।

গান শুনে হাততালি দিয়ে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। সেখানে তো আপনারা মেলা বসিয়েছেন। নিশ্চয় শীতের পিঠা খাওয়া হচ্ছে। সবাই ভালো থাকেন সেই দোয়া করি।'

সৈয়দপুরের পরে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ইকরতলি গ্রামে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দলের সবাই তো আমার পরিবারের মতো। এমপি-মন্ত্রীদের সঙ্গেও সংসদে কথা হয়। আমি একটু উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। এ সময় সেখানে ঘর পাওয়া দরিদ্র নুরু মিয়া প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দিয়ে বলেন, 'দুই শতক জায়গাসহ আপনি আমাদের সুন্দর পাকা ঘর দিয়েছেন। আমরা আজ অনেক খুশি। আমি এখন আমার বউ-বাচ্চা নিয়ে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারমু। আমি আপনার জন্য দোয়া করমু, আল্লাহ যেন আপনার হায়াত বাড়াইয়া দেয়। আপনি যেন আরও গরিব-দুখীদের সাহায্য করতে পাবেন।'

তার বক্তব্য শোনার পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি খুব খুশি হলাম। আপনারা ভালোভাবে থাকেন এটাই আমি চাই।

এরপর প্রধানমন্ত্রী চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার বালিয়াবান্দি ইউনিয়নের সন্ন্যাসগ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে ইউএনও মো. নাজমুল ইসলাম সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। তিনি আমের রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে তার উপজেলায় নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের তথ্য তুলে ধরেন। শুরুতেই উপকারভোগীরা 'জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলান। পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পক্ষে থেকে তারা প্রধানমন্ত্রীকে তাদের ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা গান শোনানোর অনুমতি চান।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, অবশ্যই গম্ভীরা গান শুনব। প্রথম গম্ভীরা গান শুনেছিলাম ১৯৭৪ সালে বাবার সঙ্গে নাটোরে গিয়ে। সেখানে নানা-নাতি এসে গম্ভীরা শোনায়। এখন অবশ্যই গম্ভীরা শুনব। এ সময় হারমোনিয়াম ও ডুগি তবলা নিয়ে এবং নানা-নাতি তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে তালে ও লয়ে পরিবেশন করেন– 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে জানাই সাদর সম্ভাষণ, আপনি করছেন দেশের উন্নয়ন, হে নানা ভূমিহীন মানুষেরা তাই তো পাইলো সুখের দরশন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়ার, শেখ হাসিনা সেই কাজ করছেন বরাবর।' এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে খুব উচ্ছ্বসিতভাবে তা উপভোগ করতে দেখা যায়।

পরে সেখানে ঘর পাওয়া এক শারীরিক প্রতিবন্ধী উপকারভোগী ফাতেমা বেগম প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দিয়ে বলেন, 'আমার কোনো ঠিকানা ছিল না। আমি ঠিকানাহীন ছিলাম। আজ আপনার দেওয়া জমি আর বাড়িতে আমার ঠিকানা হয়েছে। এখানে আমার পরিবার নিয়ে এখন বসবাস করতে পারব। আমি খুব খুশি হয়েছি। আল্লাহর কাছে আপনার জন্য অনেক অনেক দোয়া করি। আপনি যেন দীর্ঘজীবী হোন। আমার মতো আরও অসহায় মানুষের উপকার করতে পারেন।'

এদিন ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার দুই শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে দুই কক্ষবিশিষ্ট একক গৃহ মুজিব বর্ষের উপহার হিসেবে পেয়েছেন। একই সঙ্গে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পে আরও ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে অনন্য নজির সৃষ্টি করল বাংলাদেশ।

'মুজিব বর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না– প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীন চলমান গৃহ ও জমি প্রদান কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে এসব ঘর পায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর করে দিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৯ লাখ পরিবারকে তালিকাভুক্ত করেছে সরকার। বাকিদেরও পর্যায়ক্রমে ভূমি ও ঘর দেওয়া হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন ৮ লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবেন। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবেন (বন্দোবস্ত)।

দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর ও সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এ কাজ করছে। খাস জমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শতনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন বলেন, 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।'

প্রধানমন্ত্রীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভূমিহীন পরিবার গৃহ পেয়েছেন। এর মাধ্যমে অনেক পরিবার সুবিধা পাবেন। সরকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়ণের আওতায় নিয়ে আসতে চেষ্টা করছেন। এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, এখানে সত্যিকার যোগ্যদের গৃহ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। কোনো ধরনের অনিয়মে ভালো একটি উদ্যোগ বিতর্কিত না হয় সেদিকে খেয়াল করতে হবে।

খুবই প্রশংসনীয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতির সম্পর্ক আছে। এসব মানুষ যাদের আশ্রয়স্থল গ্রহণ করা মৌলিক অধিকার।

তিনি বলেন, দারিদ্র্যের কশাঘাতে দেশের অসংখ্য মানুষ গৃহহীন। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহহীনদের-ভূমিহীনদের ঘর উপহার খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এখানে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ৬৬ হাজার পরিবারকে ঘর দেওয়ার উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রসঙ্গত, মুজিব বর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন ঘোষণার ধারাবাহিকতায় পৌনে ৯ লাখ গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে প্রথমে ৬৬ হাজার ১৮৯টিকে ঘরের মালিকানা দেওয়া হলো।

শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে জমি ও গৃহ প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গৃহহীনদের ঘর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আজকে এটিই সবচেয়ে বড় উৎসব, এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের হতে পারে না। ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এসব পরিবারকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেন সরকারপ্রধান। এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিল ৪৯২টি উপজেলার মানুষ। আলী ইমাম মজুমদার বলেন, বর্তমান সরকারের এমন উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। সরকার ঘোষণা দিয়েছে মুজিব বর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না। এ ঘোষণা সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হবে বলে আশাবাদী তিনি।

নৈতিক দিক থেকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মনে করছেন গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গণভবন থেকে ভার্চুয়াল এই গৃহ হস্তান্তর কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ওইদিন বিকালে এই কর্মসূচির প্রতিক্রিয়ায় বর্ষীয়ান এই আইনজ্ঞ সময়ের আলোকে বলেন, এটি ভালো উদ্যোগ। নৈতিক দিক থেকে আমি অবশ্যই ভালো মনে করব। এই কর্মযজ্ঞের বিস্তারিত জেনে মন্তব্য করা যাবে। তবে এটি সরকারের সফলতা কি না– এ প্রশ্ন এড়িয়ে যান সরকারবিরোধী প্লাটফর্মের এই নেতা।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সরকার গৃহহীন লোকদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহ নির্মাণ করেছে। আগামী মাসে গৃহহীনদের মধ্যে আরও প্রায় ১ লাখ গৃহ বিতরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিব বর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য এই ব্যারাক নির্মাণ করছে।

মাথা গোঁজার ঠাঁই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্লেষক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। এটি অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই গৃহ হস্তান্তর কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। শনিবার বিকালে এই কর্মসূচি প্রতিক্রিয়ায় আবুল মকসুদ সময়ের আলোকে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, যাদের ঘর নেই সরকার তাদের ঘর দিচ্ছে, যাদের জমি নেই তাদের জমিও দেওয়া হচ্ছে ফলনের জন্য। এতে দারিদ্র্যও কমে আসবে। এই কর্মযজ্ঞকে সরকারের বড় সফলতাই বলতে চান আবুল মকসুদ। তিনি বলেন, এটি নিঃসন্দেহে সরকারের মহৎপ্রাণ কাজ। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে এটি বড্ড পাওয়া বৈকি। তবে কিছু নির্মাণকাজে ত্রুটি আছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, যাতে সব নির্মাণই মজবুত হয়, অসহায় মানুষরা যাতে অনেকদিন থাকতে পারে– সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। এমন কর্ম সামনের দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা রাখি।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সরকার গৃহহীন লোকদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহ নির্মাণ করেছে। আগামী মাসে গৃহহীনদের মধ্যে আরও প্রায় ১ লাখ গৃহ বিতরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্যোগে মুজিব বর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য এই ব্যারাক নির্মাণ করছে।

দেশের খবর দশের খবর
বাংলাদেশের খবর
রোববার • ২৪ জানুয়ারি ২০২১
১০ মাঘ ১৪২৭ । ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ । রেজি. নং- ডিএ ৬৫৪২ । বর্ষ ৬ । সংখ্যা ১৩৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন —পিআইডি

গৃহহীনদের ঘর দেয়ার মহোৎসব

৬৬ হাজার পরিবার পেল ঘর ❑ বিশ্বে একসঙ্গে এত মানুষকে ঘর দেয়া নজিরবিহীন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মুজিববর্ষে গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর উপহার বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উৎসব। তাদের জমি ও ঘর দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এটা আমার সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন। গতকাল শনিবার ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এসব বলেন। অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন ৪৯২টি উপজেলার মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটাই সবচেয়ে বড় উৎসব। এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের হতে পারে না। যখন এসব মানুষ এই ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা-মায়ের আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে। কারণ এসব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তো ছিল আমার বাবার লক্ষ্য। আমার খুব ইচ্ছা ছিল নিজ হাতে আপনাদের জমির দলিল দিই। কিন্তু করোনার জন্য তা হলো না।

তারপরও আমি মনে করি, দেশ ডিজিটাল হয়েছে বলেই এভাবে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমরা প্রত্যেক শ্রেণির জন্য কাজ করছি। সব মানুষকেই ঠিকানা করে দেব, এটাই আমার লক্ষ্য। একদিনে এত মানুষকে ঘর দিতে পারলাম, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী—এই সময়ের মধ্যে দেশের একজন মানুষও গৃহহারা থাকবে না। যাদের গৃহ নেই তাদের ঘর করে দিতে পারার অর্থ অসাধ্য সাধন করতে পারলাম। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর হতে পারে না।

এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রশাসন ও এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

গৃহহীনদের ঠাঁই করে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

—তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের অন্ন ও বস্ত্রের সমস্যার সমাধান অনেক আগেই করেছেন। এখন গৃহহীনদের মাথা গোঁজার জন্য ঠাঁই করে দিচ্ছেন। এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

গৃহহীনদের ঘর দেয়ার

১ম পৃষ্ঠার পর

জনপ্রতিনিধি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই এত বড় অসাধ্য সাধন হয়েছে। প্রশাসনে যারা আছেন তারা সরাসরি কাজগুলো করেছেন বলে এত দ্রুত হয়েছে, এত ঘর করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বে একসঙ্গে এত মানুষকে ঘর দেওয়া নজিরবিহীন।

আমার সরকার গঠন করার উদ্দেশ্যই ছিল এ দেশের খেটে খাওয়া, গ্রামের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়ে থাকা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা এবং বাংলাদেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করা। আশ্রয়ণ প্রকল্প নিলাম। যারা একেবারেই নিঃস্ব, ভূমিহীন তাদের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর দেওয়ার প্রকল্প করে দিলাম। বস্তিবাসীদের জন্য ঘরে ফেরা কর্মসূচি নিলাম। আমরা গৃহায়ন তহবিল করলাম। বেদে শ্রেণির মানুষের জন্য ঘর করে দিচ্ছি, তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি। তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণি যারা ঢাকার সুইপার কলোনিতে থাকত তাদের জন্য ভালো উচ্চ মানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য ঘর করে দিচ্ছি। প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি যেন সবাই মানসম্মত ও সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। মুজিববর্ষে আমাদের লক্ষ্য একটি মানুষও ঠিকানাবিহীন থাকবে না। গৃহহারা থাকবে না। হয়তো সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে, তাই সীমিত আকারে করে দিচ্ছি। যা হোক একটা ঠিকানা আমি সব মানুষের জন্য করে দেব।

আজকে সত্যি আমার জন্য একটা আনন্দের দিন। কারণ এ দেশে যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোনো ঠিকানা ছিল না, ঘরবাড়ি ছিল না আজকে তাদের অন্তত একটা ঠিকানা, মাথাগোঁজার ঠাঁই করে দিতে পারছি। এজন্যই আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কখনো নিজের জন্য বা নিজে কী পেলেন, না পেলেন সেটা নিয়ে চিন্তা করেননি। এ দেশের মানুষের কথাই চিন্তা করেছেন। আমার বাবা-মা যারা সারাটা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেছে দেশের জন্য তাদের আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

সাধারণ মানুষের ঘর করে দেওয়ার চিন্তাটা বঙ্গবন্ধুই প্রথম করেছেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে আমাদের পুরো পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমাকে ছয় বছর কাটাতে হয় দেশের বাইরে। শুধু মানুষের কথা ভেবে মানুষের শক্তি নিয়েই দেশে ফিরি। সে সময় আমার কেউ ছিল না। আমার কোনো থাকার ঘরও ছিল না। আমি কোথায় গিয়ে উঠব তাও জানতাম না। আমি কীভাবে চলব তাও জানি না। কিন্তু আমার কেবলই একটা কথা মনে হচ্ছিল যে, আমাকে যেতে হবে। যেতে হবে এ কারণে যে, সামরিক শাসক দিয়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে আমার দেশের মানুষ। তাদের মুক্তি দিতে হবে। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের জন্য কাজ করতে হবে। সে আদর্শ সামনে নিয়েই আমি ফিরে আসি। আমি কখনো আমার ছোট ফুপুর বাড়ি, কখনো মেজো ফুপুর বাড়ি এরকমভাবে দিন কাটাই। আমি কী পেলাম, না পেলাম সেটা বড় কথা নয়। দেশের মানুষের জন্য কতটুকু কী করব সেটাই ছিল লক্ষ্য। সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে মানুষের দুঃখকষ্ট দেখেছি। অনেকে গাল ভরে কথা বলে গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকারটা কী? একটা সামরিক শাসক ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল যে আজকে আমি রাষ্ট্রপতি হলাম, আর তারপরও সেটা গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ, অনেক রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল, তার সঙ্গে মানুষকে দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, ব্যাংকে ঋণখেলাপি করা, টাকা ব্যাংক থেকে ছাপিয়ে নিয়ে এসে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে মানি ইজ নো প্রবলেম সেই কথাও শোনাল। আই উইল মেক ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান একথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছে। তার কাজেই ছিল এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা। দরিদ্রকে দরিদ্রই রাখা, আর মুষ্টিমেয় লোককে টাকাপয়সা দিয়ে একটু অর্থশালী সম্পদশালী করে দেয় যাতে তাদেরকে নিজের ক্ষমতায় থাকার জন্য চিরস্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারে। মেধাবী ছেলে-মেয়েদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথে ঠেলে দেওয়া, নির্বাচনের নামে প্রহসন সৃষ্টি করাই ছিল তার কাজ। সে সময় হ্যাঁ-না ভোট পড়ে ১১০ ভাগ। এটাই তাদের গণতন্ত্র। উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জেলায় উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন। এ সময় জানানো হয়, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এ ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলা হয়। প্রসঙ্গত, মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন ঘোষণার ধারাবাহিকতায় পৌনে ৯ লাখ গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে প্রথম ধাপে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর দেওয়া হলো। প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ করা নকশায় নির্মাণ করা হয়েছে এই প্রকল্পের বাড়িগুলো। প্রতিটি ঘরে থাকছে দুটি শয়ন কক্ষ, একটি লম্বা বারান্দা, একটি রান্নাঘর ও একটি টয়লেট। এসব ঘরের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা। পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তারা ঘরের সঙ্গে পাচ্ছেন ভূমির মালিকানাও। প্রত্যেককে তার জমি ও ঘরের দলিল নিবন্ধন ও নামজারিও করে দেওয়া হচ্ছে। দেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে এর আগে এত মানুষকে এক দিনে সরকারি ঘর হস্তান্তর করা হয়নি। বিশ্বে এর আগে একদিনে এত বেশি ঘর বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়নি।

গৃহহীনদের ঠাঁই করে দিচ্ছেন

১ম পৃষ্ঠার পর

গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার আশ্রয়ণের ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমি ও ঘর প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাঙ্গুনিয়া উপজেলা অডিটোরিয়াম থেকে সেই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন তথ্যমন্ত্রীসহ রাঙ্গুনিয়ার উপকারভোগী, সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতারা।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাসস্থানের সমস্যা এখনও আমাদের দেশে থেকে গেছে। এই সমস্যাকে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী মুজিববর্ষে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সব গৃহহীন মানুষকে ঘর করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। দেশে কোনো গৃহহীন মানুষ থাকবে না—তিনি সেই ঘোষণা দিয়েছেন। ৭০ হাজারের মতো পরিবারের কাছে জমিসহ ঘরের দলিল হস্তান্তর করে সেই ঘোষণা তিনি আজ বাস্তবায়ন করে চলেছেন। তিনি আরও বলেন, সমগ্র বাংলাদেশে আজ যারা ঘর পেয়েছেন তারা কখনও ভাবেনি এই ধরনের একটি জমির মালিকানাসহ দুই রুমের একটি ঘর উপহার পাবেন। এই অভাবনীয় কাজ আজ জাতীর জনকের কন্যা শেখ হাসিনা করেছেন। আমার জানা নেই পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এভাবে একই দিনে ৭০ হাজার পরিবারকে ঘর দেওয়া উদ্বোধন হয়েছে কি না। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আগে ছিল খাদ্য ঘাটতির দেশ, এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ। অর্থাৎ আমরা ক্ষুধাকে জয় করেছি। ভরদুপুরে কিংবা সন্ধ্যার পরে শহরের অলিগলিতে কিংবা গ্রাম গ্রামান্তরে- মা আমাকে একটু বাসি ভাত দেন, সেই ডাক এখন আর শোনা যায় না। কারণ বাসি ভাতের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে অনেক আগে। আজ কোনো ভিক্ষুক চাল ভিক্ষা নেয় না, কারণ চালের প্রয়োজন এখন আর নেই।

তিনি বলেন, দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন। এর পরও কিছু কিছু ভিক্ষুক আছে। তবে শুধু ভিক্ষুক যে বাংলাদেশে আছে তা নয়, অনেক দেশে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ভিক্ষুক আছে। বাংলাদেশে যদি কেউ ভিক্ষুককে এখন দুই টাকা দেয়, ভিক্ষুক তাকে দুইটা গালি দেবে। পাঁচ টাকা দিলে আপাদমস্তক থাকিয়ে দেখবে, মানুষটা কেমন। লাল রঙের ১০ টাকার নোট দিলে মোটামুটি খুশি হবে, তবে পুরোপুরি না। এই হচ্ছে আজ বাংলাদেশের পরিস্থিতি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, আজ বাংলাদেশে কোনো ছেঁড়া কাপড় পরা ও খালি পায়ে মানুষ দেখা যায় না। আগে আমাদের দেশে বিদেশ থেকে পুরনো কাপড় আসত, সেগুলো ধোলাই করে হকার্স মার্কেটে বিক্রি হতো। সেগুলো কিনে আমরা পড়ে সাহেব সাজার চেষ্টা করতাম। আর এখন বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি হয়, আর সেগুলো বিদেশের বড় বড় মার্কেটে বিক্রি হয় এবং সেগুলো পরে সেখানকার সাহেবরা তাদের সাহেবগিরি ঠিক রাখে। অর্থাৎ পরিস্থিতি এখন উল্টে গেছে। যারা ঘর পেয়েছেন তাদের উদ্দেশে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, আপনারা যারা ঘর পেয়েছেন তারা কখনও চিন্তা করেননি জমিসহ এ রকম একটি ঘর পাবেন। কিন্তু তারা ঘর পেয়েছেন। এটি কোন সরকার দিয়েছে সেটি মনে রাখতে হবে। এটি দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার, নৌকা মার্কার সরকার, এটি দেশের সবধরনের ভোটের সময়ও মনে রাখতে হবে। ভোটের সময় আসলে অনেক রকমের দল আপনাদের সামনে হাজির হবে। তাদের বলতে হবে, কখনও আমাদের খবর নাওনি, আবার এসেছো ধোঁকা দিতে? এমন করে তাদের জবাব দিতে হবে।

দিন বদলের অঙ্গীকার

দিনপরিবর্তন

রোববার, ২৪ জানুয়ারি, ২০২১ । ১০ মাঘ ১৪২৭ ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ । বর্ষ ৫ । সংখ্যা ২৭৬ । রেজি. নং- ডিএ ৬৫৪৩ । পৃষ্ঠা-১২

৭০ হাজার পরিবারে আনন্দের বন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে ঘর উপহার দেওয়ায় জেলায় জেলায় বইছে আনন্দধারা। তালিকাভুক্ত প্রায় নয় লাখ পরিবারের মধ্যে প্রথম দফায় জমিসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘরের মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকাল শনিবার। দুই শতক জায়গার ওপর তৈরি করা হয়েছে দুইটি শোবার ঘর, রান্নাঘর ও বাথরুম। ইটের দেয়াল, ওপরে টিনের চাল। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর প্রতিটি ঘরের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এক লাখ ৭৫ হাজার টাকা। একইসঙ্গে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পে আরো তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। একসঙ্গে এতগুলো মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ। ঘর পাওয়া প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের মুখে নতুন করে হাসি ফুটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সারা দেশে ঘর পাওয়া দরিদ্র মানুষের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধিরা-

বরিশাল: বরিশালের সদর উপজেলার উত্তর লামছড়ি গ্রামের মনিরুল ইসলাম (৪৮) জন্ম থেকেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। এক চোখে মাত্র কয়েক হাত দূর পর্যন্ত দেখতে পান। তার স্ত্রী জাহানারা খানমও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। বড় ছেলে জাহিদুল ইসলামও জন্মান্ধ। জরাজীর্ণ টিনের দোচালা একটি ঘরে ছিল তাদের বসবাস। সামান্য বৃষ্টি হলে চালের ফুটো দিয়ে পানি পড়তো। এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই মুজিববর্ষের লক্ষ্য

-প্রধানমন্ত্রী

বাসস ■

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না।

গতকাল শনিবার মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি আরো বলেন, এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দিব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব।

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জমি ও এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঘর পেয়ে আপ্লুত সাবেক এমপি জজ মিয়া

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ■

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে প্রথম দফায় জমির দলিলসহ পাকা বাড়ি পেয়েছেন দুবারের সংসদ সদস্য ময়মনসিংহ গফরগাঁওয়ের এনামুল হক জজ মিয়া। জীবনের শেষ বেলায় এসে একেবারেই নিঃস্ব এই মানুষটি উপহারের ঘর পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। ঘর পাওয়ার পর তিনি বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ঘরে শুয়ে এবার শান্তিতে মরতে পারব।'

দলিল হাতে সাবেক এমপি জজ মিয়া

গতকাল শনিবার দেশের ৬৬ হাজারের বেশি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সঙ্গে জজ মিয়া মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে আনন্দে ভাসছেন। পাকা ঘর এবং জমির দলিল বুঝে পেয়ে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত দুইবারের সাবেক এই সংসদ সদস্য কৃতজ্ঞতা জানালেন এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সাথে ৩ হাজার ৭শ' ১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল। আর বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে, করোনা একদিকে আশির্বাদও হয়েছে, কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তারপরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা-যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহিদ রক্ত দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে, এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা নিরাপদে থাকতে পারবে। কেন না আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯১ সালের (খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিল) ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শীঘ্রই আরো ১শটি ভবন তৈরি করা হবে। আজ এক লাখ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিলাম এবং শিগগিরই আরো এক লাখ ঘর আমরা করে দেব।

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঠালতলা গ্রাম, নীলফামারি জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা

উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন।

পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মত জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তার দফতর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময় কোনো সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি-না আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলো তৈরি করেছেন, তাই সম্ভব হয়েছে এবং মানসম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, আমাদের সরকারি কর্মচারিরা যেভাবে সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন এটা অতুলনীয়। আর সেই সাথে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি- সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সকলে সহযোগিতা করেছেন। এই একটি কাজে আমরা দেখেছি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।

তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি, এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

এদিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১,১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬,১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সাথে ৩ হাজার ৭শ ১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারাদেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬শ ২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহনির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্টার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি দুই রুমের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে।

ঘর পেয়ে আপ্লুত সাবেক এমপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি।

কারণ দুইবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করতে পারেননি জজ মিয়া। সন্তানরাও পারেননি সেই স্বপ্ন পূরণ করতে। কিছুদিন আগে তার দুর্দশার কথা তুলে ধরে গণমাধ্যমে একাধিক প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়। অবশেষে জীবন সায়াহ্নে এসে বসবাসের জন্য নিজের ঘর পেলেন জজ মিয়া।

গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন শেষে দরিদ্র-আশ্রয়হীন ২০০ পরিবারের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরের চাবি ও দলিল বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

পরে অন্যদের মতো ঘরের চাবি ও দলিল সংসদ সদস্য ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হাত থেকে গ্রহণ করেন সাবেক এমপি এনামুল হক জজ মিয়া।

এ সময় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জজ মিয়া বলেন, ঘর পেয়ে আমি অনেক খুশি। আনন্দ লাগছে। প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করি। আল্লাহপাক যেন তাকে আরো ভালো কাজ করার তৌফিক দান করেন।

সময়মতো বাড়ির কাজ শেষ করার পাশাপাশি মান ঠিক রাখতে সবসময়ই তদারকি করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. তাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশরাফ উদ্দিন বাদল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. তাজুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কাবেরী রায়, পৌর মেয়র এস এম ইকবাল হোসেন সুমন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আতাউর রহমান প্রমুখ। প্রথম দফায় দেশের ৪৯২টি উপজেলার ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের মাঝে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে বিশাল সংখ্যক মানুষকে বিনামূল্যে ঘর দিয়ে বিশ্বে নতুন ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ।

দৈনিক আমরা নিরপেক্ষ নই

স্বাধীনমত

রোববার ঢাকা ২৪ জানুয়ারি ২০২১ • ১০ মাঘ ১৪২৭ • ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি • রেজিঃ নং ৫৭ (ডিএ নং ৪০৮১) • বর্ষ-১৪ • সংখ্যা-২৪৬ • ৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার মোগড়া ইউনিয়নের চর নারায়ণপুরে স্থায়ী ঠিকানা পেল ৪৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় যে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে গতকাল বাড়ি উপহার দেওয়া হল এ ৪৫টি তারই অংশ। গতকাল সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব উপকারভোগী পরিবারের হাতে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -স্বাধীনমত

মুজিববর্ষে ঘর পেল ৭০ হাজার পরিবার

অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন বাবা : শেখ হাসিনা

স্বাধীনমত ডেস্ক

ভূমিহীন-গৃহহীনদের একটি সুন্দর ঘরের স্বপ্ন পূরণের প্রথম ধাপে প্রায় ৭০ হাজার পরিবার পেলো একটি আধাপাকা বাড়ি। মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে এসব ঘর ও জমি দেওয়া হয়। এক সঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে অন্যান্য নজির সৃষ্টির করলো বাংলাদেশ।

গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘর বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন টানা তিন বারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মুজিববর্ষ ঘোষণা করে সরকার। মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না- এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের অধীনে চলমান কর্মসূচির

প্রথম পর্যায়ে সারাদেশে ঘর পেলো ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার। দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর করে দিতে এখন পর্যন্ত প্রায় নয় লাখ পরিবারকে তালিকাভুক্ত করেছে শেখ হাসিনা সরকার। উদ্বোধন শেষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় করেন সরকার প্রধান।

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা থেকে ঘর পাওয়া পারভীন নামে এক নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং সুস্থতা কামনা করেন। নিজের স্বামী নিয়মিত কাজ পায় না এবং খেয়ে না খেয়ে জীবন কাটে জানিয়ে পারভীন ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, আমার স্বামী কাজ পায় না। মাঝে-মধ্যে না খেয়ে থাকতে হয়। মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। কোনদিন ভাবিনি ঘর হবে। আপনি আমাদের ঘর দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন। আপনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন। কয়েকটি বাক্য বলেই উপকারভোগী নারী কৃতজ্ঞতায় কাঁদতে থাকেন। এ সময়

২-এর পাতায় দেখুন

অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি

প্রধানমন্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আপনি কাঁদবেন না। আমি মনে করি এটা আমার কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, জাতির পিতা কন্যা হিসেবে দেশের মানুষের জন্য কাজ করবো, এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার স্বপ্ন পূরণ করবো। দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে সে জন্য আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করেছি। বাংলাদেশে একটি মানুষও যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে আমি সেই ব্যবস্থা করবো। সেই সঙ্গে আপনারা যেন আপনাদের জীবন-জীবিকার পথ খুঁজে পান সেই ব্যবস্থাও করবো। সারাদেশে যারা ঘর পেয়েছেন তাদের ঘরের সামনে একটি করে গাছ, বিশেষ করে ফলজ গাছ লাগানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। নদী ভাঙনে যাতে আর কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আজকে আমার আনন্দের দিন, যাদের কিছুই নেই তাদের ঘর করে দিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পেরেছি। এক সঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে ঘর দেওয়ার নজির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি জানি না পৃথিবীর কোনো দেশে কখনো অথবা আমাদের দেশে কোনো সরকার এত দ্রুত এতগুলো ঘর করেছে। এই ঘরগুলো তৈরি করা সহজ কথা নয়। সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করার দৃঢ় প্রত্যয় পুর্নব্যক্ত করে টানা তিনবারের সরকার প্রধান বলেন, মুজিববর্ষে একটি মানুষও গৃহহারা থাকবে না। আমরা সবার জন্য ঠিকানা করে দেবো, সবাইকে ঘর করে দেবো। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন সুন্দর ভাবে বসবাস করতে পারে সেটাই আমার লক্ষ্য।

৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবারের মধ্যে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে দুই শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একইসঙ্গে ব্যারাকের মাধ্যমে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পের মাধ্যমে তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, এটিই বিশ্বে গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ। দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষদের মধ্যে যাদের ভূমি নেই তাদের সরকারের খাস জমি থেকে দুই শতাংশ ভিটে এবং ঘর দিচ্ছে সরকার। যাদের ভিটে আছে ঘর নেই তাদের ঘর দিচ্ছে সরকার। প্রতিটি ঘর দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এতে দুটি রুম ছাড়াও সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে। পুরো ঘরটি নির্মাণের জন্য খরচ হবে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা এবং মালামাল পরিবহনের জন্য চার হাজার টাকা দেওয়া হবে প্রতি পরিবারকে। সরেজমিনে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখা গেছে, যারা প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাচ্ছেন তাদের চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তারা।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরিপুর ইউনিয়নের স্বামী পরিত্যক্তা মর্জিনা বেগম বাংলানিউজকে বলেন, এক মেয়ে নিয়ে বাঁশের কঞ্চির বেড়ার ঝুপড়িতে থাকি। দিন মজুর খেটে কোনো রকমে জীবন চলছে। নিজের একটা ঘর হবে কোনোদিন ভাবিনি। প্রধানমন্ত্রীকে দোয়া করি। তিনি আমাদের ঘর দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন। সাতক্ষীরা সদরের দিনমজুর অরবিন্দ গাইন বলেন, আগে সরকারি খাস জমিতে খড়ের চালার ঘরে থাকতাম। নিজের ঠিকানা ছিল না। শেখের বেটি আমাদের ঘর ও জমি দিয়েছেন, শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন বলেন, সারা দুনিয়াতে এটি প্রথম ঘটনা এবং একমাত্র ঘটনা একসঙ্গে বিনে পয়সায় এত ঘর করে দেওয়া। মাদার অব হিউম্যানিটি সারা দুনিয়াতে একটি নজির স্থাপন করলেন। ২৩ জানুয়ারি প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে ঘর দেওয়ার পর থেকে আগামী এক মাসের মধ্যে আরও এক লাখ ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হবে বলেও জানান মাহবুব হোসনে। সারা বাংলাদেশে ঘরও নেই, জমিও নেই এমন পরিবারের সংখ্যা দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১। ভিটেমাটি আছে, ঘর জরাজীর্ণ কিংবা ঘর নেই এমন পরিবারের সংখ্যা পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে যে তালিকা করা হয়েছে সব মিলিয়ে সেই তালিকায় আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবার রয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের নথি থেকে জানা যায়, ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ণ নামে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস অবধি তিন লাখ ২০ হাজার ৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্ন অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ঋণপ্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা এবং আয় বাড়ে এমন কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

এর আগে গত ২৩ জুলাই কক্সবাজার জেলায় জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় আশ্রয়কেন্দ্র খুরুশকুল আশ্রায়ণ প্রকল্পের প্রথম ধাপে নির্মিত ২০টি ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে প্রথম ধাপে উদ্বোধন হওয়া ভবনগুলোতে ফ্ল্যাট পেয়েছেন ৬০০টি পরিবার। ১০০১ টাকা নামমাত্র মূল্যে এসব ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম ধাপে নির্মিত ৫ তলা ২০টি ভবনসহ প্রকল্পের মোট ১৩৯টি ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি পাঁচতলা ভবনে থাকছে ৪৫৬ বর্গফুট আয়তনের ৩২টি করে ফ্ল্যাট। খুরুশকুল প্রকল্পের সবগুলো ভবন নির্মিত হলে উদ্বাস্তু জীবনের অস্বাস্থ্যকর, নোংরা পরিবেশ ছেড়ে সাজানো পরিপাটি দালানে উঠবেন মোট প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পরিবার। খুরুশকুলে বাঁকখালী নদীর তীরে ২৫৩ একর জমির উপর গড়ে ওঠা এ বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পকে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় আশ্রয়কেন্দ্র বলে দাবি করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
সংখ্যা ২২৭ বছর ১৫ রেজি: নং-১১৯৩ ঢাকা রোববার, জানুয়ারি ২৪, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ : মাঘ ১০, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ : ১০ জমাদিউস সানি, ১৪৪২ হিজরি ১৬ পৃষ্ঠা ৮ টাকা www.jaijaidinbd.com

স্বপ্ন পূরণে আত্মহারা দেশের ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শনিবার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীন পরিবারের কাছে সেমিপাকা ঘরের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন -ফোকাস বাংলা

সবার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই মুজিববর্ষের লক্ষ্য : প্রধানমন্ত্রী

■ যাযাদি রিপোর্ট

এ যেন এক স্বপ্ন! এ যেন পরম পাওয়া। ঠিকানাহীন যে মানুষগুলোর মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, ছিল না কোনো জমি, নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা শঙ্কিত ছিলেন, তাদের মুখে হাসির ফোয়ারা। শুধু জমি নয়, সাথে পেয়েছেন ঘরও। দুই শতক জায়গার ওপর নির্মিত দুটি শোবার ঘর, রান্নাঘর ও বাথরুম। ঘরগুলোর দেয়াল ইটের তৈরি, ওপরে রঙিন টিনের চাল। মানসম্মত আবাসন পেয়ে আত্মহারা দেশের এমন ৬৬ হাজারের বেশি পরিবার।

পর্যায়ক্রমে ৯ লাখ গৃহহীন পরিবারকে এমন আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করবে সরকার। প্রথম দফায় শনিবার জমিসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘরের মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

সারাদেশে এসব পরিবারের মধ্যে বাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে সুন্দরভাবেবাঁচতে পারে, তাদের জীবন যেন উন্নত হয়, বিশ্ব দরবারে আমরা যেন বাঙালি হিসেবেমাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে চলতে পারি। এ দেশটাকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে কোনো মানুষ গৃহহারা থাকবে না। মুজিববর্ষে অনেক কর্মসূচি করতে পারিনি। গৃহহীন ভূমিহীন মানুষকে ঘর দিতে পারলাম এর থেকে ● পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

স্বপ্ন পূরণে আত্মহারা দেশের ৬৬ হাজার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বড় উৎসব বাংলাদেশে হতে পারে না।

গণভবন থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে দেশের ৪৯২টি উপজেলায় স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে (শনিবার) সত্যি আমার জন্য একটা আনন্দের দিন। কারণ এদেশে যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোনো ঠিকানা ছিল না, ঘরবাড়ি ছিল না আজকে তাদেরকে অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পেরেছি। এজন্যই আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কখনো নিজের জন্য নিজে কী পেলেন, না পেলেন সেটা নিয়ে চিন্তা করেননি। এদেশের মানুষের কথাই চিন্তা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের ঘর করে দেওয়ার চিন্তাটা বঙ্গবন্ধুই প্রথম করেছেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে আমাদের পুরো পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমাকে ছয় বছর কাটাতে হয় বাইরে। শুধু মানুষের কথা ভেবে মানুষের শক্তি নিয়েই দেশে ফিরি। আমার কেউ ছিল না, আমার কোনো থাকার ঘরও নেই। আমি কোথায় গিয়ে উঠব তাও আমি জানি না। আমি কীভাবে চলব তাও জানি না। কিন্তু আমার কেবলই একটা কথা মনে হচ্ছিল যে আমাকে যেতে হবে। যেতে হবে এই কারণে যে সামরিক শাসক দিয়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে আমার দেশের মানুষ, তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের জন্য কাজ করতে হবে। সেই আদর্শ সামনে নিয়েই আমি ফিরে আসি। আমি কখনো আমার ছোট ফুপুর বাড়ি, কখনো মেজ ফুপুর বাড়ি এরকমভাবে দিন কাটাই। কিন্তু আমার একটাই লক্ষ্য একটাই সামনে ছিল যে আমি কী পেলাম, না পেলাম সেটা বড় কথা নয়। দেশের মানুষের জন্য কতটুকু কী করব। সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখেছি।

তিনি আরও বলেন, অনেকে গাল ভরে কথা বলে গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকারটা কী? একটা সামরিক শাসকের ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল যে আজকে আমি রাষ্ট্রপতি হলাম, আর তারপরেও সেটা গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করা, মানিলন্ডারিং করা, ব্যাংকে ঋণ খেলাপি করা, টাকা ব্যাংক থেকে ছাপিয়ে নিয়ে এসে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে মানি ইজ নো প্রবলেম সেই কথা শোনানো। 'আই উইল মেক ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান' একথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছে। জিয়াউর রহমানের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা, এদেশের মানুষকে দরিদ্রকে দরিদ্রই রাখা, আর মুষ্টিমেয় লোককে টাকা-পয়সা দিয়ে একটু অর্থশালী সম্পদশালী করে দিয়ে তাদেরকে তার ক্ষমতাকে যেন চিরস্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারে তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। মেধাবী ছেলে-মেয়েদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথে ঠেলে দেওয়া, নির্বাচনের নামে প্রহসন সৃষ্টি করা, তখন হ্যাঁ না ভোটে ১১০ ভাগ পড়ে। এরপরে সেনাপ্রধান হয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রপতি থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, সেখানেও কেউ ভোট দিলো না। তারপর দিল সংসদ নির্বাচন, সেটাও আর এক প্রহসন। যারা গণতন্ত্রের জন্য এত কথা বলেন, তাদের কাছে এটাই প্রশ্ন। এটা কী করে গণতন্ত্র?

শেখ হাসিনা বলেন, আমার সরকার গঠন করার উদ্দেশ্যই ছিল এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ, গরিব মানুষ, গ্রামের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়ে থাকা মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করা এবং বাংলাদেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করা। আশ্রয়ণ প্রকল্প নিলাম। ঘর দিলে ব্যারাক করে দিয়ে প্রত্যেককে একটা ঘরের মালিক করে দেওয়া। একেবারে নিঃস্ব যারা ভূমিহীন যারা তাদের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর দেওয়ার প্রকল্প করে দিলাম। বস্তিবাসীদের জন্য ঘরে ফেরা কর্মসূচি নিলাম। আমরা গৃহায়ন তহবিল করলাম। বেদে শ্রেণির মানুষের জন্য ঘর করে দিচ্ছি, তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি, হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি। তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যারা দলিত শ্রেণি বা হরিজন শ্রেণি এই ঢাকা সুইপার কলোনিতে থাকত তাদের জন্য ভালো উচ্চ মানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য ঘর করে দিচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি যেন সবাই মানসম্মতভাবে বাঁচতে পারে, সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। মুজিববর্ষে আমাদের লক্ষ্য একটি মানুষও ঠিকানাবিহীন থাকবে না। গৃহহারা থাকবে না। হয়তো সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে, তাই সীমিত আকারে করে দিচ্ছি। যা হোক একটা ঠিকানা আমি সব মানুষের জন্য করে দেবো। আমার বাবা-মা যারা সারাটা জীবন দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

উন্নয়নের মূলধারায়

। দ্বিতীয় সংস্করণ

আলোকিত বাংলাদেশ

রোববার ২৪ জানুয়ারি ২০২১ | রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৪৫ | ১০ মাঘ ১৪২৭ | ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ | www.alokitobangladesh.com | thealokitobangladesh

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তরকালে মোনাজাতে অংশ নেন ● পিআইডি

মুজিববর্ষে গৃহহীনদের ঘর দিতে পারাই বড় উৎসব

৬৬১৮৯ গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

● নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। শেখ হাসিনা গতকাল সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে আরও বলেন, এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে, যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবনযাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

আরও ছবি ও খবর পৃষ্ঠা ৩ ও ১২

মুজিববর্ষে গৃহহীনদের ঘর দিতে

● ১ম পৃষ্ঠার পর

তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে অনুষ্ঠানে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে, করোনা একদিকে আশীর্বাদও হয়েছে, কারণ আমরা এ একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সব চেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তারপরেও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সব মানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে, এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। যেমন আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিল, '৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শিগগিরই আরও ১০০টি ভবন তৈরি করা হবে। আজ ১ লাখ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিলাম এবং শিগগিরই আরও ১ লাখ ঘর আমরা করে দেব।

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বটিয়াঘাটা গ্রাম, দিনাজপুরী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার আমবাগপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের হাতে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন।

পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মতো জটিল কাজ নিরলসভাবে ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময় কোনো সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি না আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলো তৈরি করেছেন, তাই সম্ভব হয়েছে এবং মানসম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আমাদের সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন এটা অতুলনীয়। আর সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সবাই সহযোগিতা করেছেন। এ একটি কাজে আমরা দেখেছি, সবার সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা সাফল্য লাভ করতে পেরেছি।

তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্প কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, যেমন বেদেদেরও আমরা ঘর করে দিচ্ছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা লক্ষ করে যাচ্ছি।

এদিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। এরই মধ্যে সারা দেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি দুই কক্ষের সেমিপাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তার সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তার ১৫(ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে যান। জাতির পিতা গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি বলেন, জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমি ও গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন এবং তার নির্দেশনাতেই ভূমি ও গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকার ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের '৯৭ পরবর্তী সময়ে চালু করা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের ঘর দেওয়ার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়।

তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য একটি অন্ধকার যুগ ছিল। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি সব কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল।

সে সময়ে বিরোধী দলে থাকলেও বিনা কারণে কারাবন্দি হওয়ার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দি হয়ে গেলাম আমি। তারপরেও আমি আশা ছাড়িনি, আল্লাহ একদিন সময় দেবে এবং এদেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারব।

তিনি ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করার পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, 'নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছিলেন বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পেরেছি এবং পুনরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম।'

করোনাভাইরাসের কারণে নিজে ভূমিহীনদের হাতে এসব দলিল হস্তান্তরকালে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু এ করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।'

আমাদের দেশের মানুষ যেন অন্ন, বস্ত্র এবং উন্নত জীবন পায় সেটা নিশ্চিত করাই জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল উল্লেখ করে তিনি '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর বিশেষ করে সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের তথাকথিত গণতন্ত্রায়নের নামে দেশের বিরাজনীতিকীকরণেরও কঠোর সমালোচনা করেন।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, একজন মিলিটারি ডিক্টেটর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল, আমাকে রাষ্ট্রপতি হলাম, আর সেটাই বৈধতা হয়ে গেল। তাঁর অনেকগুলো রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল (যুদ্ধাপরাধী এবং কারাগারে আটক খুনি অপরাধীদের) কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করায়, মানি লন্ডারিং করায়, ঋণ খেলাপি হওয়ায়, টাকা ছড়িয়ে দিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'আমি উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট' তাদের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা। তার সবকিছুকে নস্যাৎ করে রাখা এবং দুর্নীতির লোককে অধিষ্ঠিত করে দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা।

জিয়ার নির্বাচনের নামে প্রহসনের উদাহরণ টেনে 'হ্যাঁ-না' ভোটে 'না' ভোটের বাক্স না রাখা বা ১১০ শতাংশ ভোট পড়ারও অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন, যারা গণতন্ত্র নিয়ে আমাকে কথা বলেন তাদের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, এটা কি করে গণতন্ত্র হতে পারে? একটা দল হলো উর্দি পরে চলতেও শিখল না (বিএনপি) ক্ষমতায় উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দলের সৃষ্টি তারাই ক্ষমতায় কি করে আসে?

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স উপলক্ষে সারা দেশের উপজেলা প্রান্তগুলোতে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। চারটি স্থানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মতবিনিময় করলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা তাদের এবং স্থানীয় জনগণের ভিডিও বার্তা মূল অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন। নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সারা দেশের উপকারভোগীদের নিয়ে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে দেশব্যাপী মিষ্টি মুখ করানো হয় বলেও তথ্য মিলেছে।

৬৬১৮৯টি গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে আবাসন সুবিধার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকারি কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে ৬৬ হাজার ১৮৯টি বাড়ি বিতরণ উদ্বোধন করেছেন।

বিশ্বে এই প্রথম বারের মতো ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবেশীদের মধ্যে একই সঙ্গে এই বিপুল সংখ্যক গৃহ হস্তান্তর করেছে। সরকার গৃহহীন মানুষের সমস্যা মোকাবিলায় কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এটি তার ইঙ্গিত দেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষে সরকার গৃহহীন লোকদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহ নির্মাণ করেছে। আগামী মাসে গৃহহীনদের মাঝে আরো প্রায় ১ লাখ গৃহ বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে।

চিত্রে গৃহ ও ভূমিহীন পরিবারকে শেখ হাসিনার উপহার ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর

বরিশালে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক শামীম এমপি, ডুমুরিয়ায় খুলনা-৫ আসনের এমপি নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, চুয়াডাঙ্গায় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার এবং দিনাজপুর সদরে হুইপ ইকবালুর রহিম ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন • আলোকিত বাংলাদেশ

ফরিদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোস্তফা মনোয়ার, ফেনী জেলা প্রশাসক মো. ওয়াহিদুজ্জামান, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিনহাজুল ইসলাম এবং ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জোহর আলী ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন • আলোকিত বাংলাদেশ

জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক শরীফুল ইসলাম, পাবনা সদরে এমপি গোলাম ফারুক প্রিন্স, মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক মীর নাহিদ আহসান এবং পঞ্চগড়ে জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিন ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন • আলোকিত বাংলাদেশ

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম জামাল আহমদ, চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রেহাশীষ দাশ, শ্রীপুরে গাজীপুর-৩ আসনের এমপি ইকবাল হোসেন সবুজ এবং শ্রীবর্দী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিলুফা আক্তার ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন • আলোকিত বাংলাদেশ

আমাদের ভাষা গণমানুষের
মানবকণ্ঠ
রবিবার, ঢাকা ২৪ জানুয়ারি ২০২১, ১০ মাঘ ১৪২৭, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২, রেজি. নং ডিএ-১৯৭২, বর্ষ ২০ সংখ্যা ৩১৩, ১২পৃষ্ঠা, মূল্য : ৫ টাকা

(বাঁ থেকে) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের হাতে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, খুলনার ডুমুরিয়ায় ঘর পেয়ে খুশিতে আত্মহারা এক বৃদ্ধা, দলিল হাতে উপকারভোগীরা —মানবকণ্ঠ

জমি-ঘর পেয়ে আনন্দে অশ্রুধারা

নিজস্ব প্রতিবেদক

'বউ বাচ্চা লইয়া খুব শান্তিতে থাকতে পারমু'—বসবাসের জন্য সেমিপাকা ঘর উপহার পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেগাপ্লুত হয়ে এমন প্রতিক্রিয়াই জানালেন উপকারভোগীরা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শনিবার প্রথম ধাপে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর হস্তান্তরকালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উপকারভোগীদের অনেকের চোখেই ছিল আনন্দের অশ্রু'।

> 'শেখ হাসিনার উপহারে বউ বাচ্চা লইয়া খুব শান্তিতে থাকতে পারমু'

অনেকে কেঁদেছেন। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করেছেন তারা। তাদের কান্না দেখে আবেগতাড়িত হয়ে কেঁদেছেন প্রধানমন্ত্রীও। আবার উপকারভোগীদের উপস্থিত কথাবার্তা ও বিভিন্ন পরিবেশনা দেখে হেসেছেনও প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকার প্রায় ৯ লাখ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে দিচ্ছেন সেমিপাকা টিনশেড ঘর। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ প্রকল্প উদ্বোধন করেন। এ সময় ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন উপকারভোগীরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও মনোযোগ দিয়ে ঘর পাওয়া উপকারভোগীদের কথা শোনেন। খুলনার ডুমুরিয়া, নীলফামারী, সৈয়দপুর, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সঙ্গে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সে করা হয় বলে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখেন। ভিডিও কনফারেন্সে এক সঙ্গে যুক্ত থাকা সকলেই মনোযোগ সহকারে শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যার কথা শোনেন। পরে বিভিন্ন জেলার উপকারভোগীরা তাদের আবেগ প্রকাশ করেন। এ সময় খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় ঘর পাওয়া রিনা পারভীন মাইক হাতে নিয়েই কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি একজন

পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

জিয়া মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলেছে

গৃহহীনদের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করাই বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কাজ ছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারকে গতকাল শনিবার ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেয়ার অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি সেনা শাসনের সময় দেশের মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন।

সেনা শাসক জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ কি পেয়েছিল তখন? অনেকে গালভরা কথা বলে-'গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে'। গণতান্ত্রিক অধিকারটা কী? একটা মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল যে 'আজ আমি রাষ্ট্রপতি হলাম'। তারপরই সেটা গণতন্ত্র হয়ে গেল। হ্যাঁ, অনেক

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

জমি-ঘর পেয়ে আনন্দে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হতদরিদ্র মানুষ। আমি একটি জীর্ণ ঘরে থাকি। আমার স্বামী একজন দিনমজুর। নিয়মিত কাজ করতে পারে না। খেয়ে না-খেয়ে থাকতে হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষে আপনার কাছ থেকে একটি ঘর পেয়েছি, আমি অত্যন্ত খুশি। কারণ এই রকম ঘর আমি কোনোদিন তৈরি করতে পারতাম না। আমার জীবনে আল্লাহর অশেষ রহমত, আপনি আমাদের মাঝে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন।' তার বক্তব্যের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কেঁদে দেন। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে রিনা পারভীনকে কাঁদতে বারণ করেন। যারা ঘর পেয়েছেন তাদেরকে ঘরের সামনে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা।

অন্যদিকে নীলফামারী জেলা সৈয়দপুর উপজেলার উপকারভোগী আরেফিন নাহার মাইক হাতে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি ভালো আছেন?' প্রধানমন্ত্রী তার জবাব দিয়ে প্রশ্ন করেন-'খুশি?' হাসিমাখা মুখে উত্তরে আরেফিন বলেন, 'হ্যাঁ, খুশি'। তিনি আরো বলেন, 'মোদের কিছুই আছিল না। স্বামী-সন্তান নিয়ে মাইনষের জমিতে খুব কষ্টে আছুলুম। এখন তো শেখের বেটি শেখ হাসিনা জায়গা, জমি, ঘর, বাড়ি, কল, পায়খানা ইত্যাদি সবকিছুই উপহার দিছেন। স্বামী-সন্তান নিয়া সুখে থাকব। এখন খুব খুশি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তোমরা আরো দীর্ঘজীবী হউন আর এদেশের উন্নতি করুন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাগফিরাত কামনা করি।' আরেফিন আরো বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী তোমার জন্য আমরা একটা ভাওয়াইয়া গান বানাইছি, গানটা শুনেন আমরা খুব খুশি হব।' প্রধানমন্ত্রী অপরপ্রান্ত থেকে বলেন, 'শুনবো।' তারপর একটি দল হারমোনি, তবলাসহ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে একটি ভাওয়াইয়া গান করেন।

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের গৃহহীন নুরুল হুদা বলেন, 'আমি পেশায় একজন সিএনজিচালক। আপনি দয়া করে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আমাকে দুই শতক জায়গাসহ খুব সুন্দর একটি ঘর উপহার দিয়েছেন। তাতে আমি খুবই খুশি। আমি এখন আমার বউ বাচ্চা লইয়া খুব শান্তিতে থাকতে পারমু। আমি আপনার জন্য দোয়া করমু। আল্লাহ যেন আপনার হায়াত বাড়াইয়া দেয়। আমার মতো আরো যেন গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতে পারেন।'

এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার শল্লা গ্রামের উপকারভোগীরা প্রধানমন্ত্রীকে রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা গান শোনান। তার আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'গম্ভীরা তো শুনবোই। প্রথম গম্ভীরা শুনেছিলাম ১৯৭৪ সালে নাটোরে। সেখানে আব্বা (শেখ মুজিবুর রহমান) গিয়েছেন। সেই সময় নানা-নাতি এসে প্রথম গম্ভীরা শুনায়'। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরপরই নানা-নাতি একটি গম্ভীরা গান পরিবেশ করেন। গানের ভেতরে শেখ হাসিনাকে 'মাদার অব ভিটামাটি' বললে নাতি ভুল ধরে বলেন, 'মাদার অব হিউম্যানিটি'। সেই কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী হাসতে থাকেন। সেই গানে প্রধানমন্ত্রীকে 'নানি' উপাধি দেয়া হয়। নানিকে (প্রধানমন্ত্রী) চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাওয়ার দাওয়াত দেন নাতি।

উপকারভোগী শারীরিক প্রতিবন্ধী ফাতেমা বেগম বলেন, 'আমার কোনো ঠিকানা ছিল না। আজ আপনার দেয়া বাড়ি পেয়ে আমার একটা ঠিকানা হয়েছে। এই আশ্রয়ে আমার সন্তানদের নিয়ে বসবাস করতে পারব। আমি আল্লাহর কাছে অনেক প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন আপনার হায়াত বাড়িয়ে দেন। অনেকদিন জীবিত রাখেন।'

জিয়া মানুষের ভাগ্য নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল, কিন্তু দুর্নীতি করা, মানি লন্ডারিং করা, ব্যাংকে ঋণ খেলাপ করার সুযোগ করে দিল। টাকা ছাপিয়ে নিয়ে এসে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম'—সে কথাও শোনাল। 'আই ইউল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর পলিটিশিয়ানস'—এ কথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছে। জিয়াউর রহমানের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা।'

এর মধ্যে খুলনার ডুমুরিয়া, নীলফামারী, সৈয়দপুর, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মতবিনিময় করেন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সে করা হয় বলে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

বিএনপির গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, 'এদেশের মানুষকে দারিদ্র্য থেকে দরিদ্রতর রাখা আর মুষ্টিমেয় লোকদের টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের তার ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, মেধাবী ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথে ঠেলে দেয়া। নির্বাচনের নামে প্রহসন সৃষ্টি করা। যারা গণতন্ত্রের জন্য এত কথা বলেন, তাদের কাছে একটাই প্রশ্ন, এটা কী করে গণতন্ত্র? একটা দল হল, হাঁটতে-চলতেও শিখল না। ক্ষমতায় বসে, ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দলের সৃষ্টি, সে ক্ষমতায় আসে আর মানুষ পায় না এটা হয় কখনো? দেশের মানুষকে কিভাবে শোষণ করা যায়, অধিকার কেড়ে নেয়া যায়, তাই চলেছে ২১ বছর। জিয়ার পরে এরশাদ এসেছে, খালেদা জিয়া এসেছে, প্রত্যেকেরই একই চরিত্র।'

আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে দেশ পরিচালনার সুযোগ করে দেয়ায় জনগণকে ধন্যবাদ জানান সরকারপ্রধান। তিনি বলেন, 'আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের জনগণকে, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলেন বলেই ১৯৯৬ এ আমরা ক্ষমতায় আসতে পারি। জনগণই আন্দোলন করে খালেদাকে ক্ষমতা থেকে সরায়। আমাদের অগ্রাধিকার ছিল খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা। এরপর ২০০১ থেকে ২০০৮ আমাদের জন্য ছিল অন্ধকার যুগ। ২০০৮-এর নির্বাচনে আবার জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিল। সেদিন জনগণের ভোট পেয়েছিলাম বলেই থমকে থাকা প্রকল্পগুলো আবার শুরু করতে পারি।'

মুজিববর্ষে গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর উপহার বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উৎসব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'আজকে এটাই সবচেয়ে বড় উৎসব, এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের হতে পারে না।'

ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এসব পরিবারকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন ৪৯২টি উপজেলার মানুষ। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যখন এই মানুষগুলো এই ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা-মার আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে। কারণ এসব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তো ছিল আমার বাবার লক্ষ্য।' তিনি বলেন, 'খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজে আপনাদের হাতে জমির দলিল তুলে দিই। কিন্তু করোনা ভাইরাসের জন্য হলো না। তারপরেও আমি মনে করি, দেশ ডিজিটাল হয়েছে বলেই এভাবে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমরা প্রত্যেক শ্রেণির জন্য কাজ করছি। সব মানুষকেই জন্য ঠিকানা করে দেবো, এটাই আমার লক্ষ্য।'

মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন ঘোষণার ধারাবাহিকতায় পৌনে ৯ লাখ গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে প্রথমে ৬৬ হাজার ১৮৯টিকে ঘরের মালিকানা দেয়া হলো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এক দিনে এত মানুষকে ঘর দিতে পারলাম, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহারা থাকবে না। যাদের গৃহ নেই তাদের ঘর করে দিতে পারা অসাধ্য সাধন করতে পারলাম, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর হতে পারে না।'

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই এত বড় অসাধ্য সাধন হয়েছে। প্রশাসন যারা আছেন, তারা সরাসরি কাজগুলো করেছেন বলে এত দ্রুত হয়েছে। এত অল্প সময়ে এত ঘর করে দেয়া সম্ভব হয়েছে। বিশ্বে একসঙ্গে এত মানুষকে ঘর দেয়া নজিরবিহীন।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা আশ্রয়ণের সঙ্গে বেদে দলিত হিজড়াদের ঘর করে করে দিয়েছি।' উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জেলায় উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন। এ সময় জানানো হয়, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলা হচ্ছে।

১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতির দায়িত্বভার নিয়ে দেশে ফিরে আসার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি এক রকম জোর করে শুধু মানুষের কথা ভেবে এবং মানুষের শক্তি নিয়েই আমি দেশে ফিরি। আমার কেউ ছিল না। আমার কোথাও কোনো থাকার ঘরও নেই। কোথায় যেয়ে উঠব তাও আমি জানি না। আমি কীভাবে চলব তাও আমি জানি না। কিন্তু আমার কেবলই একটা কথা মনে হচ্ছিল আমাকে যেতে হবে। যেতে হবে এই কারণে, এই যে মিলিটারি ডিক্টেকটরদের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে আমার দেশের মানুষ তাদের মুক্তি দিতে হবে। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তার জন্য কাজ করতে হবে। আর এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। যা আমার বাবা চেয়েছিলেন। সেই একটি আদর্শ সামনে নিয়েই আমি কিন্তু ফিরে আসি।' তিনি বলেন, 'আমি কখনো আমার ছোট ফুফুর বাড়ি, কখনো মেজো ফুফুর বাড়ি; এ রকমভাবে দিন কাটাই। কিন্তু আমার লক্ষ্য একটাই সামনে ছিল, আমি কী পেলাম, না পেলাম সেটা বড় কথা না। কিন্তু দেশের মানুষের জন্য কতটুকু কী করব? আমি সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরেছি, দেখেছি বাংলাদেশের মানুষের কী অবস্থা, সুখ-দুঃখ হাহাকার!' আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসাবে সারাদেশে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষের দুঃখ দুর্দশার চিত্র দেখার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'জনগণ কী দুর্ভাগ্যে পড়েছিল। কারণ জাতির পিতা সব পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। গৃহহীনদের ঘর দেবেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে হাসপাতাল করে স্বাস্থ্যসেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন। মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। মানুষ একটি সুন্দর জীবন পাবে। এটি তো ছিল জাতির পিতা শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।'

দৈনিক
খবর
THE DAILY KHABAR

রেজিঃ নং ডিএ-৩৯৮ ঃ ৪৪ বর্ষ, ২০৯ সংখ্যা ঃ ঢাকা, রোববার ঃ ১০ মাঘ, ১৪২৭ বাংলা ঃ ১০ জমাদিউস সানি, ১৪৪২ হিজরী ঃ ২৪ জানুয়ারি, ২০২১ ইং ঃ ৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫ টাকা।

'গৃহহীনদের ঘর উপহার সবচেয়ে বড় উৎসব'

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মুজিববর্ষে গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর উপহার বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উৎসব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারের হাতে শনিবার ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, "আজকে এটাই সবচেয়ে বড় উৎসব, এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের হতে পারে না।" ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এসব পরিবারকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন ৪৯২টি উপজেলার মানুষ। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যখন এই মানুষগুলো এই ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা-মার আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে। কারণ এসব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তো ছিল আমার বাবার লক্ষ্য।" তিনি বলেন, "খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল, নিজে আপনাদের হাতে জমির দলিল তুলে দিই। কিন্তু করোনাভাইরাসের জন্য হল না। তারপরও আমি মনে করি, দেশ ডিজিটাল হয়েছে বলেই এভাবে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমরা প্রত্যেক শ্রেণির জন্য কাজ করছি। সব মানুষকেই জন্য ঠিকানা করে দেবো, এটাই আমার লক্ষ্য।" মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন ঘোষণার ধারাবাহিকতায় পৌনে ৯ লাখ গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে প্রথমে ৬৬ হাজার ১৮৯টিকে ঘরের + পাতা ২ : কলাম ২

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সারাদেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন -খবর

দেশজুড়ে আনন্দধারা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিষট্টি হাজারের বেশি পরিবারকে গৃহ উপহার দেওয়ায় জেলা জেলায় বইছে আনন্দধারা। তালিকাভুক্ত প্রায় নয় লাখ পরিবারের মধ্যে প্রথম দফায় জমিসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘরের মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া হয় শনিবার। দুই শতক জায়গার উপর নিয়ে দুইটি শোবার ঘর, রান্নাঘর ও বাথরুম। ইটের দেয়াল, উপরে টিনের চাল। আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর প্রতিটি ঘরের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এক লাখ ৭৫ হাজার টাকা। এ বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধিরা-

বাগেরহাট : পরের জমিতে ঘর বেঁধে স্ত্রী সন্তান নিয়ে বাস করা বাগেরহাট সদর উপজেলার শ্রীঘাট গ্রামের তরিকুল ইসলামের কথায় উঠে আসে কীভাবে [illegible] জুটল এ ঘর। তিনি বলেন, একদিন এলাকায় মাইকের শব্দ কানে এল। বলা হচ্ছিল, যাদের জমি নাই, ঘরও নাই তাদের ঘর দেওয়া হবে। তাদের নির্ধারিত দিনে ইউনিয়ন পরিষদে যেয়ে নামের তালিকা জমা দিতে বলা হয়। "আমি এই সংবাদ পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদে যেয়ে আমার নাম জমা দেই। এরপর একদিন ইউনিয়নের সব ভূমি ও গৃহহীনদের উপস্থিতিতে প্রশাসন লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে। ওই লটারিতে আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়।" ভ্যানরিকশা চালক তরিকুল আরও বলেন, স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে আমার ছোট্ট সংসার। লটারিতে নিজের একটা স্থায়ী বাসস্থান জুটে যাওয়ায় আমি দারুণ খুশি। বাগেরহাটের ডিসি ফয়জুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করেছেন। তারই অংশ হিসেবে বাগেরহাট জেলার নয়টি উপজেলায় ৪৩৫টি পরিবার এ ঘর পাবে। "এরমধ্যে আমরা আজ শনিবার জেলার ৩৩৮টি পরিবারকে ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ঘরগুলো তৈরির কাজ চলছে। খুব শিগগির তা হস্তান্তর করা হবে।" উল্লেখ্য, বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলায় ১৯৭টি, বাগেরহাট সদরে ৫৪টি, কচুয়ায় ৩৬টি, রামপালে ১০টি, মোংলায় ৫০টি, মোল্লাহাটে ৩৫টি, চিতলমারিতে ১৭টি, ফকিরহাটে ৩০টি এবং মোরেলগঞ্জে ৬টি পরিবার এ ঘর পাচ্ছে।

যশোর : যশোরে আটটি উপজেলায় প্রথম ধাপে ৬৬৬টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জমিসহ ঘর প্রদান করা হয়েছে। শনিবার হাতে জমিসহ নতুন ঘর পেয়ে উচ্ছ্বসিত সুবিধাভোগীরা 'মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ায়' প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যশোরের আট উপজেলায় এক হাজার ৭৩টি পরিবারকে জমিসহ নতুন ঘর দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শনিবার প্রথম ধাপে ৬৬৬টি পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হলো। বাকি ৪০৭ পরিবারকে দ্রুত জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে যশোর সদর উপজেলায় ২৯০টি, ঝিকরগাছায় ১৯টি, চৌগাছায় ২৫টি, মণিরামপুরে ১৯৯টি, অভয়নগরে ৫৭টি, কেশবপুরে ১২টি ও শার্শা উপজেলায় ৫০টি জমিসহ ঘর বুঝে পেয়েছেন সুবিধাভোগীরা। উপকারভোগী শাহিনুর বেগম বলেন, "আমার জায়গা জমি ছিল না। পরের বাড়ি কাজকর্ম করতাম ও ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। এখন আমাদের মা জননী হাসিনা জায়গা দিয়েছে, ঘর দিয়েছে- আমি তাতে অনেক খুশি। তার জন্য নামাজ পড়ে মোনাজাত করব। আমাদের মতো গরিবদের পাশে যেন সে সারা জীবন থাকতে পারে। আমাদের চোখের পানিটা যেন মুছে যায়। দোয়া + পাতা ২ : কলাম ১

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর হস্তান্তর

গতকাল শনিবার প্রথম ধাপে ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বঙ্গবন্ধু কন্যার উপহারের ঘর পেলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে সেসব ঘর সুবিধাভোগীদের কাছে হস্তান্তর করেন। সারাদেশের ন্যায় উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা-উপজেলারও ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে এসব ঘর বিতরণ করা হয়। খবর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর ও ছবি :

লালমনিরহাট : লালমনিরহাটে গতকাল শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনের পর গৃহহীনদের কাছে ঘর [illegible]

● কাহালু (বগুড়া)

● পত্নীতলা (নওগাঁ)

চারঘাট (রাজশাহী) : রাজশাহীর চারঘাটের মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে নতুন ঘর। প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প দুর্যোগ সহনীয় গৃহনির্মাণের [illegible] কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারদের জন্য সরকারি খাস জমিতে গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। উপজেলার চারঘাট ইউনিয়নে ৪টি, নিমপাড়া ইউনিয়নে ৫টি, সরদহ ইউনিয়নে ৪টি ও শলুয়া ইউনিয়নে ২টি 'ক' শ্রেণিভুক্ত পরিবারদের পুনর্বাসনের জন্য প্রতিটি পরিবারকে ২ শতাংশ জমি বন্দবস্ত দিয়ে এই জমির উপর পাকা ঘর তৈরি করে দেয়া হচ্ছে। এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা সামিরা বলেন, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য ১৫টি আধাপাকা ঘর বরাদ্দ পেয়েছি। নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্মাণকৃত ঘরের চাবি ও বন্দোবস্তকৃত জমির দলিল প্রকৃত ভূমিহীন পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। উপজেলা চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম বলেন, সারা দেশের ন্যায় এই উপজেলায় কেউ গৃহহীন থাকবে না। মুজিব শতবর্ষে গৃহহীনদের মাঝে ঘর প্রদানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর করা নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলায় গৃহহীনদের মাঝে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে প্রথম পর্যায়ে [illegible] ভূমিহীন পরিবার জমি ও ঘর পাচ্ছেন। জমির দলিলসহ নতুন ঘর দুইরুম বিশিষ্ট আগামীকাল উদ্বোধন শেষে ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাফিউর আলম এ [illegible]

[illegible]

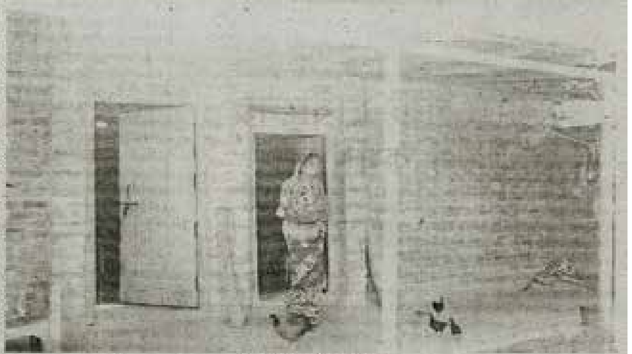

● ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর)

● চারঘাট (রাজশাহী)

[illegible]

গৃহহীনদের ঘর

মালিকানা দেওয়া হল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একদিনে এত মানুষকে ঘর দিতে পারলাম, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি- এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহারা থাকবে না। যাদের গৃহ নেই তাদের ঘর করে দিতে পারা অসাধ্য সাধন করতে পারলাম, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর হতে পারে না।" এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, "প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই এত বড় অসাধ্য সাধন হয়েছে। প্রশাসন যারা আছেন, তারা সরাসরি কাজগুলো করেছেন বলে এত দ্রুত হয়েছে। এত অল্প সময়ে এত ঘর করে দেয়া সম্ভব হয়েছে। সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছেনবিশ্বে একসাথে এত মানুষকে ঘর দেয়া নজিরবিহীন।" শেখ হাসিনার পছন্দ করা নকশায় নির্মাণ করা হয়েছে এই প্রকল্পের বাড়ি। প্রতিটি ঘরে থাকছে দুটি শয়ন কক্ষ, একটি লম্বা বারান্দা, একটি রান্নাঘর ও একটি টয়লেট। এসব ঘরের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা। পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তারা শুধু ঘর নয়, সঙ্গে পাচ্ছেন ভূমির মালিকানাও। প্রত্যেককে তার জমি ও ঘরের দলিল নিবন্ধন ও নামজারিও করে দেয়া হচ্ছে। দেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে এর আগে এত মানুষকে এক দিনে সরকারি ঘর হস্তান্তর করা হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিশ্বে এর আগে এক দিনে এত বেশি ঘর বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা আশ্রয়ণের সাথে বেদে দলিত হিজড়াদের ঘর করে করে দিয়েছি।" উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জেলায় উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন। এসময় জানানো হয়, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলা হচ্ছে।

জিয়ার কাজ ছিল মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করাই বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কাজ ছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারকে শনিবার ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি সেনা শাসনের সময় দেশের মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ কি পেয়েছিল তখন? অনেকে গালভরা কথা বলে- গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকারটা কী? একটা মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল যে 'আজ আমি রাষ্ট্রপতি হলাম'। তারপরই সেটা গণতন্ত্র হয়ে গেল। হ্যাঁ, অনেকগুলি রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল, কিন্তু দুর্নীতি করা, মানি লন্ডারিং করা, ব্যাংকে ঋণ খেলাপ করা। টাকা ব্যাংক হাপিয়ে নিয়ে এসে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' সে কথা শোনালো, এবং 'আই উইল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর পলিটিশিয়ান' একথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছে। জিয়াউর রহমানের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা।" বিএনপির গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, "এদেশের মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্র রাখা আর মুষ্টিমেয় লোকদের টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে তার ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, মেধাবী ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথে ঠেলে দেওয়া। নির্বাচনের নামে প্রহসন সৃষ্টি করা। যারা গণতন্ত্রের জন্য এত কথা বলেন, তাদের কাছে একটাই প্রশ্ন, এটা কী করে গণতন্ত্র? একটা দল হল, হাঁটতে-চলতেও শিখল না। ক্ষমতায় বসে, ক্ষমতার +পাতা ২ : কলাম ৩

জিয়ার কাজ ছিল

উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দলের সৃষ্টি, সে ক্ষমতায় আসে আর মানুষ পায় না এটা হয় কখনও? দেশের মানুষকে কিভাবে শোষণ করা যায়, অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়, তাই চলেছে ২১ বছর। জিয়ার পরে এরশাদ এসেছে, খালেদা জিয়া এসেছে, প্রত্যেকেরই একই চরিত্র।" আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে দেশ পরিচালনার সুযোগ করে দেওয়ায় জনগণকে ধন্যবাদ জানান সরকার প্রধান।" তিনি বলেন, "আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের জনগণকে, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলেন বলেই ১৯৯৬ এ আমরা ক্ষমতায় আসতে পারি। জনগণই আন্দোলন করে খালেদাকে ক্ষমতা থেকে সরায়। আমাদের অগ্রাধিকার ছিল খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা। এরপর ২০০১ থেকে ২০০৮ আমাদের জন্য ছিল অন্ধকার যুগ। ২০০৮ এর নির্বাচনে আবার জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিল। সেদিন জনগণের ভোট পেয়েছিলাম বলেই থমকে থাকা প্রকল্পগুলো আবার শুরু করতে পারি।"

দেশজুড়ে আনন্দধারা

করি প্রধানমন্ত্রী সারা পৃথিবীর কাছে সম্মান পায়।" হাবিল উদ্দীন নামে অপর একজন সুবিধাভোগী বলেন, "আমাদের সংসারে পাঁচজন লোক। মাঠে ঘাটে কাজ করে খাই। আমার কোনো জমি নেই। প্রধানমন্ত্রী জমি দেছে, ঘর দেছে। এ পেয়ে আমি খুব খুশি। বিনামূল্যে জমি-ঘর পাবো কোনোদিন ভাবিনি।" স্বপন শেখ নামে আরেকজন বলেন, "আমার বাড়ি রূপদিয়া। আমরা পরের ভিটায় থাকি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমারে জমিসহ ঘর দেছে। আমার সন্তানদের নিয়ে পরের জমিতে থাকতি হবে না। এখন আমি আর ভূমিহীন ঘরহীন না। আমি প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি যেন মানুষের কল্যাণে আরো কাজ করতে পারেন।"

চাঁদপুর : উপহার পেয়ে খুবই আনন্দিত চাঁদপুর সদরের উপকারভোগীরা। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে উপকারভোগী মেঘনাথ ত্রিপুরা বলেন, "ঘর পেয়ে খুবই খুশি হলাম। আমার ঘর বাড়ি ছিল না। প্রধানমন্ত্রী দেয়ার কারণে আমার এখন সবকিছুই হল।" আরেক উপকারভোগী সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার ঘর-বাড়ি নদীতে পাঁচবার ভাঙ্গা দিয়েছে। এরপর একজায়গায় আশ্রয় নিয়ে ছিলাম। এখন পরিবার পরিজন নিয়ে মাথা গোজার ঠাঁই হয়েছে। হাবিবুর রহমান বলেন, শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রধামন্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। রাস্তার মাটি কাটার শ্রমিক চামেলী গৃহহীন ত্রিপুরা বলেন, স্বামীর রোজগার দিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটিয়েছি। এখন নিজেও কাজ করি। সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের বাসিন্দা পিংকি রানী ত্রিপুরা বলেন, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাথা গোজার ঠাঁই ছিল না। প্রধামন্ত্রী ঘরের ব্যবস্থা করায় তাকে ধন্যবাদ জানাই। চাঁদপুরে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পেয়েছেন ১১৫টি পরিবার।

দৈনিক
সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক
২৪ জানুয়ারি ২০২১ | ১০ মাঘ ১৪২৭ | ১০জমাঃ সানি ১৪৪২ | বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৪, ৮ পৃষ্ঠা, ৳৫ | রোববার
www.dailysokalersomoy.com | dailysokalersomoy@gmail.com | / dailysokalersomoy

বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন

এম. শাহজাহান

দেশের প্রায় ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বাড়ি করে দিয়েছে সরকার। সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন বলেন, 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।

শনিবার সকালে এসব বাড়ি হস্তান্তর করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একযোগে এতগুলো পরিবারকে ঘর উপহার দেয়া বিশ্বে একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর দেয়াই মুজিববর্ষের সবচেয়ে বড় উৎসব। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তিতে দেশের একটি পরিবারও ভূমিহীন-গৃহহীন থাকবে না বলেও জানান শেখ হাসিনা। দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য আবাসন নিশ্চিত করার সরকারি উদ্যোগ হিসেবে এই ঘর উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

দুই শতাংশ করে জমি রেজিস্ট্রেশনসহ এই ঘর হস্তান্তর করা হয়। দেশের ৪৯২ উপজেলায় এই কার্যক্রম স্থানীয় ভাবে সমন্বয় করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ

❑ পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শনিবার মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৪৯২টি উপজেলায় একযোগে সংযুক্ত হয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারের হাতে সেমিপাকা বাড়ি চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উদ্বোধনের পর নিজ নিজ উপজেলায়র নির্বাহী কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে গৃহহীনদের হাতে জমি ও সেমিপাকা বাড়ির দলিল তুলে দেন - পিআইডি

- উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে
- ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বাড়ি উপহার
- গৃহহীনদের নতুন ঘর মুজিববর্ষের সবচেয়ে বড় উৎসব
- প্রতিটি মানুষের জন্য আবাসন নিশ্চিত করবে সরকার
- মোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবার ঘর পাবে

বিশ্বের ইতিহাসে

হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স যুক্ত হন।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষে একসঙ্গে এতগুলো মানুষকে ঘর দেয়ার উৎসবের চেয়ে আর বড় কোন উৎসব হতে পারে না। আজ আমার জন্য আনন্দের দিন। যেসব মানুষের ঠিকানা ছিল না, ঘর ছিল না, তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই দিতে পারছি।

আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের মোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২ টি পরিবারকে ঘর করে দেবে সরকার। দারিদ্র্য বিমোচনে ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে সরকারের এমন উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পাকা বাড়ি পেল ৭০ হাজার পরিবার : মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা বড় আনন্দের।

শেখ হাসিনা বলেন, আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এ গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।

এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়াও দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি পরিবারের জন্য ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে সেমিপাকা বাড়ি। প্রতিটি বাড়িতে থাকছে দুটি শোবার ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা ইউটিলিটি রুম, একটি করে বারান্দা ও টয়লেট। ইটের দেয়াল, কংক্রিটের মেঝে এবং রঙিন টিনের ছাউনি ছাড়াও প্রতিটি ঘরে থাকবে ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা।

জানা গেছে, প্রথম ধাপে 'ক' শ্রেণিভুক্ত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে দুই শতাংশ খাস জমি দিয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। 'ক' শ্রেণিভুক্ত এমন পরিবারের সংখ্যা (জুন ২০২০ পর্যন্ত) ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি। আর 'খ' শ্রেণিভুক্ত অর্থাৎ যার ১-১০ জমি আছে কিন্তু ঘর নেই বা ঘর আছে খুবই জরাজীর্ণ এমন পরিবারের সংখ্যা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি। 'ক' ও 'খ' দুই শ্রেণিতে মোট পরিবারের সংখ্যা ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২।

দেশের একটি মানুষও গৃহহীন বা ভূমিহীন থাকবে না এমন ঘোষণা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। ২০২০ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুজিবর্ষে দেশের কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না।

সরকার সকল ভূমিহীন, গৃহহীন মানুষকে ঘর তৈরি করে দেবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসনের কাছে নির্দেশনা পাঠানো হয়। সে অনুযায়ী শুরু হয় প্রতিটি অঞ্চলে গৃহহীনদের তালিকা তৈরির কাজ। তালিকা তৈরি শেষে শুরু হয় করে বাড়ি নির্মাণের কাজ। এরইমধ্যে প্রায় ৭০ হাজার বাড়ির কাজ শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শতনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ২০২১, ১০ মাঘ ১৪২৭, ১০ জমাঃ সানি ১৪৪২ রোববার রেজি নং-ডিএ ৬৩৮৫, বর্ষ ২১, সংখ্যা ২৪, পৃষ্ঠা ১২, মূল্য ৫ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -ভোরের দর্পণ

সবচেয়ে বড় উৎসব

গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ●

মুজিববর্ষে গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর উপহার বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উৎসব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারের হাতে শনিবার ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, আজকে এটাই সবচেয়ে বড় উৎসব, এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের হতে পারে না। গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এসব পরিবারকে ঘরের চবি বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন ৪৯২টি উপজেলার মানুষ। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের। আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন এই মানুষগুলো এই ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা-মার আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে। কারণ এসব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তো ছিল 'আমার বাবার লক্ষ্য"। তিনি বলেন, খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজে আপনাদের হাতে জমির দলিল তুলে দিই। কিন্তু করোনাভাইরাসের জন্য হল না। তারপরেও আমি মনে করি, দেশ ডিজিটাল হয়েছে বলেই এভাবে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমরা প্রত্যেক শ্রেণির জন্য কাজ করছি। সব মানুষকেই জন্য ঠিকানা করে দেবো, এটাই আমার লক্ষ্য। মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন ঘোষণার ধারাবাহিকতায় পৌনে ৯ লাখ গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে প্রথমে ৬৬ হাজার ১৮৯টিকে ঘরের মালিকানা দেওয়া হল। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের এই 'মুজিববর্ষ ভিলেজ'-এ ভূমিহীন-গৃহহীন ২৫টি পরিবার পেয়েছেন তাদের স্বপ্নের বাড়ি। তাদের অনেকেই বসতবাড়ি হারিয়েছিলেন 'ঘোড়াউত্রা' নদীর ভাঙনে। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের এই 'মুজিববর্ষ ভিলেজ'-এ ভূমিহীন-গৃহহীন ২৫টি পরিবার পেয়েছেন তাদের স্বপ্নের বাড়ি। তাদের অনেকেই বসতবাড়ি হারিয়েছিলেন 'ঘোড়াউত্রা' নদীর ■ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সবচেয়ে বড় উৎসব

প্রথম পাতার পর

ভাঙনে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক দিনে এত মানুষকে ঘর দিতে পারলাম, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহারা থাকবে না। যাদের গৃহ নেই তাদের ঘর করে দিতে পারা অসাধ্য সাধন করতে পারলাম, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর হতে পারে না। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই এত বড় অসাধ্য সাধন হয়েছে। প্রশাসন যারা আছেন, তারা সরাসরি কাজগুলো করেছেন বলে এত দ্রুত হয়েছে। এত অল্প সময়ে এত ঘর করে দেয়া সম্ভব হয়েছে। সফলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছেনবিশ্বে একসাথে এত মানুষকে ঘর দেয়া নজিরবিহীন। শেখ হাসিনার পছন্দ করা নকশায় নির্মাণ করা হয়েছে এই প্রকল্পের বাড়ি। প্রতিটি ঘরে থাকছে দুটি শয়ন কক্ষ, একটি লম্বা বারান্দা, একটি রান্নাঘর ও একটি টয়লেট।

এসব ঘরের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা। পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তারা শুধু ঘর নয়, সঙ্গে পাচ্ছেন জমির মালিকানাও। প্রত্যেকের স্বামী স্ত্রী উভয়ের নামে নিবন্ধন ও নামজারি করে দেয়া হচ্ছে। দেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে এর আগে এত মানুষকে এক দিনে সরকারি ঘর হস্তান্তর করা হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিশ্বে এর আগে এক দিনে এত বেশি ঘর বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা আশ্রয়ণের সাথে বেদে দলিত হিজড়াদের ঘর করে করে দিয়েছি। উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জেলায় উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন।

রোববারের
দৈনিক জনতা
দলনিরপেক্ষ সংবাদপত্র
৮ পৃষ্ঠা ৫ টাকা
ঢাকা, রোববার
২৪ জানুয়ারি ২০২১
১০ মাঘ ১৪২৭
১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২
রেজিস্ট্রেশন-ডিএ ৫৯৬, ৩৭ বর্ষ, ২১৫ সংখ্যা
www.djanata.com

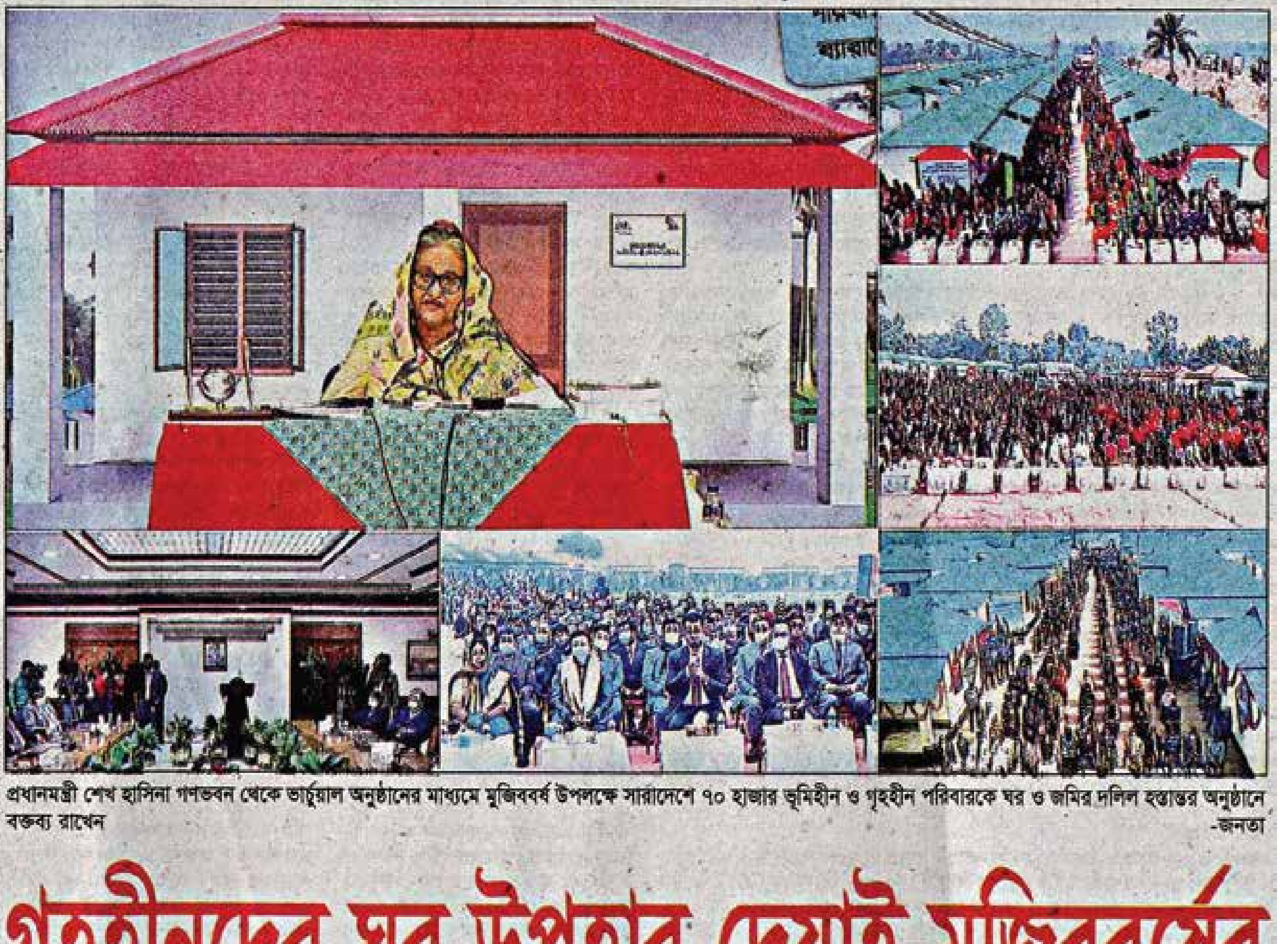

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন -জনতা

গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়াই মুজিববর্ষের সবচেয়ে বড় উৎসব : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোন উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। শেখ হাসিনা গতকাল শনিবার সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীণ ও গৃহহীণ পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে আরো বলেন, এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীণদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেয়া হবে যাতে দেশের একটি লোক ও গৃহহীন না থাকে।' যাতে তারা উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দিব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারী বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীণ-গৃহহীণ পরিবারকে অনুষ্ঠানে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সাথে ৩ হাজার ৭শ' ১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে। শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে, করোনা এক দিকে আশির্বাদও হয়েছে কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়া) নজর

»২ পৃষ্ঠায় ১ম কলাম দেখুন

গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়াই মুজিববর্ষের

দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সব চেয়ে বড় উৎসব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরেও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা-যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে। শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহিদ রক্ত দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাঁদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরনার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিল, '৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদেরকেও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শীঘ্রই আরো ১শ'টি ভবন তৈরী করা হবে। আজ এক লাখ ৬৬ হাজার ১৮৯ টি ঘর করে দিলাম এবং শীঘ্রই আরো এক লাখ ঘর আমরা করে দেব। অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঠালতলা গ্রাম, নীলফামারি জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদেও সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরীর মত জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তাঁর দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোন দেশে কোন সময় কোন সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি-না আমার জানা নেই। যেহেতু যাঁরা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলোর তৈরি করেছেন তাই সম্ভব হয়েছে এবং মান সম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, আমাদের সরকারী কর্মচারিরা যেভাবে সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন এটা অতুলনীয়। আর সেই সাথে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সকলে সহযোগিতা করেছেন। এই একটি কাজে আমরা দেখেছি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি। তিনি বলেন, এই প্রকল্পে কোন শ্রেনী বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেনীকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেনীর জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরী করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেনীর মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তাঁর ১৫(ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে যান। জাতির পিতা গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমান লক্ষীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমি ও গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশনাতেই ভূমি ও গৃহহীণ, ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকার ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের '৯৭ পরবর্তী সময়ে চালু করা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের ঘর দেয়ার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময় বাংলাদেশের জন্য একটি অন্ধকার যুগ ছিল। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্যের কারণে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সে সময়ে বিরোধী দলে থাকলেও বিনাকারণে কারাবন্দী হওয়ার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দি হয়ে গেলাম আমি। তারপরেও আমি আশা ছাড়িনি, আল্লাহ একদিন সময় দেবে এবং এদেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো। তিনি ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয় যুক্ত করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুণরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম। করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বের স্থবিরতায় ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি। আমাদের দেশের মানুষ যেন অন্ন, বস্ত্র এবং উন্নত জীবন পায় সেটা নিশ্চিত করাই জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল উল্লেখ করে তিনি ৭৫ পরবর্তি সরকার গুলোর বিশেষ করে সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের তথাকথিত গণতন্ত্রায়নের নামে দেশের বিরাজনীতি করনের ও কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একজন মিলিটারি ডিক্টেটর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল আজকে রাষ্ট্রপতি হলাম, আর সেটাই গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ অনেকগুলো রাজনৈতিকক দল করার সুযোগ করে দিল (যুদ্ধাপরাধী এবং কারাগারে আটক খুনী অপরাধীদের) কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করার, মানি লন্ডারিং করার, ঋণ খেলাপি হওয়ার, টাকা ছাপিয়ে নিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' বা 'আই উইল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'- তাদের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলার। আর দরিদ্রকে দরিদ্র করে রাখা এবং মুষ্টিমেয় লোককে অর্থবিত্ত করে দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা। জিয়ার নির্বাচনের নামে প্রহসনের উদাহরণ টেনে 'হ্যাঁ-না' ভোটে 'না' ভোটের বাক্স না রাখা বা ১১০ শতাংশ ভোট পড়ারও অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন, যারা গণতন্ত্র নিয়ে আজকে কথা বলেন তাদের কাছে আমার এটাই প্রশ্ন এটা কি করে গণতন্ত্র হতে পারে? একটা দল হলো হাটতে চলতেও শিখলোনা (বিএনপি) ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দলের সৃষ্টি তারাই ক্ষমতায় কি করে আসে? প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের দরবারের সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে যেন চলতে পারি, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ সময় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলায় সকলের দোয়া এবং সহযোগিতার প্রত্যাশাও পুনর্ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স উপলক্ষে সারাদেশের উপজেলা প্রান্তগুলোতে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। চারটি স্থানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মতবিনিময় করলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তাঁদের এবং স্থানীয় জনগণের ভিডিও বার্তা মূল অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন। নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারাদেশের উপকারভোগীদের নিয়ে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে দেশব্যাপী মিষ্টি মুখ করানো হয় বলেও খবর পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ
নাসিমা খান মন্টি সম্পাদিত সাধারণের সংগ্রামী সংবাদপত্র, অমুনাফামুখী উদ্যোগ

e-mail: news@amadernotunshomoy.com
ads@amadernotunshomoy.com
news@amadershomoy.com

আমাদের নতুন সময়

রোববার ● ২৪ জানুয়ারি ২০২১ ● ১০ মাঘ ১৪২৭ ● ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২

৯ম বর্ষ ● সংখ্যা ২৮০ ● পৃষ্ঠা ৮ ● মূল্য ৩ টাকা

দেশের ৪৯২টি উপজেলায় পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৭০ হাজার গৃহহীনকে ঘর বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী, মুজিববর্ষে এই উপহার পেয়ে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন

[১] মুজিব বর্ষ ভূঞাপুরে উপহারের ঘর পেয়েছে ৮২ পরিবার

আব্দুল লতিফ : [২] মুজিব শতবর্ষের উপহার টাঙ্গাইলে ভূঞাপুরে ঘর পেল ৮২ টি গৃহহীন পরিবার। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে উপজেলায় ৬টি ইউনিয়নে যাদের জমি আছে ঘর নেই এরকম ১১০টি পরিবারকে এই ঘর উপহার দেওয়া হবে। ১১০টি ঘরের মধ্যে ৮২টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ায় আজ ২৩ জানুয়ারি [৩] শনিবার সকাল ১১ টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে সরাসরি ভার্চ্যুয়াল প্রোগ্রামের মাধ্যমে গৃহহীন পরিবারের মাঝে এই ঘরগুলো বিতরণ করা হয়। [৪] জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, যাদের ভূমি ও ঘর নেই তাদের জমিসহ ঘর দেওয়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এই কর্মসূচির আওতায় টাঙ্গাইলের ১২টি উপজেলায় সরকারিভাবে ১ হাজার ১৭৪টি পরিবারের মাঝে ঘর দেওয়া হবে। [৫] এছাড়াও টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগ, সংসদ সদস্য, উপজেলা আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান, ধর্নাঢ্য ও সরকারি চাকুরীজীবীরা মিলে আরো ১০০টি ঘর দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ভূঞাপুর উপজেলার ১১০টি ঘর দেওয়া হবে। [৬] প্রতিটি ঘর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। প্রতিটি ঘরে দুইটি বেডরুম, একটি বারান্দা, একটি কিচেন, একটি ইউটিলিটি রুম এবং একটি টয়লেট থাকবে। আজ মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার পাকা ঘর পেয়ে খুশিতে আত্মহারা গৃহহীনরা। [৭] উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. ঈশরাত জাহান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী সততা ও আন্তরিকতার সাথে ঘরের কাজের তদারকি করা হচ্ছে। এখানে অনিয়ম করার কোন সুযোগ নেই। যাদের ভূমি ও ঘর নেই এবং যারা প্রকৃতভাবে ঘর পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই এই ঘরগুলো উপহার দেওয়া হচ্ছে। [৮] উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, উপজেলায় ৬টি ইনিয়নের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ১১০টি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। এদের মধ্যে শনিবার ৮২টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। দ্রুত গতিতে কাজ এগিয়ে চলছে, অন্যান্যগুলো সেগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হলেই হস্তান্তর করা হবে। [৯] উপজেলা অডিটোরিয়ামে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম এডভোকেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. ঈশরাত জাহান, সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো. আসলাম হোসাইন। এ সময় ৮২জন পরিবারের মাঝে ঘরের কবুলিয়াত দলিল হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের সংগ্রামে নিবেদিত দৈনিক

আমাদের অর্থনীতি

রোববার | ১৫ তম বর্ষ • সংখ্যা ১৭১ • ২৪ জানুয়ারি ২০২১ • ১০ মাঘ ১৪২৭ • ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ | পৃষ্ঠা ৮ • মূল্য ৩ টাকা

করোনার মধ্যেও বিশ্বে প্রথমবারের মত এ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বত্র প্রশংসিত

ঘর হলো ৪৯২ উপজেলার ৭০ হাজার পরিবারের

প্রিয়াংকা আচার্য্য : বিশ্বে প্রথমবারের মতো প্রায় ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর দিলো কোনও দেশের সরকার। অনন্য এ দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো আমাদেরই দেশে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী থেকে ভার্চুয়ালি এই গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সরকার গৃহহীন লোকদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহগুলো নির্মাণ করেছে। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অধীনস্থ আশ্রয়ন প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য এই ব্যারাক নির্মাণ করছে।

দেশের ৪৯২ উপজেলার ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয় এসব ঘর। যারা প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাচ্ছেন তাদের চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তারা। আমাদের প্রতিনিধিরা সরেজমিনে তাদের প্রতিক্রিয়া তাদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রতিনিধি তৌহিদুর রহমান নিটোল জানান, ৬৫ বছরের মনোয়ারা বেগমের বাস কসবার বেলতলী গ্রামে। দিনমজুর স্বামী মৃত্যুর আগে রেখে কিছুই রেখে যাননি। ৩০ বছর ধরে অন্যের বাড়ি কাজ করে মনোয়ারা বেগম ছেলেকে বড় করেছেন বোনের বাড়িতে থেকে। এখন ছেলে ফোরকান মিয়া কুমিল্লায় কাঠমিস্ত্রীর কাজ করলেও সংসারে টান পড়ে। তাই মনোয়ারাকেও মানুষের বাড়িতে কাজ করে যেতে হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার দেয়া

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যপূরণে সহায়ক হবে এ কার্যক্রম

ড. আতিউর রহমান

হলো গৃহহীন এই মনোয়ারা বেগমকে। আধা পাকা দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর পেয়ে যারপরনাই খুশি তার পরিবার। বাড়িটি তার কাছে হস্তান্তরের পর কান্নাজড়িত কণ্ঠে মনোয়ারা বেগম বলেন, 'এত দিন আরেকজনের জাগাত আছিলাম। অহন নিজের জাগাত থাকুম। দোয়া করতাছি, মুজিবের ঝিরে আল্লাহ ভালা রাউক।' চট্টগ্রামের রাউজান থেকে প্রতিনিধি কামরুল হাসান জানান, শনিবার সকালে স্থানীয় চেয়ারম্যান ভুপেশ বড়ুয়ার কাছ থেকে বাগোয়ান গ্রামের বিধবা ফটো বড়ুয়া প্রধানমন্ত্রীর উপহার গ্রহণ করেন। প্রবীণ এ নারী আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, 'একটি বাড়ি না থাকার যে ব্যথা তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন। তাই আমার মতো অসহায়দের তিনি মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। আমার দুই সন্তানের জন্য একটা স্থায়ী ঠিকানা পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত।'

চএদিকে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, 'মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না- সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শনিবার প্রথম পর্যায়ে সারাদেশে ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর দিয়েছে সরকার।'

'সারা দুনিয়াতে এটি প্রথম ঘটনা এবং একমাত্র ঘটনা একসঙ্গে বিনে পয়সায় এতো ঘর করে দেওয়া। মাদার অব হিউম্যানিটি সারা দুনিয়াতে একটি নজির স্থাপন করলেন। আগামী ১ মাসের মধ্যে আরও ১ লাখ ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হবে।'

দেশের অর্থনীতিতে গৃহহীনদের মাঝে ঘর বিতরণের এমন উদ্যোগের প্রভাব কী পরবে তা জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, 'এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি মনে করি, মুজিববর্ষের সবচেয়ে অর্থবহ উপহার এটি। কারণ একটি বাড়ি শুধু থাকার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল না, এটি কর্মসৃজনেরও কারখানা।' 'দেখা গেছে, যে মানুষগুলো থাকার জায়গা পেতো না তারা কাজেরও সংস্থান পেতো না। এরা এখন নিজেদের ঘরকে কাজের জায়গাতে পরিণত করতে পারবে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় বাসায়

এরপর পৃষ্ঠা ২, সারি ১

ঘর হলো ৪৯২ উপজেলার ৭০ হাজার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বসে আয় করা যায় এমন কাজের দিকেই মানুষ বেশি ঝুঁকছে। যেমন- নকশী কাঁথা, মাশরুম চাষ ইত্যাদি ঘরে বসেই করা যায়। সুতরাং প্রায় ১০ লাখ লোকের এ ধরনের কাজ করার সুযোগ তৈরি হলো।'

'দারিদ্র্য শুধু মাত্র টাকার অভাব না। এর বহুমাত্রিক দিক আছে। খাবারের অভাব, থাকার, চিকিৎসার, মর্যাদার অভাব এগুলো সব মিলিয়েই দারিদ্র্য। এক্ষেত্রে গৃহহীনদের মাঝে গৃহ দেওয়ার কার্যক্রম টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে বড় একটা সহায়ক হবে।' প্রসঙ্গত, দেশে ঘর ও জমি নেই এমন পরিবার আছে ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১। ভিটেমাটি আছে, ঘর জরাজীর্ণ কিংবা ঘর নাই এমন পরিবার ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। মুজিববর্ষ উপলক্ষে যে তালিকা করা হয়েছে সব মিলিয়ে সেই তালিকায় ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২ পরিবার রয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্ন অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ঋণপ্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা এবং আয় বাড়ে এমন কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। উল্লেখ্য, প্রতিটি ঘর দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এতে দুটি রুম ছাড়াও সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে। পুরো ঘরটি নির্মাণের জন্য খরচ ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এবং মালামাল পরিবহনের জন্য ৪ হাজার টাকা দেওয়া হবে প্রতি পরিবারকে।

প্রকাশনার ৪৫ বছর

দৈনিক

করতোয়া

জনগণের আপনজন

ঢাকা সংস্করণ

The Daily Karatoa

১২ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

৪৫তম বর্ষ • সংখ্যা ১৬৪ • বগুড়া রোববার ১০ মাঘ ১৪২৭ • ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি • ২৪ জানুয়ারি ২০২১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গতকাল মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন -করতোয়া

মুজিববর্ষে এটিই সবচেয়ে বড় উৎসব : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর ঘর উপহার

দেশজুড়ে আনন্দধারা

করতোয়া ডেস্ক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিয়াত্তর হাজারের বেশি পরিবারকে গৃহ উপহার দেওয়ায় জেলা জেলায় বইছে আনন্দধারা। তালিকাভুক্ত প্রায় নয় লাখ পরিবারের মধ্যে প্রথম দফায় জমিসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘরের মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া হয় শনিবার। দুই শতক জায়গার উপর নিয়ে দুইটি শোবার ঘর, রান্নাঘর ও বাথরুম। ইটের দেয়াল, উপরে টিনের চাল। আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর প্রতিটি ঘরের জন্য বরাদ্দ (৭ পৃঃ ১ কঃ দ্রঃ)

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা অফিস : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মুজিববর্ষে আমাদের অনেক কর্মসূচি ছিল। করোনাভাইরাসের কারণে সেগুলি আমরা করতে পারিনি । কিন্তু আজকে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব এটাই যে, গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে আমরা ঘর দিতে পারলাম। এর থেকে বড় উৎসব বাংলাদেশে আর কিছু হতে পারে না।

গতকাল শনিবার সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ সব কথা বলেন। একসাথে সর্বমোট ৬৯ হাজার ৯০৪ জন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদানের ঘটনা বিশ্বে এটিই প্রথম। যার মাধ্যমে মুজিববর্ষে পিতার স্বপ্ন পূরণের সারথী হিসাবে আরেকটি মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে (২ পৃঃ ৬ কঃ দ্রঃ)

মুজিববর্ষে এটিই সবচেয়ে

(প্রথম পাতার পর)

উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনি ঘোষণা শেষে প্রধানমন্ত্রী গণভবন প্রান্ত থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পাশাপাশি মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় মুজিববর্ষে গৃহহীন-ভূমিহীনদের জমিসহ ঘর উপহার দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারের সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, যারা আশ্রয়ণ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িৎ ছিলেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এদেশের কোনো শ্রেণির মানুষ কিন্তু বাদ যাচ্ছে না। বেদে শ্রেণিকে ঘর করে দিচ্ছি। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হিজড়াদের আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি, তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যারা দলিত শ্রেণি বা ঢাকার সুইপার কলোনিতে থাকত তাদের জন্য ভালো এবং আধুনিক বাসভবন তৈরি করে দিচ্ছি আমরা।'

তিনি বলেন, 'একটা ঠিকানা সমস্ত মানুষের জন্য করে দিবো। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যখন এই মানুষগুলি নিজেদের ঘরে থাকবে, তখন আমার বাবা-মা যারা সারাজীবন ত্যাগ স্বীকার করেছেন দেশের জন্য, তাদের আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মা শান্তি পাবে।' 'এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই তো ছিল আমার বাবার একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এতো অল্প সময়ে এতোগুলি পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিচ্ছি। আর এই শীতের মধ্যে সকলে অন্তত ভালভাবে থাকতে পারবেন' বলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। 'আমরা তো আমাদের যারা রিফিউজি তাদের জন্য ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। ১৯৯১ সালে যখন খালেদা জিয়া ক্ষমতায় সেই সময় কক্সবাজার খুরুশকুলে যারা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তাদেরও আমি ফ্ল্যাট করে দিয়েছি। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্থ তাদের জন্যও ঘর করে দিয়েছি এবং আরও ঘর তৈরি হবে।' খুব শিগগিরই আরও ১০০টা বিল্ডিং সেখানে তৈরি হবে বলেও অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখানে আমরা ৬৬ হাজার ১৮৯টা ঘর করে দিলাম, আমরা আরও এক লাখ ঘর তৈরির কাজ খুব শিগগিরই শুরু করব। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশে কোনো লোক গৃহহারা থাকবে না। মুজিববষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলি আমরা করতে পারিনি করোনার কারণে। করোনা আমাদের জন্য যেমন অভিশাপ নিয়ে এসেছে আবার এই একদিকে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কারণ এই একটি কাজের দিকেই নজর দিতে পেরেছি। আমাদের আজকে এটাই বড় উৎসব যে গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে আমরা ঘর দিতে পারলাম, এর থেকে বড় উৎসব আর কিছু বাংলাদেশে হতে পারে না।' প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে দোয়া কামনা করে বলেন, 'শুধু দোয়া চাই আপনাদের। যেন এদেশটাকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষ যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারে। তাদের জীবন যেন উন্নত হয়। বিশ্ব দরবারে আমরা বাঙালি হিসাবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে যেন চলতে পারি, সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।' এরপর সংশি-ষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুজিববর্ষে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের ঘরসহ জমি উপহার দেওয়ার কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। তার পক্ষে সংশি-ষ্ট সকলকে সারাদেশে গৃহহীন-ভূমিহীনদের একক ঘরের দলিল, খতিয়ান, ঘর দেওয়া সনদ হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারাই আমার পক্ষ থেকে সব গৃহহীন ভূমিহীন মানুষকে তাদের দলিল হস্তান্তর করে দেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'আজ আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের। আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরিব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।' এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়া দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ন প্রকল্পের তৈরি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

দেশজুড়ে আনন্দধারা

(প্রথম পাতার পর)

বাগেরহাট : বাগেরহাটের ডিসি ফয়জুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করেছেন। তারই অংশ হিসেবে বাগেরহাট জেলার নয়টি উপজেলায় ৪৩৩টি পরিবার এ ঘর পাবে। এরমধ্যে আমরা শনিবার জেলার ৩৩৮টি পরিবারকে ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ঘরগুলো তৈরির কাজ চলছে। খুব শিগগির তা হস্তান্তর করা হবে।

যশোর : যশোরে আটটি উপজেলার প্রথম ধাপে ৬৬৬টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জমিসহ ঘর প্রদান করা হয়েছে। শনিবার হাতে জমিসহ নতুন ঘর পেয়ে উচ্ছ্বসিত সুবিধাভোগীরা 'মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ায়' প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যশোরের আট উপজেলায় এক হাজার ৭৩টি পরিবারকে জমিসহ নতুন ঘর দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শনিবার প্রথম ধাপে ৬৬৬টি পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হলো। বাকি ৪০৭ পরিবারকে দ্রুত জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

চাঁদপুর : উপহার পেয়ে খুবই আনন্দিত চাঁদপুর সদরের উপকারভোগীরা। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে উপকারভোগী মেঘনাথ ত্রিপুরা বলেন, 'ঘর পেয়ে খুবই খুশি হলাম। আমার ঘর বাড়ি ছিল না। প্রধানমন্ত্রী দেয়ার কারণে আমার এখন সবকিছুই হল।' আরেক উপকারভোগী সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার ঘর-বাড়ি নদীতে পাঁচবার ভাঙা দিয়েছে। এরপর একজায়গায় আশ্রয় নিয়ে ছিলাম। এখন পরিবার পরিজন নিয়ে মাথা গোজার ঠাঁই হয়েছে। চাঁদপুরে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পেয়েছেন ১১৫টি পরিবার।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গা জেলায় জমি ও ঘর পেয়েছে ১৩৪ গৃহহীন পরিবার। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে ভূমি ও ঘরহীনদের জমির দলিল ও ঘরের চাবি হস্থান্তর করা হয়। জেলার চারটি উপজেলার মধ্যে সদরের ৩৪, আলমডাঙ্গার ৫০, দামুড়হুদার ৩২ ও জীবননগরের ১৮ পরিবারকে দেওয়া হয় আধাপাকা নতুন ঘর। চুয়াডাঙ্গা ডিসি নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, এক হাজার ১৩১ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমি দেয়া হবে। মুজিববর্ষের মধ্যেই নির্ধারিত ভূমিহীন ও গৃহহীনরা ঘর পাবেন।

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের ছয়টি উপজেলার ৫০৮ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার শনিবার ঘর পেয়েছে। 'ক' শ্রেণির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫০৮টি পরিবার পাবে দুই শতাংশ জমির দলিল এবং এক লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যায়ে নির্মিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট আধাপাকা ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়। এ ৫০৮টি গৃহের মধ্যে সদর উপজেলায় ১০০টি, গজারিয়া উপজেলায় ১৫০টি, লৌহজং উপজেলায় ১৪৩টি, সিরাজদিখান উপজেলায় ২৫টি, টঙ্গীবাড়ি উপজেলায় ২০টি, শ্রীনগর উপজেলায় ৭০টি পরিবার জমির দলিলসহ এসব ঘর পেয়েছে। ঠিকানা বিহীন পরিবারগুলো স্থায়ী ঠিকানা পাওয়ায় আনন্দে বিভোর এখন।

রাঙামাটি : ডিসি মামুনুর রশিদ জানান, রাঙামাটির ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৬৮টি পরিবারকে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় রাঙামাটি সদর উপজেলায় ৬০, কাপ্তাই উপজেলায় ৩০, রাজস্থলী উপজেলায় ৬২, বরকল উপজেলায় ১৯, বাঘাইছড়ি উপজেলায় ৩৫, লংগদু উপজেলায় ৩৪ ও নানিয়ারচর উপজেলায় ২৮টিসহ ২৬৮টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাঙামাটি জেলায় ৭৩৬টি বসত-ঘর নির্মাণের বরাদ্দ এসেছে। প্রথম ধাপে আমরা 'ক'শ্রেণির (জমি নেই, ঘর নেই) ২৬৮টি পরিবার ঘর বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাকি ঘরগুলোও নির্মাণাধীন রয়েছে।

টাঙ্গাইল : এ জেলার ১২টি উপজেলার ৬০৭টি পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর কবুলিয়ত দলিলসহ নব-নির্মিত বাসগৃহ পেয়েছেন বলে টাঙ্গাইলের ডিসি ড. মো. আতাউল গণি জানিয়েছেন। টাঙ্গাইল জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে উপকারভোগীদের হাতে দলিল তুলে দেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়া : কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার ১৫৭টি পরিবার শেখ হাসিনার উপহার জমিসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর পেয়েছেন। উপকারভোগীদের এসব ঘরের চাবি, জমির কাগজ বুঝিয়ে দেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এ উপলক্ষে সকালে মিরপুর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১০ মাঘ ১৪২৭, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ রেজি: নং ডিএ ঢাকা-৬২৪০, বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৫৩ | ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

The Daily Protidiner Sangbad • www.protidinersangb

প্রতিদিনের সংবাদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করেন 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে ভূমি-গৃহহীন পরিবারকে ঘর বিতরণ • পিএমও

৬৬,১৮৯ পরিবার পেল জমি ও ঘর

মুজিববর্ষে ঘর উপহার বড় উৎসব : প্রধানমন্ত্রী

• নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। মুজিববর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। আজ আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন, কারণ একদিনে এত ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দিতে পেরেছি। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভূমি-গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ঘর বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এ দিন তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলা ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো সরাসরি সম্প্রচার করে। এ দিন ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমি-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়া হয় এবং ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক ■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

'হাসিনা আমারো শান্তি দিছে, আল্লাহ তারেও যেন শান্তিতে রাহে'

• প্রতিদিনের সংবাদ ডেস্ক

আয়মন বেগম, বয়স ৭০। স্বামী মারা গেছেন ২০ বছর আগে। ঘর নেই, বাড়ি নেই। থাকেন অন্যের বাড়িতে। দুই ছেলে আছে, পেশায় দিনমজুর। নিজেদের সংসার চলে না অজুহাতে খোঁজ নেন না মায়ের। তাই জীবিকার তাগিদে আয়মন বেছে নিয়েছেন মাটিকাটা শ্রমিকের কাজ। ভাঙা ঘরে ঝড়-বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় তাকে। নতুন ঘর তোলা দূরে থাক, ভাঙা ঘর মেরামত করারই সামর্থ্য নেই তার। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার পাকা ঘর আর দুই শতাংশ জমি পেয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার নদীসুকা গ্রামের এই বৃদ্ধা। চোখের কোণে জমে ওঠা জল মুছতে মুছতে আয়মন বলেন, 'হাসিনা আমারো শান্তি দিছে, আল্লাহ তারেও যেন শান্তিতে রাহে (রাখে)।' তবে এমন অনুভূতি শুধু এই আয়মনের নয়; দেশের ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সদস্যদেরও। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, 'মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই উদ্যোগ পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।' একসঙ্গে 'এত পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটিই প্রথম। কোনো ঠিকাদার ছাড়া মাত্র তিন মাসে উপজেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঘরগুলোর নির্মাণকাজ শেষ হয়। এক মাসের মধ্যে আরো এক লাখ ঘরের নির্মাণকাজ শেষ হবে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন জেলা প্রতিনিধিরা–

মানিকগঞ্জ : জেলা প্রশাসক এস এম ফেরদৌস বলেন, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলার সাত উপজেলায়ই ঘর নির্মাণের এই মহাকর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার ভূমি (এসি ল্যান্ড) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের তদারকিতে আশ্রয়হীন মানুষের এই স্বপ্ননীড় গড়ে উঠেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ কাজে সমানভাবে ভূমিকা রেখেছেন।'

বাগেরহাট : পরের জমিতে ঘর বেঁধে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাস করা বাগেরহাট সদর উপজেলার শ্রীঘাট গ্রামের তরিকুল ইসলামের কথায় উঠে আসে কীভাবে তার ভাগ্যে জুটল এ ঘর। তিনি বলেন, 'এক দিন এলাকায় মাইকের শব্দ কানে এলো। বলা হচ্ছিল, যাদের জমি নেই, ঘরও নেই তাদের ঘর দেওয়া হবে। তাদের নির্ধারিত দিনে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে নামের তালিকা জমা দিতে বলা হয়। আমি এই সংবাদ পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে আমার নাম জমা দিই। এরপর এক দিন ইউনিয়নের সব ভূমি ও গৃহহীনদের উপস্থিতিতে প্রশাসন লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে। ওই লটারিতে আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়।' ভ্যানচালক তরিকুল আরো বলেন, 'স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে আমার ছোট সংসার। লটারিতে নিজের একটা স্থায়ী বাসস্থান জুটে যাওয়ায় আমি দারুণ খুশি।'

বাগেরহাটের ডিসি ফয়জুল হক বলেন, জেলার ৩৩৬টি পরিবারকে ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ঘরগুলো তৈরির কাজ চলছে। শিগগিরই তা হস্তান্তর করা হবে। উপকূলীয় বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলায় ১৯৭টি, বাগেরহাট সদরে ৫৪, কচুয়ায় ৩৬, রামপালে ১০, মোংলায় ৫০, মোল্লাহাটে ৩৫, চিতলমারীতে ১৭, ফকিরহাটে ৩০ এবং মোরেলগঞ্জে ছয়টি পরিবার এ ঘর পাচ্ছে।

যশোর : যশোরে আটটি উপজেলায় প্রথম ধাপে ৬৬৬টি পরিবারকে জমিসহ ঘর দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার হাতে জমিসহ নতুন ■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঘর পেয়ে অনেকের চোখে পানি

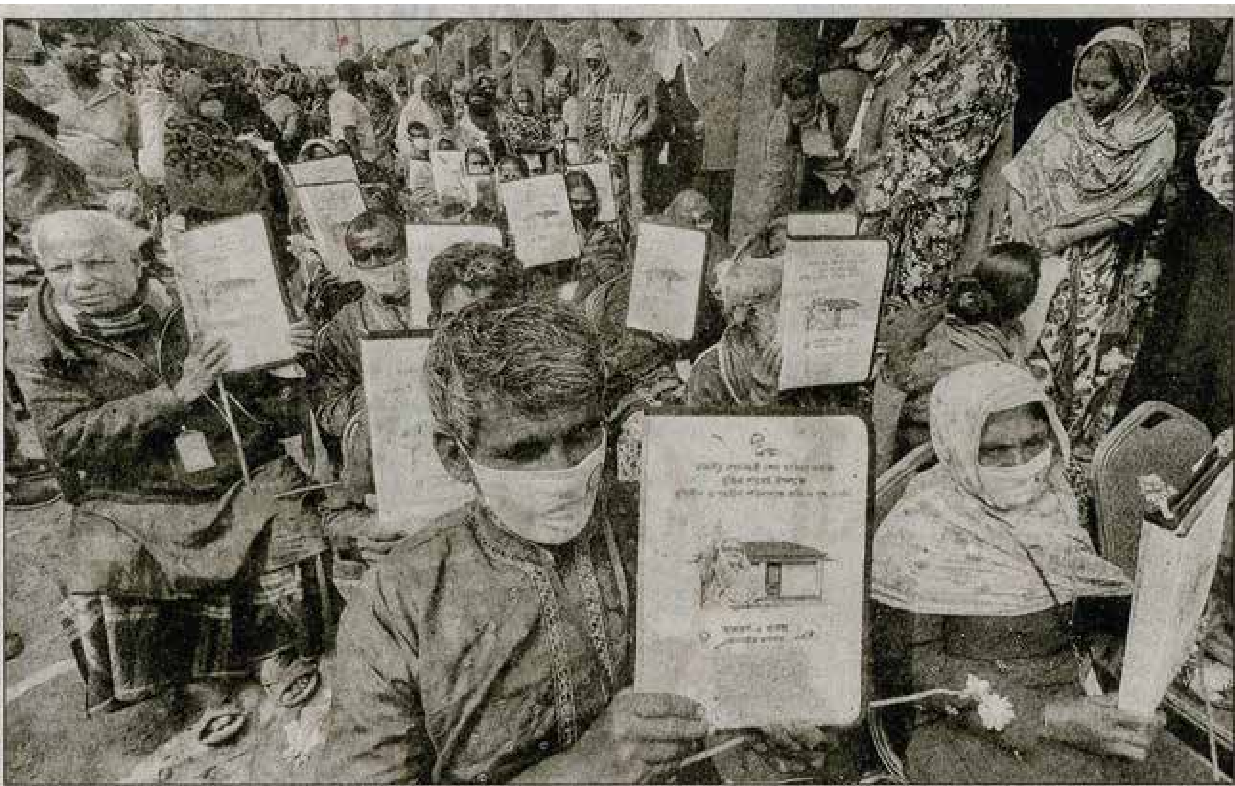

'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ঘরসহ জমির দলিল পেল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলার ১৪০ পরিবার ● প্রতিদিনের সংবাদ

মুজিববর্ষে ঘর উপহার বড় উৎসব

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনাভাইরাসের কারণে করতে পারিনি। তবে এই মহামারি একদিকে আশীর্বাদও হয়েছে। কারণ আমরা গৃহহীনদের ঘর করে দেওয়ায় নজর দিতে পেরেছি। আজ এটাই আমাদের সব চেয়ে বড় উৎসব।

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বের স্থবিরতায় ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইচ্ছা ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিল তুলে দেব। কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে; তারপরেও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সব মানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা-যারা সারাটা জীবন এ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবার একমাত্র লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিল, ৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শিগগিরই আরো ১০০ ভবন করা হবে। এছাড়া শিগগিরই আরো এক লাখ ঘর আমরা করে দেব।

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম; নীলফামারির সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম; হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপকারভোগীদের বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মতো জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তার দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কিনা আমার জানা নেই। সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তার সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তার ১৫(ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে যান। জাতির পিতা গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমি ও গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন এবং তার নির্দেশনাতেই ভূমি ও গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।

এ দিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমি-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১ জেলার ৩৬ উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। এরই মধ্যে সারা দেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমি-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে দুই শতক জমির রেজিস্টার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি দুই রুমের সেমিপাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে।

'হাসিনা আমারো শান্তি দিছে, আল্লাহ তারেও

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘর পেয়ে উচ্ছ্বসিত সুবিধাভোগীরা 'মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ায়' প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যশোরের আট উপজেলায় ১ হাজার ৭০টি পরিবারকে জমিসহ নতুন ঘর দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শনিবার প্রথম ধাপে ৬৬৩টি পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়া হলো। বাকি ৪০৭ পরিবারকে দ্রুত জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে যশোর সদর উপজেলায় ২৯০টি, ঝিকরগাছায় ১৯, চৌগাছায় ২৫, মনিরামপুরে ১৯৯, অভয়নগরে ৫৭, কেশবপুরে ১২ ও শার্শা উপজেলায় ৫০টি জমিসহ ঘর বুঝে পেয়েছেন সুবিধাভোগীরা।

উপকারভোগী শাহিনুর বেগম বলেন, 'আমার জায়গাজমি ছিল না। পরের বাড়ি কাজকর্ম করতাম ও ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। এখন আমাদের মা জননী হাসিনা জায়গা দিয়েছেন, ঘর দিয়েছেন, আমি তাতে অনেক খুশি। তার জন্য নামাজ পড়ে মোনাজাত করব। আমাদের মতো পরিবারের পাশে যেন তিনি সারাজীবন থাকতে পারেন। আমাদের চোখের পানিটা যেন মুছে যায়। দোয়া করি প্রধানমন্ত্রী সারা পৃথিবীর কাছে সম্মান পান।'

চাঁদপুর : চাঁদপুরে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পেয়েছে ১১৫টি পরিবার। উপহার পেয়ে খুবই আনন্দিত চাঁদপুর সদরের উপকারভোগীরা। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে উপকারভোগী মেঘনাথ ত্রিপুরা বলেন, 'ঘর পেয়ে খুবই খুশি হলাম। আমার ঘর-বাড়ি ছিল না। প্রধানমন্ত্রী দেওয়ার কারণে আমার এখন সবকিছুই হলো।'

আরেক উপকারভোগী সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'আমার ঘর-বাড়ি নদীতে শতবার ভাঙা দিয়েছে। এরপর এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। এখন পরিবার পরিজন নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে।' হাবিবুর রহমান বলেন, 'শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি।' রাস্তার মাটিকাটার শ্রমিক চামেলী গৃহহীন ত্রিপুরা বলেন, 'স্বামীর রোজগার দিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটিয়েছি। এখন নিজেও কাজ করি।'

সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের বাসিন্দা পিংকি রানী ত্রিপুরা বলেন, 'পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। প্রধানমন্ত্রী ঘরের ব্যবস্থা করায় তাকে ধন্যবাদ জানাই।'

নওগাঁ : নওগাঁয় ১ হাজার ৫৬টি পরিবার পেল ঘর। নওগাঁ সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপকারভোগীদের মাঝে ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করা হয়। নওগাঁ জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ বলেন, জেলায় 'ক' ও 'খ' শ্রেণির গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৮ হাজার ৪৯৩টি। প্রথমপর্যায়ে জেলার ১ হাজার ৫৬টি পরিবারকে দুই শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্ত-পূর্বক গৃহ দেওয়া হচ্ছে। অন্যের বাড়িতে ও রাস্তার পাশে ঝুপড়ি ঘরে, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা, দিনমজুর, ভিক্ষুক ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ভিক্ষুক পরিবার ৩১টি, প্রতিবন্ধী ১৫, অন্যের বাড়িতে-রাস্তার পাশে ও খোলা জায়গায় ঝুপড়ি ঘরে থাকা ১১, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা ৫৫, দিনমজুর ১২, আদিবাসী ৯১ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবার রয়েছে ৭৩টি।

মান্দা উপজেলার ভূমিহীন তাহমিনা বেগম অন্যের জায়গায় বেড়ার ঘর করে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে। তিনি বলেন, এখন নতুন বাড়িতে স্বামী-সন্তান নিয়ে উঠব। সুবেলা ঘুমুতো খেয়ে ঘুমাতে পারব নিশ্চিন্তে।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গা জেলায় জমি ও ঘর পেয়েছে ১৩৪ গৃহহীন পরিবার। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে ভূমি ও ঘরহীনদের জমির দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়। জেলার চারটি উপজেলার মধ্যে সদরের ৩৪, আলমডাঙ্গার ৫০, দামুড়হুদার ৩২ ও জীবননগরের ১৮ পরিবারকে দেওয়া হয় আধাপাকা নতুন ঘর।

চুয়াডাঙ্গা ডিসি নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, ১ হাজার ১৩১ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়া হবে। মুজিববর্ষের মধ্যেই নির্ধারিত ভূমিহীন ও গৃহহীনরা ঘর পাবেন। শুরুতে দেওয়া হয়েছে ১৩৪ পরিবারকে।

ঘর পেয়ে আলোকদিয়া ইউনিয়নের হাতিকাটা গ্রামের রেহেনা বেগম বলেন, 'আমরা সরকারি জমিতে থাকতাম। এখন ঘর ও নিজের জমি হলো। খুব ভালো লাগছে। কল (টিউবওয়েল) পোঁতা হলে এবং বিদ্যুৎলাইন দিলে তাড়াতাড়িই ওই ঘরে উঠব।'

হাতিকাটা গ্রামের ইকরামুল হক জানান, 'আর ভাই তরিকুল ঘর পেয়েছে। আমরা খুবই খুশি। পাকা ঘরে থাকা যাবে।'

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের ছয়টি উপজেলার ৫০৮ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার গতকাল শনিবার ঘর পেয়েছে। 'ক' শ্রেণির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫০৮টি পরিবার পাবে দুই শতাংশ জমির দলিল এবং ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুই কক্ষের আধাপাকা ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

এই ৫০৮টি গৃহের মধ্যে সদর উপজেলায় ১০০টি, গজারিয়া উপজেলায় ১৫০, লৌহজং উপজেলায় ১৪০, সিরাজদিখান উপজেলায় ২৫, টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ২০, শ্রীনগর উপজেলায় ৭৩টি পরিবার জমির দলিলসহ এসব ঘর পেয়েছে। ঠিকানাবিহীন পরিবারগুলো স্থায়ী ঠিকানা পাওয়ায় আনন্দে বিভোর এখন।

জয়পুরহাট : মুজিববর্ষ উপলক্ষে জয়পুরহাটে ১৬০টি পরিবারের মধ্যে জমি ও গৃহ দেওয়া হয়েছে। জেলার পাঁচটি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ১৬০টি পরিবারের মধ্যে নবনির্মিত এসব গৃহের দলিল হস্তান্তর করা হয়।

রাঙামাটি : ডিসি মামুনুর রশিদ জানান, রাঙামাটির ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৬৮টি পরিবারকে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় রাঙামাটি সদর উপজেলায় ৬০, কাপ্তাই উপজেলায় ৩০, রাজস্থলী উপজেলায় ৬২, বরকল উপজেলায় ১৯, বাঘাইছড়ি উপজেলায় ৩৫, লংগদু উপজেলায় ৩৪ ও নানিয়ারচর উপজেলায় ২৮টিসহ ২৬৮টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

দিনাজপুর : ভূমিহীন ও গৃহহীন জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'র আওতায় দিনাজপুরের ১৩ উপজেলায় ৩ হাজার ২২টি পরিবারকে ঘরের চাবি দেওয়া হয়েছে।

ডিসি মাহমুদুল আলম বলেন, প্রথমপর্যায়ে ৪ হাজার ৪৭৬টি পরিবার বাড়ি পাবেন। তবে নির্মাণ শেষ করা ৩ হাজার ২২ জনকে শনিবার ঘর দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ঘর নির্মাণ শেষ হলেই পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হবে।

টাঙ্গাইল : এ জেলার ১২ উপজেলার ৬০৭টি পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর কবুলিয়তে দলিলসহ নবনির্মিত বাসগৃহ পেয়েছেন বলে টাঙ্গাইলের ডিসি ড. মো. আতাউল গনি জানিয়েছেন। টাঙ্গাইল জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে উপকারভোগীদের হাতে দলিল তুলে দেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়া : কুষ্টিয়ার ৬ উপজেলার ১৫৭টি পরিবার শেখ হাসিনার উপহার জমিসহ দুই কক্ষের ঘর পেয়েছেন। উপকারভোগীদের এসব ঘরের চাবি, জমির কাগজ বুঝিয়ে দেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

জেলা প্রশাসন থেকে জানা যায়, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ প্রথম ধাপে কুষ্টিয়ার ১৫৭টি গৃহহীন পরিবারের মধ্যে সদর উপজেলায় ১টি, মিরপুর উপজেলায় ৫৬টি এবং ভেড়ামারা উপজেলায় ১০০টি ঘর দেওয়া হয়েছে।

খুলনা : ৯২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের প্রত্যেককে দুই শতক জমি এবং একটি করে সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মুজিববর্ষে ২১ উপজেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্প গ্রামে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৯২২ পরিবারের মধ্যে তেরখাদা ৪০টি, দিঘলিয়া ৭০, ডুমুরিয়া ১৪০, ফুলতলা ৪০, রূপসা ৭২, পাইকগাছা ২২০, বটিয়াঘাটা ১৫০, কয়রা ৫০, দাকোপে ১৪০টি পরিবার জমি ও ঘর পেয়েছে। এই ৯২২ পরিবারের প্রধানদের মধ্যে ৫৭০ দিনমজুর, ৩২ শ্রমিক, ৩ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ২০১ কৃষক, ৫৮ গৃহিণী, ৪ প্রতিবন্ধী, ২৮ ভ্যানচালক, ১২ ভিক্ষুক এবং অন্যান্য ১৪ জন।

রংপুর ব্যুরো : রংপুরে ৮১৯টি গৃহহীন পরিবারকে দেওয়া হলো ঘর। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঘর উপহার পেয়ে অনেক খুশি এসব পরিবার। চলতি মাসে বাকি ৪৬৪ পরিবারকে দেওয়া হবে স্বপ্নপূরণের ঘর। জেলায় ১ হাজার ২৭৩টি ঘর পাবে ভূমিহীন পরিবার। ঘর-জমি বিদ্যুৎ পেয়ে অত্যন্ত খুশি ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবার দিয়া রানি মহন্ত। প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়াও করলেন তিনি। তার ভাষা, কোনোদিন ভাবিনি এ রকম পাকা বাড়ি এবং সুন্দর ঘরে থাকব।

জেলা প্রশাসক আসিব আহসান জানান, প্রথম পর্যায়ে ৮১৯ ঘর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকিদের দেওয়া হবে। জেলায় ৬ হাজার পরিবারকে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে ঘর।

অনুষ্ঠানে ছিলেন গঙ্গাচড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রুহুল আমিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাসলীমা বেগম, ভাইস চেয়ারম্যান সাজু মিয়া লাল, রাবিয়া বেগম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শরিফুল ইসলাম, গঙ্গাচড়া মডেল থানার ওসি সুশান্ত কুমার সরকার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম প্রমুখ।

দৈনিক
দিনকাল
THE DAILY DINKAL
মূল্য ৫ টাকা
দেশ ও জনগণের কথা বলে
রেজি. নং ডিএ ৭০১ ■ বর্ষ ৩৫ ■ সংখ্যা ১৩৬ ■ রবিবার ১০ মাঘ ১৪২৭ ■ ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ ❑ Sunday 24 January 2021 ■ www.dainikdinkal.com ■ www.dinkal

৭০ হাজার গৃহহীনকে ঘর উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী

দিনকাল রিপোর্ট

মুজিববর্ষে গৃহহীনদের ঘর ও জমি দিতে পারাই সবচেয়ে বড় উৎসব। ৭০ হাজার পরিবারকে ঘর ও জমি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গতকাল সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দুই শতাংশ জমির মালিকানাসহ বিনামূল্যে দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর পেলেন গৃহহীনরা। একই সাথে ব্যারাকের মাধ্যমে ২১ জেলার ৩৬টি উপজেলায় তিন হাজারেরও বেশি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী মাসে আরও ১ লাখ ঘর বরাদ্দ দেয়া হবে। মুজিববর্ষে ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে কেউ গৃহহীন থাকবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা নিজের সবচেয়ে বড় আনন্দের। মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্প ২-এর আওতায় প্রায় ৯ লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে। এ মাসে ৭০ হাজারের পাশাপাশি আগামী মাসে আরও ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে। আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরিব অসহায় মানুষকে নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।

ঘর হস্তান্তরের সময় লাইভে সংযুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা প্রশাসন। পাশাপাশি দেশের সব উপজেলাই অনলাইনে এ অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব >পৃ ২ ক ১>

৭০ হাজার গৃহহীনকে ঘর উপহার দিলেন

প্রথম পাতার পর

শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শতনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'। সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। প্রকল্প পরিচালক মাহবুব হোসেন বলেন, 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার ৩৫টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাচ্ছে। এর মধ্যে সোনামুখী ইউনিয়নে তিনটি, চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নে ৯, মাইজবাড়ী ইউনিয়নে ১৪, গান্ধাইল ইউনিয়নে পাঁচ ও কাজিপুর সদর ইউনিয়নের চারটি পরিবার রয়েছে। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় আজ ২০টি পরিবারকে ঘর বুঝিয়ে দেয়া হবে। পর্যায়ক্রমে ২০০টি ভূমিহীন পরিবারকে 'মুজিববর্ষের উপহার' এই ঘর দেয়া হবে। দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার ছয় ইউনিয়নে ৪৩০টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। বয়স্কদের ৪৪টি, দিনমজুর ২৩৫টি, মুক্তিযোদ্ধা তিন, বিধবা ৩০, প্রতিবন্ধী ১২, ভিক্ষুক ২৭, ক্ষুদ্রজাতির ৭৮ ও তৃতীয় লিঙ্গের একটি পরিবারকে ঘর দেয়া হচ্ছে।

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ২১টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৫টি পরিবারকে ঘর দেয়া হচ্ছে। কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ২০০ পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে সদর ইউনিয়নে ৩১টি, জয়মনিরহাটে ৯, আন্ধারিঝাড়ে তিন, পাইকেরছড়ায় ২১, বলদিয়ায় ২৩, চরভুরুঙ্গামারীতে ১৫, শিলখুড়িতে ২৬, পাথরডুবীতে চার, তিলাইয়ে ১৮ ও বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নে ৫০টি ঘর তৈরি করা হয়েছে।

সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায় ১০৪টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৩০টি ঘর প্রস্তুত হয়েছে। আজ এগুলোর চাবি উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আরো ২০টি ঘরের কাজ চলছে।

নাটোরের বড়াইগ্রামে ১৬০টি পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেয়া ঘর তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। আজ হস্তান্তর করা হবে।

শরীয়তপুরের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার ছয় উপজেলায় ৬৯৯টি ঘর তৈরি করা হয়েছে। সদরে ৫০টি, নড়িয়ায় ১২১, জাজিরায় ৫৪, ভামুড্যায় ৬৬, ভেদরগঞ্জে ৩৬০ ও গোসাইরহাট উপজেলায় ৪৮টি ঘর বরাদ্দ হয়েছে। ডামুড্যার পূর্ব ডামুড্যা এলাকায় বিলের মধ্যে তৈরি হয়েছে দুই সারিতে ২২টি ঘর। সেখানে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই।

যশোরের মনিরামপুরে ২৬২টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে আজ ১৯৯টি ঘর হস্তান্তর করা হবে।

দেশের কল্যাণে প্রতিদিন

ভোরের পাতা

The Daily Vorer Pata

www.dailyvorerpata.com www.edailyvorerpata.com www.facebook.com/DailyVorerPata www.twitter.com/vorerpata

ঢাকা ২৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ● ১০ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ● ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি ● রেজিঃ ডিএ নং-৪০৬, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৩১৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গতকাল মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৪৯২ উপজেলায় একযোগে সংযুক্ত হয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯ গৃহহীন পরিবারের হাতে সেমিপাকা বাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন ● ফোকাস বাংলা

ঘর জুটল তাদের

ঠিকানা পেল ৬৬ হাজার ১৮৯ নিঃস্ব পরিবার

■ আবদুল্লাহ কাফি

নদীর ভাঙনে ভিটা গেছে রশিদের। বানে ভেসে গেছে ঘরও। গেছে গরু, আসবাব, জীবনের শেষ সম্বল। দ্বিতীয়বার বাড়ি করার সামর্থ্য হয়নি আর। তারপর ঘরহীন, নীড়হীন, আশ্রয়হীন বা অন্যের আশ্রয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের সাত বসন্ত, সাত শীত, সাত বর্ষা। সাত বছর নয়, রশিদের মনে হয় এ যেনো সাত জনম। দুঃখের অনন্ত যাত্রা। এই যাত্রার শেষ নেই। সুখের দেখা নেই। নেই একটু ফুসরত। আশ্রয়হীন রশিদের ঘুমহীন শীতের রাত, বর্ষায় ভিজে যাওয়া সারাটা দিন আর গ্রীষ্মের পুড়ে যাওয়ার দুঃখ কেটে গেলো গতকাল। প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় একটি আধা পাকা ঘর পেয়েছেন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নে সর্বস্বান্ত আবদুর রশিদ।

নতুন বরাদ্দ পাওয়া ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রশিদ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। গত তিন বছর ধরে তাদের সঙ্গে আশ্রয়হীনভাবে বেড়ে উঠা ছোট্ট মেয়ে সুমাইয়াকে কোলে তুলে নিতে নিতে তিনি বলেন, ভূমিহীন ছিলাম। থাকার জায়গা ছিল না। আমার তিনজন ছেলে মেয়ে। এদের নিয়ে বছর বছর ঘুরে বেড়িয়েছি। কেউ ▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

গৃহহীনকে ঘর দেওয়া সবচেয়ে বড় উৎসব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবেমুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোন উৎসবআর কিছুই হতে পারে না। মুজিববর্ষে এটাই ▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ঘর জুটল তাদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) একটু থাকার জায়গা পেয়েনি। আজ জমি ও ঘরের মালিক হয়ে গেলাম। খুবখুশি লাগছে। রশিদের মত সারা দেশে আরো ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আধা পাকা ঘর দিয়েছে সরকার। এছাড়া ৩৬টি উপজেলায় ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে আরও ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর দিচ্ছে সরকার। মুজিববর্ষে ঘরহীন, নীড়হীন মানুষেরদের মাথা গোঁজার ঠাঁই দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথম দফায় জমিসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘরের মালিকানা বুঝিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। লক্ষ্য ৯ লাখ পরিবারের ঘরের ব্যবস্থা করা। দেশে এক সঙ্গে এতো ঘর করে দেওয়ার ঘটনা বিরল বলেই মনে করছেন অনেকে। একইসঙ্গে মুজিববর্ষের সবথেকে বড় আনন্দের, উৎসবের ঘটনাও এটা। প্রধানমন্ত্রীও গতকাল গৃহহীনদের ঘর বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আজকে এটাই সবচেয়ে বড় উৎসব, এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের হতে পারে না।' গতকাল শনিবার প্রথম ধাপে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রায় ৭০ হাজার পরিবারের হাতে বাড়ির কাগজপত্র হস্তান্তর করেন।

মুজিববর্ষে ৯ লাখ পরিবারকে বাড়ি করে দেওয়ার লক্ষ্য কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। ইতোমধ্যে প্রথম ধাপের কাজ শেষ হয়েছে। নীড়হীনরা পেয়েছে ঘরের নীড়। আগামী মাসে আরও এক লাখ পরিবার পাবে এমন বাড়ি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী এ কার্যক্রম চলমান আছে। টিনের চাল এবং ইট সিমেন্টে তৈরি আধা পাকা ২টি বেডরুম, একটি পাঁচ ফুট চওড়া বারান্দা, টয়লেট, ইউটিলিটি ও কিচেন রুম থাকছে একেটি পরিবারের জন্য। প্রতিটি ঘরের নির্মাণ খরচ ধরা হয় ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। মুজিববর্ষে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের কাজের প্রথম ধাপের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে, তবে করোনা না থাকলে আরো দ্রুত গতিতে এগোতো বলে ধারণা করছেন অনেকে।

এই আনন্দ সুখের কর্মসূচির ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে সত্যিই আমার জন্য একটি আনন্দের দিন। কারণ এই দেশের যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোনো ঠিকানা ছিল না, ঘর-বাড়ি ছিল না আজকে তাদেরকে অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পেরেছি। মুজিববর্ষে আমাদের অনেক কর্মসূচি ছিল। কিন্তু করোনার কারণে তা করতে পারিনি। করোনা আমাদের জন্য যেমন অভিশাপ নিয়ে এসেছিল, আবার অনেকক্ষেত্রে আশির্বাদও। কারণ আমরা এই একটা প্রকল্পেই নজর দিতে পেরেছি। এটাই আমাদের আজকে বড় উৎসব: গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষদের ঘর দিতে পেরেছি। এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশে হতে পারে না। 'একটি মানুষও গৃহহীন, ঠিকানাবিহীন ও গৃহহারা থাকবে না'- ছিল মুজিববর্ষের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেলো দেশ। গতকাল সারা দেশে গৃহহীনদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ঘর তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান নানা মাধ্যমে দেখার পর অনেকেই আনন্দ অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। সব স্তরের মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী যদি চান এবং এ কর্মসূচি চলমান থাকলে তাহলে অবশ্যই একদিন এই দেশে গৃহহীন কোনো মানুষ থাকবেনা।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি মানুষও গৃহহীন, ঠিকানাবিহীন ও গৃহহারা থাকবেনা। হয়তো আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। তাই আমরা সীমিত আকারে করে দিচ্ছি। সবমানুষের জন্য ঠিকানা আমরা করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষ ঘরে থাকলে আমার বাবা-মা যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এই দেশের মানুষের জন্য তাতে তাদের আত্মা শান্তি পাবে। আজকে আমরা সবচেয়ে খুশি এত অল্প সময়ে এতগুলো মানুষকে ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে এই সবমানুষ ঘরে থাকতে পারবে। একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে ঘর দেওয়ার নজির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশে কখনো অথবা আমাদের দেশে কোনো সরকার এত স্বল্প সময়ে একসঙ্গে ঘর করেছে কি না আমার জানা নেই। এই ঘরগুলো তৈরি করা সহজ কাজ না। যেহেতু এখানে যারা প্রশাসনে আছেন তারা সরাসরি ঘরগুলো তৈরি করেছেন, তাতে ঘরগুলো মানসম্মত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন। সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান হতে শুরু করে সব জনপ্রতিনিধি সহযোগিতা করেছেন। এই যৌথ কাজে আমরা দেখেছি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য দমন করেছেন। এবং সবাইকে এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া সব শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যাতে সবাই মানসম্মতভাবে বাঁচতে পারে। উদ্বোধন শেষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। ডুমুরিয়া উপজেলা থেকে ঘর পাওয়া পারুলিন নামে এক নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং সুস্থতা কামনা করেন। পারুলিন ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, আমার স্বামী কাজ পায় না। মাঝে মধ্যে না খেয়ে থাকতে হয়। মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। কোনোদিন ভাবিনি ঘর হবে। আপনি আমাদের ঘর দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন। আপনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন। কয়েকটি কথা বলেই উপকারভোগী এ নারী কৃতজ্ঞতায় কাঁদতে থাকেন। সারা দেশে যারা ঘর পেয়েছেন তাদেরকে ঘরের সামনে একটি করে গাছ, বিশেষ করে ফলজ গাছ লাগানোর আহ্বান জানান তিনি। নদী ভাঙনে যাতে আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মুজিববর্ষ ঘোষণা করে সরকার। মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবেনা- এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে চলমান কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার বাড়ি পেয়েছে। দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর করে দিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৯ লাখ পরিবারকে তালিকাভুক্ত করেছে আশ্রয়ণ প্রকল্প। ধাপে ধাপে তাদেরও বাড়ি করে দেওয়া হবে।

গৃহহীনকে ঘর দেওয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। গতকাল সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'একারণেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে, যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই, আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব।' প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। করোনার কারণে আমরা সেগুলো করতে পারিনি। তবে, করোনা এক দিকে আশির্বাদও হয়েছে। কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরেও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সবমানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা-যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে। শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাও অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, [illegible] ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও কক্সবাজার এবং সিরাজগঞ্জে আশ্রয় তৈরি করে দিয়েছি। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শীঘ্রই আরো ১৯টি ভবন তৈরি করা হবে। অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপকারভোগীদের মধ্যে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মত জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তাঁর দফতর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোন দেশে কোন সময় কোন সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি-না আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলোর তৈরি করেছেন তাই সহজ হয়েছে এবং মান সম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সরকারি কর্মচারিরা যেভাবে সবসময় আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন এটা অতুলনীয়। আর সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সকলে সহযোগিতা করেছেন। এই একটা কাজে আমরা দেখেছি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।' তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোন শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উন্নতমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য ঘর করে দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এদিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১,১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬,১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সাথে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতোমধ্যে সারা দেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে। উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং দখল হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি দুই কক্ষের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তার ১৫(ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে যান। জাতির পিতা গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমি ও গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশনাতেই ভূমি ও গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকার ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের '৯৭ পরবর্তী সময়ে চালু করা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের ঘর দেওয়ার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়।

তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময় বাংলাদেশের জন্য একটি অন্ধকার যুগ ছিল। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দৈন্যদশার কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সে সময়ে বিরোধী দলে থাকলেও বিনাকারণে কারাবন্দি হওয়ার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দি হয়ে গেলাম আমি। তারপরও আমি আশা ছাড়িনি, আল্লাহ একদিন সময় দেবেন এবং এদেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো। তিনি ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয় যুক্ত করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, 'নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুনরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম।' করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বের স্থবিরতার মধ্যে অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারায় আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।'

আমাদের দেশের মানুষ যেন অন্ন, বস্ত্র এবং উন্নত জীবন পায় সেটা নিশ্চিত করাই জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল উল্লেখ করে তিনি ৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর বিশেষ করে সেনা শাসক জিয়াউর রহমানের অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের নামে দেশের রাজনীতি কলুষিত করার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একজন মিলিটারি ডিক্টেটর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল আজকে রাষ্ট্রপতি হলাম, আর সেটাই গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল (যুদ্ধাপরাধী এবং কারাগারে আটক খুনি অপরাধীদের) কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করার, মানি লন্ডারিং করার, ঋণ খেলাপি হওয়ার, টাকা ছড়িয়ে নিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' বা 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'- তাদের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা। আর দরিদ্রকে দরিদ্র করে রাখা এবং মুষ্টিমেয় লোককে অর্থবিত্ত করে দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা।

জিয়ার নির্বাচনের নামে প্রহসনের উদাহরণ টেনে 'হ্যাঁ-না' ভোটে 'না' ভোটের বাক্স না রাখা বা ১১০ শতাংশ ভোট পড়ার অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন, যারা গণতন্ত্র নিয়ে আজকে কথা বলেন তাদের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন- এটা কি করে গণতন্ত্র হতে পারে? একটা দল যারা ক্ষমতায় উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে (বিএনপি) ক্ষমতায় উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দলের সৃষ্টি তারাই ক্ষমতায় কি করে আসে?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের দরবারে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে যেন চলতে পারি, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ সময় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের দোয়া এবং সহযোগিতার প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স উপলক্ষে সারা দেশের উপজেলা প্রান্তগুলোতে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। চারটি স্পটের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মতবিনিময় করলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তাদের এবং ভূমিহীন জনগণের ভিডিও বার্তা মূল অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন। নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারা দেশের উপকারভোগীদের নিয়ে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে চলমানদের মিষ্টি মুখ করানো হয় বলেও তথ্য দিয়েছে বাসস।

এগিয়ে থাকার জন্য
ভোরের ডাক
THE DAILY BHORER DAK

৫০ পর্বে 'মাশরাফি জুনিয়র'

...০৭ ॥ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ২৯৬ ॥ ঢাকা ॥ রোববার ২৪ জানুয়ারি ২০২১ ॥ ১০ মাঘ ১৪২৭ ॥ ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ ॥ ৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ টাকা ॥ www.bhore...

[illegible]

প্রধানমন্ত্রীর ঘর উপহার

জেলায় জেলায় আনন্দধারা

[illegible]

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

'এটাই মুজিববর্ষের সবচেয়ে বড় উৎসব'

[illegible]

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

৬৬ হাজার গৃহহীন পেলো স্বপ্ননীড়

জিয়া, এরশাদ, খালেদা প্রত্যেকেরই একই চরিত্র : প্রধানমন্ত্রী

[illegible]

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

[illegible]

জেলায় জেলায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর : উপজেলায় ১৯৭টি, বাগেরহাট সদরে ৫৪টি, কচুয়ায় ৩৬টি, রামপালে ১০টি, মোংলায় ৫০টি, মোল্লাহাটে ৩৪টি, চিতলমারিতে ১৭টি, ফকিরহাটে ৩০টি এবং মোরেলগঞ্জে ৬টি পরিবার এ ঘর পাচ্ছে।

যশোর : যশোরে আটটি উপজেলায় প্রথম ধাপে ৬৬৩টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জমিসহ ঘর প্রদান করা হয়েছে। শনিবার হাতে জমিসহ নতুন ঘর পেয়ে উচ্ছ্বসিত সুবিধাভোগীরা 'মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ায়' প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যশোরের আট উপজেলায় এক হাজার ৭৩টি পরিবারকে জমিসহ নতুন ঘর দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শনিবার প্রথম ধাপে ৬৬৩টি পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হলো। বাকি ৪০৭ পরিবারকে দ্রুত জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে যশোর সদর উপজেলায় ২৬০টি, ঝিকরগাছায় ১৯টি, চৌগাছায় ২৫টি, মণিরামপুরে ১৯৯টি, অভয়নগরে ৫৭টি, কেশবপুরে ১২টি ও শার্শা উপজেলায় ৫০টি জমিসহ ঘর বুঝে পেয়েছেন সুবিধাভোগীরা। উপকারভোগী শাহিনুর বেগম বলেন, 'আমার জায়গাজমি ছিল না। পরের বাড়ি কাজকর্ম করতাম ও তাদের বাড়িতে থাকতাম। জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। এখন আমাদের মা জননী হাসিনা জায়গা দিয়েছেন, ঘর দিয়েছেন। আমি তাতে অনেক খুশি। তার জন্য নামাজ পড়ে মোনাজাত করব। আমাদের মতো পরিবারের পাশে যেন সে সারাজীবন থাকতে পারে। আমাদের দেশের গরিবী যেন ঘুচে যায়। দোয়া করি প্রধানমন্ত্রী সারা পৃথিবীর কাছে সম্মান পায়।' হাবিল উদ্দীন নামে অপর একজন সুবিধাভোগী বলেন, আমাদের সংসারে পাঁচজন লোক। মাঠেঘাটে কাজ করে খাই। আমার কোনো জমি নেই। প্রধানমন্ত্রী জমি দেছে, ঘর দেছে। এ পেয়ে আমি খুব খুশি। বিনামূল্যে জমি-ঘর পাবো কোনোদিন ভাবিনি। স্বপন শেখ নামে আরেকজন বলেন, 'আমার বাড়ি রূপদিয়া। আমরা পরের ভিটায় থাকি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে জমিসহ ঘর দেছে। আমার সন্তানদের নিয়ে পরের জমিতে থাকতি হবে না। এখন আমি আর ভূমিহীন ঘরহীন না। আমি প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি যেন মানুষের কল্যাণে আরো কাজ করতে পারেন।'

চাঁদপুর : উপহার পেয়ে খুবই আনন্দিত চাঁদপুর সদরের উপকারভোগীরা। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে উপকারভোগী মেঘনাথ ত্রিপুরা বলেন, 'ঘর পেয়ে খুবই খুশি হলাম। আমার ঘর বাড়ি ছিল না। প্রধানমন্ত্রী দেওয়ার কারণে আমার এখন সবকিছুই হলো।' অপর উপকারভোগী সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার ঘর-বাড়ি নদী ভাঙনে ভেঙে দিয়েছে। এরপর এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। এখন পরিবার-পরিজন নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। হাবিবুর রহমান বলেন, শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। রাস্তার মাটি কাটার শ্রমিক চামেলী গৃহহীন ত্রিপুরা বলেন, স্বামীর রোজগার দিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটিয়েছি। এখন নিজেও কাজ করি। সদর উপজেলার লক্ষীপুর মডেল ইউনিয়নের বাসিন্দা শিশির রানী ত্রিপুরা বলেন, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। প্রধানমন্ত্রী ঘরের ব্যবস্থা করায় তাকে ধন্যবাদ জানাই। চাঁদপুরে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পেয়েছেন ১১৫টি পরিবার।

নওগাঁ : নওগাঁয় এক হাজার ৫৬টি পরিবার পেল ঘর। নওগাঁ সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপকারভোগীদের মাঝে ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করা হয়। নওগাঁ জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ বলেন, জেলায় 'ক' ও 'খ' শ্রেণির গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৮ হাজার ৪৯৩টি। প্রথম পর্যায়ে জেলার এক হাজার ৫৬টি পরিবারকে দুই শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্ত পূর্বক গৃহ প্রদান করা হচ্ছে। অন্যের বাড়িতে ও রাস্তার পাশে ঝুপড়ি ঘরে, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা, দিনমজুর, ভিক্ষুক ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় এ জেলার ১১টি উপজেলায় এক হাজার ৫৬টি পরিবার ঘর পেয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১১০টি, বদলগাছীতে ৪৮টি, মহাদেবপুরে ৪৪টি, আত্রাইয়ে ১৭৫টি, রানীনগরে ৯০টি, মান্দায় ৯০টি, সাপাহারে ১২০টি, নিয়ামতপুরে ৭১টি, পোরশায় ৫৪টি, ধামইরহাটে ১৫০টি এবং পত্নীতলায় ১১৪টি ঘর রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ভিক্ষুক পরিবার ৩১টি, প্রতিবন্ধী ১৫টি, অন্যের বাড়িতে-রাস্তার পাশে ও খোলা জায়গায় ঝুপড়ি ঘরে থাকে ১১টি, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা ৫৫টি, দিনমজুর ১২টি, আদিবাসী ৯১টি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবার রয়েছে ৭৩টি। মান্দা উপজেলার ভূমিহীন তাহমিনা বেগম অন্যের জায়গায় বেড়ার ঘর করে পরিবার- পরিজন নিয়ে বসবাস করে। তিনি বলেন, এখন নতুন বাড়িতে স্বামী-সন্তান নিয়ে উঠব। দুবেলা-দুমুঠো খেয়ে ঘুমাতে পারব নিশ্চিন্তে। অন্যের বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করা সদর উপজেলা বর্ষাইল ইউনিয়নের বাচারী গ্রামের দিনমজুর রেজাউল ইসলাম বলেন, 'ঘরগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর রহমতে নিশ্চিন্তে ঘরে বসবাস করতে পারব। দুইটি শোবার ঘর, একটি টয়লেট, রান্নাঘর, কমনস্পেস ও একটি বারান্দা নিয়ে গড়া আধাপাকা প্রতিটি গৃহ নির্মাণে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গা জেলায় জমি ও ঘর পেয়েছে ১৩৪ গৃহহীন পরিবার। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে ভূমি ও গৃহহীনদের জমির দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়। জেলার চারটি উপজেলার মধ্যে সদরের ৩৪, আলমডাঙ্গার ৫০, দামুড়হুদার ৩২ ও জীবননগরের ১৮ পরিবারকে দেওয়া হয় আধাপাকা নতুন ঘর। চুয়াডাঙ্গার ডিসি নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, এক হাজার ১৫১ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়া হবে। মুজিববর্ষের মধ্যেই নির্ধারিত ভূমিহীন ও গৃহহীনরা ঘর পাবেন। শুরুতে দেওয়া হয়েছে ১৩৪ পরিবারকে। ঘর পেয়ে আলোকদিয়া ইউনিয়নের হাতিকাটা গ্রামের রেহেনা বেগম বলেন, আমরা সরকারি জমিতে থাকতাম। এখন ঘর ও নিজের জমি হলো। খুব ভালো লাগছে। কল (টিউবওয়েল) পোতা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ লাইন দিলে তাড়াতাড়িই ওই ঘরে উঠব। হাতিকাটা গ্রামের ইকরামুল হকের জানান, তার ভাই তরিকুল ঘর পেয়েছে। আমরা খুবই খুশি। পাকা ঘরে থাকা যাবে।

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের ছয়টি উপজেলার ৫০৮ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার শনিবার ঘর পেয়েছে। 'ক' শ্রেণির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫০৮টি পরিবার পাবে দুই শতাংশ জমির দলিল এবং এক লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুই কক্ষবিশিষ্ট আধাপাকা ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়। এ ৫০৮টি গৃহের মধ্যে সদর উপজেলায় ১০০টি, গজারিয়া উপজেলায় ১৫০টি, লৌহজং উপজেলায় ১৪৩টি, সিরাজদীখান উপজেলায় ২৫টি, টঙ্গীবাড়ি উপজেলায় ২০টি, শ্রীনগর উপজেলায় ৭০টি পরিবার জমির দলিলসহ এসব ঘর পেয়েছে। ঠিকানাবিহীন পরিবারগুলো স্থায়ী ঠিকানা পাওয়ায় আনন্দে বিভোর এখন।

জয়পুরহাট : মুজিববর্ষ উপলক্ষে জয়পুরহাট জেলায় ১৬০টি পরিবারকে মাঝে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়েছে। শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে জেলার পাঁচটি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ১৬০টি পরিবারের মাঝে নবনির্মিত এসব বাসগৃহের দলিল হস্তান্তর করা হয়।

রাঙামাটি : ডিসি মামুনুর রশিদ জানান, রাঙামাটির ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৬৮টি পরিবারকে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় রাঙামাটি সদর উপজেলায় ৬০, কাপ্তাই উপজেলায় ৩০, রাজস্থলী উপজেলায় ৬২, বরকল উপজেলায় ১৯, বাঘাইছড়ি উপজেলায় ৩৫, লংগদু উপজেলায় ৩৪ ও নানিয়ারচর উপজেলায় ২৮টিসহ ২৬৮টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাঙামাটি জেলায় ৭৩৬টি বসতঘর নির্মাণের বরাদ্দ এসেছে। প্রথম ধাপে আমরা 'ক' শ্রেণির (জমি নেই, ঘর নেই) ২৬৮টি পরিবার ঘর বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাকি ঘরগুলোও নির্মাণাধীন রয়েছে।

দিনাজপুর : ভূমিহীন ও গৃহহীন জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'র আওতায় দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলায় তিন হাজার ২২টি পরিবারকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিসি মাহমুদুল আলম বলেন, প্রথম পর্যায়ে ৪ হাজার ৪৭৬টি পরিবার বাড়ি পাবেন। তবে নির্মাণ শেষ করা ৩ হাজার ২২ জনকে শনিবার ঘর প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ঘর নির্মাণ শেষ হলেই পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হবে।

টাঙ্গাইল : এ জেলার ১২টি উপজেলার ৬০৭টি পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর কবুলিয়ত দলিলসহ নবনির্মিত বাসগৃহ পেয়েছেন বলে টাঙ্গাইলের ডিসি ড. মো. আতাউল গনি জানিয়েছেন। টাঙ্গাইল জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে উপকারভোগীদের হাতে দলিল তুলে দেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়া : কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার ১৫৭টি পরিবার শেখ হাসিনার উপহার জমিসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর পেয়েছেন। উপকারভোগীদের এসব ঘরের চাবি, জমির কাগজ বুঝিয়ে দেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এ উপলক্ষে সকালে মিরপুর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ প্রথম ধাপে কুষ্টিয়া জেলায় ১৫৭টি গৃহহীন পরিবারের মধ্যে সদর উপজেলায় ১টি, মিরপুর উপজেলায় ৫৬টি এবং ভেড়ামারা উপজেলায় ১০০টি ঘর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া একই প্রকল্পের আরও ১৮৩টি গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে। এসব নির্মাণাধীন গৃহগুলোর মধ্যে সদর উপজেলায় ৩২টি, কুমারখালী উপজেলায় ৫৭টি, খোকসা উপজেলা ৩০টি এবং দৌলতপুর উপজেলায় ৬১টি।

৬৬ হাজার গৃহহীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর : করা, মানি লন্ডারিং করা, ব্যাংকে ঋণ খেলাপি করা, টাকা ছাপিয়ে নিয়ে এসে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' সেই কথা শোনানো, এবং 'আই উইল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর পলিটিশিয়ান' এই কথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছে। কাজেই জিয়াউর রহমানের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা। বিএনপির গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, এদেশের মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্র রাখা আর মুষ্টিমেয় লোকদের টাকা-পয়সা দিয়ে একটু অর্থশালী-সম্পদশালী করে দিয়ে তাদেরকে দিয়ে তার ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে পারে তার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। আমাদের মেধাবী ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদেরকে বিপথে ঠেলে দেওয়া। নির্বাচনের নামে প্রহসন সৃষ্টি করা। 'হ্যাঁ-না ভোট' করল। না ভোট নেই। এরপরে সেনাপ্রধান হয়েও নিজেকে সে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে, রাষ্ট্রপতি থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, তারপরে দিল সংসদ নির্বাচন, সেটিও আরেক প্রহসন। আগে থেকেই ঠিক করা, আওয়ামী লীগকে ৪০টার বেশি সিট দেবে না, ৩৯টা সিট দিয়েছিল।

'এটাই মুজিববর্ষের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তো ছিল আমার বাবার লক্ষ্য। তিনি বলেন, খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজে আপনাদের হাতে জমির দলিল তুলে দিই। কিন্তু করোনাভাইরাসের জন্য হল না। তারপরেও আমি মনে করি, দেশ ডিজিটাল হয়েছে বলেই এভাবে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমরা প্রত্যেক শ্রেণির জন্য কাজ করছি। সব মানুষকেই জন্য ঠিকানা করে দেব, এটাই আমার লক্ষ্য। মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন ঘোষণার ধারাবাহিকতায় পৌনে ৯ লাখ গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে প্রথমে ৬৬ হাজার ১৮৯টিকে ঘরের মালিকানা দেওয়া হলো।

ঢাকা রোববার ২৪ জানুয়ারি ২০২১
The Daily Share Biz
শেয়ার বিজ
কড়চা
১০ মাঘ ১৪২৭, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২, রেজি. নং : ডিএ ৫০৪১ সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৩৪, ৮ পৃষ্ঠা, দাম ১০ টাকা

সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানই মুজিববর্ষের লক্ষ্য : প্রধানমন্ত্রী

শেয়ার বিজ ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য। দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। সূত্র : বাসস

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গতকাল ভূমি-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সব মানুষের জন্য করে দেব।'

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং দেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল। শেখ হাসিনা বলেন, 'মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। করোনার কারণে আমরা সেগুলো করতে পারিনি। আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সব চেয়ে বড় উৎসব।'

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম, নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য ঘর করে দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

এ অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'দেশের প্রতিটা মানুষ যাতে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, তাদের জীবন যেন উন্নত হয়, বিশ্ব দরবারে আমরা বাঙালি হিসেবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে চলতে পারি। এ দেশটাকে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ যেন সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে কোনো মানুষ গৃহহারা থাকবে না।

প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, 'আজকে সত্যি আমার জন্য একটা আনন্দের দিন। কারণ এদেশে যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোনো ঠিকানা ছিল না, ঘরবাড়ি ছিল না আজকে তাদের অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পারছি। এজন্যই আমার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানই মুজিববর্ষের

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কখনও নিজের জন্য নিজে কী পেলেন, না পেলেন সেটা নিয়ে চিন্তা করেননি। এদেশের মানুষের কথাই চিন্তা করেছেন।'

তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের ঘর করে দেয়ার চিন্তাটা বঙ্গবন্ধুই প্রথম করেছেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে আমাদের পুরো পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমাকে ছয় বছর কাটাতে হয় বাইরে। শুধু মানুষের কথা ভেবে মানুষের শক্তি নিয়েই দেশে ফিরি। আমার কেউ ছিল না আমার কোনো থাকার ঘরও নাই। আমি কোথায় গিয়ে উঠব, তাও আমি জানি না। আমি কীভাবে চলব, তাও জানি না। কিন্তু আমার শুধুই একটা কথা মনে হচ্ছিল যে আমাকে যেতে হবে। যেতে হবে এ কারণে যে সামরিক শাসক দিয়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে আমার দেশের মানুষ তাদের মুক্তি দিতে হবে। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের জন্য কাজ করতে হবে। সেই আদর্শ সামনে নিয়েই আমি ফিরে আসি। আমি কখনও আমার ছোট ফুপুর বাড়ি, কখনও মেজ ফুপুর বাড়ি এ রকমভাবে দিন কাটাই। কিন্তু আমার লক্ষ্য একটাই সামনে ছিল যে, আমি কী পেলাম, না পেলাম সেটা বড় কথা নয়। দেশের মানুষের জন্য কতটুক কী করব। সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখেছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'অনেকে গাল ভরে কথা বলে গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকারটা কী? একটা সামরিক শাসকের ক্ষমতা দখল করে এক দিন ঘোষণা দিল যে আজকে আমি রাষ্ট্রপতি হলাম, আর তারপরও সেটা গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করা মানি লন্ডারিং করা, ব্যাংকে ঋণখেলাপি করা টাকা ব্যাংক থেকে ছাপিয়ে নিয়ে এসে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' সেই কথা শোনানো। 'আই উইল মেক ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান' এ কথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছেন। জিয়াউর রহমানের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা, এদেশের মানুষকে দরিদ্রকে দরিদ্রই রাখা, আর মুষ্টিমেয় লোককে টাকা পয়সা দিয়ে একটু অর্থশালী, সম্পদশালী করে দিয়ে তাদের ক্ষমতার ক্ষমতাকে যেন চিরস্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারে তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। মেধাবী ছেলেমেয়েদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথে ঠেলে দেয়া, নির্বাচনের নামে প্রহসন করা, হ্যাঁ-না ভোটে ১১০ ভাগ পড়ে তখন। এরপরে সেনাপ্রধান হয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রপতি থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেখানেও কেউ ভোট পেল না। তারপর দিল সংসদ নির্বাচন, সেটাও আরেক প্রহসন। যারা গণতন্ত্রের জন্য এত কথা বলেন, তাদের কাছে এটাই প্রশ্ন। এটা কী করে গণতন্ত্র?'

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সরকার গৃহহীনদের জন্য এক হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহ নির্মাণ করেছে। আগামী মাসে গৃহহীনদের মাঝে আরও প্রায় এক লাখ গৃহ বিতরণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনকালে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য এ ব্যারাক নির্মাণ করছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প ২০২০ সালে আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা তৈরি করেছে। তাদের মধ্যে দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার এবং পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারের ১-১০ শতাংশ ভূমি রয়েছে। তবে তাদের বসবাসের বাড়ি নেই।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরের কাগজপত্র বুঝে পেয়ে আনন্দিত এক পরিবার। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প চার হাজার ৮৪০ কোটি ২৮ লাখ টাকা ব্যয়ে (জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত) দুই লাখ ৫০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত সারা দেশে এক লাখ ৯২ হাজার ২২৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ইতোমধ্যে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত মোট ৪৮ হাজার ৫০০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এক লাখ ৪৩ হাজার ৭৭৭টি পরিবারের প্রত্যেকের এক থেকে ১০ শতাংশ ভূমি রয়েছে। কিন্তু তাদের বাড়ি করার সক্ষমতা নেই।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্বাস্তু ৬০০ পরিবারের জন্য কক্সবাজারের খুরুশকুলে ২০টি পাঁচতলা ভবন নির্মাণ করেছে।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ডিটেইলড প্রজেক্ট প্রপোজালের (ডিপিপি) মাধ্যমে আরও ১১৯টি বহুতল ভবন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

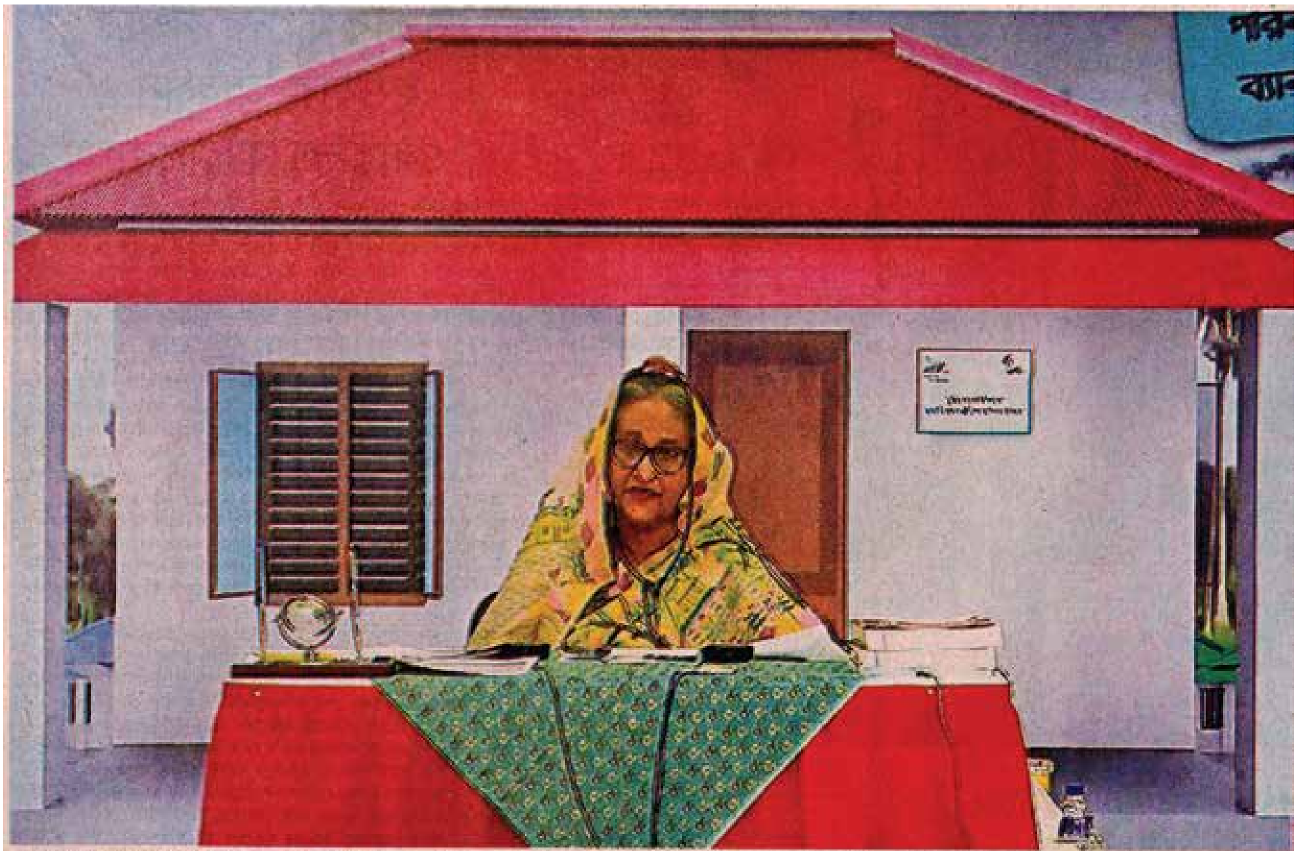

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গতকাল মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৪৯২টি উপজেলায় একযোগে ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারের হাতে ঘরের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন

ছবি ফোকাস বাংলা

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM
রোববার
রেজি : ডিএ ৩৮২
৪৭ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
ঢাকা, ১০ মাঘ ১৪২৭
১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরী
SUNDAY 24 JANUARY 2021
৮ পৃষ্ঠা মূল্য : ১০ টাকা
Website : www.dailysangram.info
: www.dailysangram.com

গতকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন -পিআইডি

ভূমিহীন-গৃহহীন ৭০ হাজার পরিবারকে জমি ও ঘর হস্তান্তর

বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহারা থাকবে না----প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহারা থাকবে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'প্রত্যেকের একটা ঠিকানা হবে যা জাতির পিতার স্বপ্ন। তার স্বপ্নটা পূরণ করা আমাদের কর্তব্য।'

গতকাল শনিবার সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে জমি ও গৃহ হস্তান্তর কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ৬৯ হাজার ৯০৪ জন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর হস্তান্তর করা হয়। এত সংখ্যক মানুষকে একসঙ্গে ঘর দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটিই প্রথম উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশ কখনো অথবা আমাদের দেশেও কোনদিন কোনো সরকার এত দ্রুত এতগুলি ঘর করে একসঙ্গে দিয়েছে কি না, জানি না।

উদ্বোধন ঘোষণা শেষে প্রধানমন্ত্রী গণভবন প্রান্ত থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ৪৯২টি উপজেলা প্রান্তে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে মুজিববর্ষে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পাশাপাশি মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও নেতাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। তিনি চার জেলার চারটি গ্রামে যুক্ত হন। এর মধ্যে খুলনার ডুমুরিয়া, নীলফামারী সৈয়দপুর, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মতবিনিময় করেন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স করা হয় বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানান তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

শেখ হাসিনা জানান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এটা প্রতিনিয়ত তদারকি করা হয়েছে, যাতে ঘরগুলি মানসম্মত হয়, ঠিকমতো কাজগুলি করা হয়। সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন এটা অতুলনীয়। সেইসঙ্গে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা: সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সকলে মিলে সহযোগিতা করেছেন বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। (২-এর পৃষ্ঠার ৭ কলাম)

গৃহহারা থাকবে না

(১-এর পৃ: ৪-এর ক: পর)

শেখ হাসিনা আরও বলেন, ইতোমধ্যে আমরা একটা হিসাব নিয়েছি, সারাদেশে আমাদের যেমন ভূমিহীন লোকও আছে, আবার কিছু হয়তো ভিটা আছে ঘরবাড়ি কিছু নাই। ঠিক এভাবেই হিসাব করে প্রায় ৮ লাখ ৮৫ হাজার মানুষের তালিকা আমরা করেছি।

সমাজের বিত্তশালীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা বিত্তশালী আছেন, তাদেরকেও আহ্বান করবো, যার যার নিজ এলাকায় তারাও খুঁজে দেখতে পারেন। যারা গৃহহীন, তাদেরকে একটা গৃহ তৈরি করে দেওয়া বা তাদের জীবনটাকে অর্থবহ করে দেওয়া।

তিনি বলেন, 'দেশের প্রতিটা মানুষ যাতে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, তাদের জীবন যেন উন্নত হয়, বিশ্ব দরবারে আমরা বাঙালি হিসেবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে চলতে পারি। এদেশটাকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ যেন সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে কোনও মানুষ গৃহহারা থাকবে না। মুজিববর্ষে অনেক কর্মসূচি করতে পারি নাই। গৃহহীন ভূমিহীন মানুষকে ঘর দিতে পারলাম এর থেকে বড় উৎসব বাংলাদেশে হতে পারে না।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকে সত্যি আমার জন্য একটা আনন্দের দিন। কারণ এদেশে যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোনও ঠিকানা ছিল না, ঘরবাড়ি ছিল না আজকে তাদেরকে অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পারছি। এজন্যই আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কখনও নিজের জন্য নিজে কী পেলেন, না পেলেন সেটা নিয়ে চিন্তা করেননি। এদেশের মানুষের কথাই চিন্তা করেছেন।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'অনেকে গাল ভরে কথা বলে গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে,

শেখ হাসিনা বলেন, 'অনেকে গাল ভরে কথা বলে গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকারটা কি? একটা সামরিক শাসকের ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল যে আজকে আমি রাষ্ট্রপতি হলাম, আর তারপরেও সেটা গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ অনেকগুলি রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করা মানিলন্ডারিং করা, ব্যাংকে ঋণ খেলাপি করা টাকা ব্যাংক থেকে ছাপিয়ে নিয়ে এসে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে মানি ইজ নো প্রবলেম সেই কথা শোনানো। আই উইল মেক ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান একথাও জিয়াউর রহমান বলে গেছে। জিয়াউর রহমানের কাজেই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা, এদেশের মানুষকে দরিদ্রকে দরিদ্রই রাখা, আর মুষ্টিমেয় লোককে টাকা পয়সা দিয়ে একটু অর্থশালী সম্পদশালী করে দিয়ে তাদেরকে তার ক্ষমতার ক্ষমতাকে যেন চিরস্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারে তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। মেধাবী ছেলে-মেয়েদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথে ঠেলে দেওয়া, নির্বাচনের নামে প্রহসন সৃষ্টি করা হ্যাঁ না ভোটে ১১০ ভাগ পড়ে তখন। এরপরে সেনাপ্রধান হয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রপতি থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেখানেও কেউ ভোট পেলো না। তারপর দিল সংসদ নির্বাচন সেটাও আর এক প্রহসন। যারা গণতন্ত্রের জন্য এতো কথা বলেন তাদের কাছে এটাই প্রশ্ন। এটা কি করে গণতন্ত্র?'

শেখ হাসিনা বলেন, আমার সরকার গঠন করার উদ্দেশ্যই ছিল এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ, গরিব মানুষ গ্রামের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরে থাকা মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করা এবং বাংলাদেশকে দারিদ্র মুক্ত করা। আশ্রয়ণ প্রকল্প নিলাম। ঘর দিলে ব্যারাক করে দিয়ে প্রত্যেককে একটা ঘরের মালিক করে দেওয়া। একেবারে নিচে যারা ভূমিহীন যারা তাদের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর দেওয়ার প্রকল্প করে দিলাম। বস্তিবাসীদের জন্য ঘরে ফেরা কর্মসূচি নিলাম। আমরা গৃহায়ন তহবিল করলাম। বেদে শ্রেণির মানুষের জন্য ঘর করে দিচ্ছি, তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি। তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যারা দলিত শ্রেণি বা হরিজন শ্রেণি এই ঢাকা সুইপার কলোনিতে থাকত তাদের জন্য ভালো উচ্চ মানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য ঘর করে দিচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি যেন সবাই মানসম্মতভাবে বাঁচতে পারে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। মুজিববর্ষে আমাদের লক্ষ্য একটি মানুষও ঠিকানাবিহীন থাকবে না। গৃহহারা থাকবে না। হয়তো সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে, তাই সীমিত আকারে করে দিচ্ছি। যা হোক একটা ঠিকানা আমি সব মানুষের জন্য করে দেবো। আমার বাবা মা যারা সারাটা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেছে দেশের জন্য তাদের আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

Dhaka Tribune

Breaking News || Breaking Barriers

SUNDAY, JANUARY 24, 2021 | Magh 10, 1427, Jamadi-us Sani 9, 1442 | Regd No DA 6238, Vol 8, No 268 | 16 pages | Price: Tk12

With a smile on the fame, a woman, right, shows her ownership papers of the Ashrayan 2 project at the handover ceremony which Prime Minister Sheikh Hasina attends virtually from Ganabhaban in Dhaka yesterday FOCUS BANGLA

'Not a single person to remain homeless'

Tribune Report

Prime Minister Sheikh Hasina has said that not a single person will remain homeless in Bangladesh.

The premier made the remarks on Saturday while distributing homes to 66,189 families alongside rehabilitating 3,715 others in the barracks under the Ashrayan 2 Project as part of the government's pledge to provide houses to all the landless and homeless families on the occasion of Mujib Year and the golden jubilee of the independence.

>> PAGE 2 COLUMN 5

Recipients of homes under Ashrayan-2 housing project at the handover ceremony in Syedpur yesterday MAHMUD HOSSAIN OPU

BANGABANDHU'S DREAM REALIZED

Thousands become homeowners overnight

Ali Asif Shawon from Nilphamari

As a part of the house and rehabilitation program in Mujib Borsho, as many as 900,000 homeless people in the country are to be provided with houses.

On Saturday, Prime Minister Sheikh Hasina initiated the process by providing a total of 69,904 houses to homeless and landless families under the Ashrayan 2 project.

The remaining homeless population of the country is expected to be housed by the end of this year, and if not, by the end of this government's term, says the Prime Minister's Office.

Just two years ago, before the 11th general election, at every election campaign rally, the Prime Minister reiterated her pledge that if she could form a government for a third consecutive term, she would have houses made for all homeless people across the country.

> From 1997 to 2020, the government made 3,20,000 houses for homeless people

While distributing the houses yesterday via video conference, the premier said: "Within the Mujib Year and the 50th anniversary of our independence, no one will remain homeless in Bangladesh. My government will make sure of it."

» PAGE 2 COLUMN 1

'Not a single person to remain homeless'

« PAGE 1 COLUMN 4

The prime minister joined the inauguration program virtually from her official residence Ganabhaban and connected with 492 upazilas across the country.

"Within Mujib Year and the 50th anniversary of our independence, no one will be homeless in Bangladesh, my government is working to ensure it," the premier said.

"I had a wish to handover the homes to the homeless people in person, but due to Covid-19 pandemic I am not able to be present in person before you. However, on behalf of me, government officials will do it," she added.

Sheikh Hasina, also the president of Awami League, also thanked the people for their vote and said: "It was in our election pledge that we will give homes to the homeless people and now we are doing this because the people of Bangladesh chose me as the prime minister.

"It was a very tough job to complete almost 70,000 homes within a short time. Another 100,000 homes will be handed over soon," she said.

'Largest festival'

Sheikh Hasina said she was very happy as she managed to give such a large number of houses to the landless and homeless people on a day of winter, reports BSS.

Describing the ceremony marking the distribution of a large number of homes as the largest festival, she said: "Today, it is the largest festival. There is no such big festival like giving homes to landless and homeless people on such a large scale."

Sheikh Hasina said that the souls of her father (Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman) and her mother and millions of martyrs who made supreme sacrifice for the country's Liberation War will rest in peace as such a huge number of people have got their own homes.

Referring to giving homes to the disadvantaged people in the society, such as dalits, harijans, transgender, tea workers and others, she said her government has been tirelessly working to ensure improved life for cross section of the people in the society.

Homeless people pray for PM's long life

The landless and homeless people who received houses as the gift of Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of Mujib Year burst into tears, saying now they have their own addresses with shelter and praying for a long and healthy life of their premier.

"I am extremely happy ... I have never been able to construct a house in my life," said Parveen of Kathaltala village at Dumuria upazila in Khulna in an emotion-choked voice while speaking with the prime minister through video conferencing.

A sobbing Parveen said: "My husband gets no work. We spend our days without food again and again. We had no house. We never imagined we would have a house. You [prime minister] have given us a house and land. You will live long."

Trying to console Parveen, the premier said: "Do not weep. I think it is my responsibility."

She went on saying: "As the prime minister and daughter of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, I have decided to fulfil people's dream and work for the welfare of the people of the country. I have sacrificed my life to change the fate of the country's people.

Largest govt housing project in the world

"This type of house handover program to almost 70,000 families is a first of its kind in the world," Prime Minister's Principal Secretary Dr Ahmad Kaikaus said earlier.

The government has built 66,189 houses at a cost of Tk1,168 crore for the homeless people on the occasion of the Mujib Year. Each of the houses was built on two decimals of land having two rooms, one balcony, and one toilet besides having a connection of electricity and water.

The inmates of the houses will be given necessary training to ensure their earnings and after completion of the training they will get a loan from the government. •

Thousands become homeowners overnight

« PAGE 1 COLUMN 6

According to sources at the Prime Minister's Office (PMO), the second batch of housing projects for 100,000 families will be completed within the next few months, and then gradually the government will implement the rest of the work within this term of the government.

"From 1997 to 2020, during these 23 years, the government made 3,20,000 houses for homeless people. And we implemented the plan of providing almost 70,000 homes within two years of the election, and amid a pandemic. More progress is underway," Dr Ahmad Kaikaus, principal secretary of the PMO, told Dhaka Tribune on Saturday.

He said: "Based on the prime minister's instructions, we implemented the project with the help of the field administration, which made this possible. No tender has been issued for this work. We allotted the money directly to the UNO. The authorities there arranged for the land and built the houses for homeless people within this very short time."

Responding to a question, he said: "We are working to implement the housing project for 900,000 people within this year. If we cannot complete this project by this time, at least we want to reach the finish line during this term."

"This project is being operated from the Prime Minister's Office under the supervision of the premier herself. Every secretary and director of the PMO is assigned for each and every district of the country. They are communicating directly with the district and upazila level government officials," according to the project director of Ashrayan-2, Md Mahbub Hossain.

Talking to Dhaka Tribune on Saturday, Mahbub Hossain expressed the hope that the project would be completed by December this year.

He said: "It is possible because according to our list, we have 885,622 homeless people in the country. Among them, 293,361 are both homeless and landless, while 592,261 are homeless but have land.

"So after implementing the first phase for the homeless and landless people, we will implement the next phase for only the homeless people - who have their own land. And that will not take much time to complete."

What makes this project famous?

Dr Ahmad Kaikaus said: "The Soviet Union had once started to give out community apartments to homeless people. But we are not giving apartments, we are giving houses, and the ownership of the land at the same time. It means today [on Saturday] almost 70,000 people became rich overnight."

"Within one or two years, in the index of Sustainable Development Goals [SDGs], our poverty rate will decrease by 10%," he added.

The PMO principal secretary said: "With this project, Prime Minister Sheikh Hasina has set an example before the world — that if you truly want something, with some courage you can implement it. This housing project is a new dimension to public welfare around the world, as it is the largest housing project in the world so far."

People who are working on this project are saying that it is not only a project that includes providing houses to homeless, but also a project which will boost the country's economy and reduce its poverty line. At the same time, a new socio-economic structure will be built in the country through this project.

What are beneficiaries saying?

During the video conference, a recipient, Parveen, of Kathaltala village in Dumuria upazila of Khulna, thanked Prime Minister Sheikh Hasina for the house.

In a tearful voice, she said: "Prime Minister, you have given us a house. May Allah keep you alive and give you a long life. I pray a lot for you."

Replying to Parveen, Hasina said: "Please don't cry. Today, as prime minister, I want to fulfill my father's dream, and I want to work for the people of the country. We will make arrangements so that not a single person of the country remains homeless."

Later, the prime minister spoke to the people who got houses in Kamarpur village of Syedpur upazila in Nilphamari district.

A woman was sitting in her new house, donning a new saree which she had got herself for the occasion. Speaking to the premier with a big smile on her face, she said: "I am very very happy. Now I am in my own house with my husband and children. I was facing a lot of trouble earlier. Now you, the daughter of Sheikh Mujib, have gifted me land, house, new life, everything."

Nuru Mia, from Gazipur union under Chunarughat upazila of Habiganj, while talking to Sheikh Hasina, said: "You have given us a beautiful house with land. We are very happy today. I can now live happily with my wife and children. I pray to Allah that he may grant you a long life."

Fatema Begum, a physically challenged woman from Chapainawabganj, while greeting the premier said: "I did not have an address. I was 'addressless'. Today, I have an address, all thanks to you. I am very happy now. May you live long so that a lot of people's lives are as benefitted as mine." •

The Financial Express
DHAKA, SUNDAY, JANUARY 24, 2021
www.thefinancialexpress.com.bd /febdonline

Prime Minister Sheikh Hasina joins a programme for distribution of homes among homeless and landless people through a video conference from Ganobhaban in the city on Saturday — Focus Bangla

PM distributes 66,189 houses to homeless people

Prime Minister Sheikh Hasina said on Saturday the distribution of 66,189 houses among landless and homeless families is a proud moment for the country as it gives people a better hope for the future, reports UNB.

"This is the biggest festival ever for the country today (Saturday) as we're giving homes to the homeless and landless people...nothing can be a bigger festival in Bangladesh than this. I want your blessings so that we can build the country as the Golden Bengal as dreamt by the Father of the Nation," she said.

Pledges 100,000 more

The Premier said this while distributing homes among 66,189 landless and homeless families across the country under the Ashrayan-2 Project as part of the government's pledge to provide houses to all the landless and homeless families on the occasion of "Mujib Borsho" and "Golden Jubilee of the independence".

The Prime Minister joined the inauguration programme virtually from her official residence Ganobhaban and got connected with 492 upazilas across the country.

The government has constructed 66,189 houses spending TK 11.68 billion (1,168 crore) for the homeless and landless families, a move the world sees for the first time. Each unit has two rooms, one kitchen, one toilet and a veranda, constructed at a cost of TK 0.175 million (1.75 lakh).

Remarking the day as the day of joy and happiness for her as she had been able to provide a house and an address to the most deprived people, the Premier said, "For the people of the country my father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had struggled throughout his life. I'm very happy that we've been able to give addresses to these people, especially at this winter time."

Revealing that the government will provide another 100,000 houses among the homeless people across the country, she said, "The process will start very soon. We do hope there'll be no homeless people in the country during the Mujib Barsho and Golden Jubilee of Independence."

Thanking all those involved in this massive task, the Prime Minister said she doesn't

Continued to page 7 Col. 8

PM distributes

Continued from page 8 col. 3

know whether such a huge task has been completed so quickly in any corner of the world. The Premier said the government is working for all sections of people so they can lead a decent life.

The PM vowed afresh to provide houses among the homeless people across the country on the occasion of Mujib Barsho and Golden Jubilee of the Independence of the country.

TRUE AND IMPARTIAL
daily sun
VOL. 11 No. 92 DHAKA | SUNDAY | 24 JANUARY 2021 | 10 MAGH 1427 BS | 10 JAMADI-US-SANI 1442 HIJRI www.daily-sun.com editor@daily-sun.com 16 PAGES | PRICE TK 10

Homeless Provided with Homes

PM fulfilling dreams of Bangabandhu

SOHEL HOSSAIN PATWARY, FROM NILPHAMARI

- It's the biggest festival in the country, Hasina says
- She also criticises BNP for stopping housing projects
- One lakh more houses to be built

Prime Minister Sheikh Hasina is fulfilling the dreams of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as her government provided houses for 66,189 homeless and landless families across the country on Saturday under the Ashrayan-2 Project.

The premier inaugurated the house handover ceremony virtually from Ganabhaban in the capital. People from 492 upazilas of the country were connected with the ceremony.

She termed the distribution of the houses as the biggest festival of the countrymen in the Mujib Year.

"It's the biggest festival today. There is no such big festival for the countrymen, like giving homes to the landless and homeless people," she said.

Sheikh Hasina, also president of the ruling Awami League, directed the local administrations to hand over the ownerships of the houses to the beneficiaries.

Expressing her happiness for giving such a large number of houses to homeless people on a day of winter, the premier said the souls of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and thousands of martyrs would rest in peace when the homeless families live in these houses.

It is because it was the desire of my father to make the people happy, she said.

Page 11 Col 2

Commentary

PM's best gift for homeless in Mujib Barsho

DR. ATIUR RAHMAN

Bangladesh is poised to create another record in human history. It has planned to provide about a million homes to the homeless in this year of Bangabandhu's birth centenary and as well as the golden jubilee of Bangladesh. Honourable Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated virtually this noble programme yesterday by handing over documents of the newly constructed homes to nearly seventy thousand hapless families.

She created history on many counts by launching this programme. Indeed, she fulfilled the dream of the Father of the Nation, who promised to rehabilitate all the homeless in addition to other basic needs for survival as soon as he touched the soil of newly independent Bangladesh on 10th January 1972. He put this pledge into the fundamental state principles of the constitution of the Republic as well. On 15 December 1973 he said, "This independence will be meaningful to me only when the woes of the farmers, labourers and deprived of Bangladesh end."

True to his words, he started rehabilitation of the landless and homeless by redistributing khas land to them immediately after taking charge of his beloved Bangladesh. In addition, he started providing food support, education and health to the bottom of the societal pyramid despite many challenges. He served only three and a half years as the head of the government and could not obviously complete his long-cherished mission. However, he laid a solid foundation for fulfilling his dream of hunger and poverty-free Bangladesh.

Page 11 Col 2

PM fulfilling dreams of Bangabandhu

From Page 1

"I had a desire that I myself would hand over the land documents to people. But it is not possible due to the coronavirus pandemic," she said.

"Yet, I can appear before you as the country has been digitalised," Sheikh Hasina she added. The premier said her government had been working for every class with a view to managing shelter for all to lead a standard life. "We have set a target in the Mujib Barsho that not a single person will remain without address or home. I will somehow manage an address for everyone," she said.

She further said as many as 320,000 families were earlier given homes and work on building one lakh more houses for the homeless and landless people will start soon.

The premier thanked all concerned, including the local administrations and public representatives, for managing building off the large number of houses maintaining due standard in a short period.

Sheikh Hasina urged all to pray for her so that she could build the country as a "Sonar Bangladesh" as dreamt by the Father of the Nation, saying, "My only target is to ensure a beautiful and improved life to everyone and Bangalee can move across the globe with dignity, keeping their heads high."

Referring to giving homes to the backward people in the societies such as dalits, horijons, transgender, tea workers, the premier said her government had been tirelessly working to ensure improved live for a cross-section of the people in the society.

She said they have also rehabilitated the climate refugees with giving homes at Khuruskul in Cox's Bazar while 100 more buildings are being built for them. The prime minister criticised the BNP-Jamaat government for stopping the housing projects undertaken by the Awami League-led government in 1997 to rehabilitate the landless and homeless people.

Ziaur Rahman had also stopped the rehabilitation of the people under the "Guchchho Gram" project taken by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman immediately after his (Bangabandhu's) assassination along with most of his family members, she said. She said Ziaur Rahman had created an elite section in the society aimed at hanging on to power in the name of giving democracy and deprived the commoners. Corruption took an institutional shape and the electoral system was damaged totally in the Zia's regime, she added.

Terming the five-year tenure of Khaleda Zia's government and the caretaker government from 2001 to 2008 as a black chapter for Bangladesh, she said terrorism and militancy rose at that time. Forming the government in 2009 after voted to power, the premier said, they again initiated the Ashrayan Project to rehabilitate the landless and homeless people as her only target was to bring smiles on the faces of the countrymen as Bangabandhu wanted to change lot the people with improved lives for which he struggled for 24 years.

She said Bangabandhu had a five-year plan to make Bangladesh a developed country, adding, "The people of Bangladesh could have got improved lives if Bangabandhu could have implemented it."

The prime minister later exchanged views with the beneficiaries, local Awami League leaders and public representatives who got connected to the programme from Kathaltala Village of Atalia Union under Dumuria Upazila in Khulna district, Nizbari Village of Kamarpukur Union under Syedpur Upazila in Nilphamari, Kartali village of Gazipur Union under Chunarughat Upazila in Habiganj, and Salla Village of Baliadanga Union under Sadar Upazila in Chapainawabganj district.

A video documentary was screened on the government's effort to rehabilitate the landless and homeless people.

PMO Secretary Md Tofazzel Hossain Miah moderated the function from the Ganabhaban end. While exchanging greetings, Sheikh Hasina urged all the countrymen to find out the homeless and landless people in their respective localities as the government has a target to provide homes to everyone, marking the Mujib Barsho and the Golden Jubilee of the country's independence.

The government has built 66,189 houses at a cost of Tk 1,168 crore for homeless people on the occasion of the Mujib Barsho. Each of the houses was built on two decimals of land having two rooms, one corridor and one latrine alongside connection of electricity and water.

The inmates of the houses will be given necessary training to ensure their earnings and after completion of the training they will get a loan from the government.

Besides, the Ashrayan Project under the Prime Minister's Office (PMO) rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Year.

The Ashrayan Project has prepared a list of 885,622 families in 2020, including 293,361 landless and homeless families, and 592,261 families having 1-10 decimal land but no housing facility. During the ceremony, four beneficiaries, being connected from separate places, talked to the premier and expressed their gratitude.

Parvin was first connected from Dumuria under Khulna district. She thanked the premier for getting a concrete-made house. "Honourbale Prime Minister, you have given us houses. May Allah live you long! We all pray for you," said Parvin in an emotion-choked voice. Seeing her crying, the premier requested her not to do so. "Being the Prime Minister, I want to fulfil the long-cherished dream of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I want to work for the countrymen. That's why I have dedicated myself," she said, adding that her government would take a measure so that not a single individual would remain homeless.

The premier urged all the beneficiaries to plant at least a tree in front of their houses.

Sheikh Hasina then talked with the people at Syedpur upazila under Nilphamari and asked them whether they are happy or not after getting houses.

"We are very very happy. I along with my husband and children used to live in a house, owned by someone else. I have been spending a tough time. But now the daughter of Bangabandhu has given us a house and piece of land. Praying to Allah so that you may live long and continue to do better for the country," said Aklima.

Being connected from Chunarighat of Habiganj, Nuru Mia said, "You have given me a concrete-made house along with a piece of two-decimal land. I am praying to Allah so that you may live long and help the poor." The premier later joined Sallagram of Baliakandi union under Chapainawabganj.

PM's best gift for homeless in Mujib Barsho

From Page 1

Unfortunately, the military governments and 'their sorts' that came to power after his untimely martyrdom never cared to continue his dream mission of inclusive development. But fortunately, after a prolonged struggle for democracy and, often at the cost of supreme sacrifices by many, Bangladesh regained its original contour of inclusive development journey under the committed leadership of Sheikh Hasina, Bangabandhu's capable daughter, in 1996. She gave a focused leadership to give the struggling people the hope and aspirations ignited by Bangabandhu. She started social security programmes like old-age pensions, homes for the homeless through Asrayan project and motivated many slum dwellers to go back to the villages through 'Ghare Fera'('Back Home') programme. Her safety net programmes for the freedom fighters, widows, tortured women, physically challenged and support to the girl children are well-known. However, her journey of inclusive development was cut short by the conspirators in 2001 and the nation lost the continuity of pro-poor governance in her absence for about seven years. Moreover, she had to go through all kinds of pains including threats to her life and unjust jailing during those difficult years. But people fought on and brought her back to power at the fag end of 2008 through a landslide victory in a free and fair general election. And from then on she continued to bring unprecedented changes, particularly for the betterment of the disadvantaged as promised in her election manifestos. Most leaders give election manifestos only to attract votes but hardly care to implement the pledges. But this has a different connotation to Sheikh Hasina. She means what she says. So she started implementing every pledge she gave to the nation in her election manifestos. And providing land to the landless and homes to the homeless has always been close to her heart. I think this particular programme of giving shelter to the homeless must have been in her mind for quite some time and she chose this to be the best gift to the nation on this auspicious birth centenary of Bangabandhu.

Accesses to homes and electricity are symbols of civilisation. These homes can be the workplaces of the very poor who didn't have a secure place to keep their tools. In that sense, these homes will also be converted into their workstations. And nothing could be better than this gift as they will have places for self-employment amidst this corona-affected environment. The women and children will also have well-desired places to sleep and study. This programme, once completed, will be the biggest social security measure for the homeless in the world. Bangabandhu's soul will be pleased to see his dream comes true through this bold initiative of his daughter. She is indeed eroding the stigma of a 'begging nation' through such well-designed social development programmes. Bangabandhu once said that the begging nation never had self-respect.

I was watching the launch of the programme on the television and could easily feel the heartbeats of those who were giving their reactions to this Mujib Borsho gift. Many of them could not even hold the tears when they were asked to speak about their feelings after getting the documents. I was not also surprised to read the words of Jabbar Mia, a recipient of a house from Taraganj Upazila of Rangpur District who was asked to share his feeling by the Daily Sun correspondent that was published in this daily yesterday. He said, "I have spent my life by begging from people. I have lived here and there in a makeshift tiny house. I never have dreamt of a home of mine which is now a reality. It is more than a dream to me." Indeed, this is much more than a dream comes true. Rangpur is the epicentre of riverbank erosion and many houses including dreams of the marginalised vulnerable people got washed away regularly. This particular programme will give to those wretched of the earth permanent addresses and factories for self-employment. Tagore told in one of his articles that development is nothing but giving people the confidence of coming out of the meagreness. And lack of housing was one of the elements of that meagreness. So home like this will definitely add value to those who want to come out of the poverty trap which has multiple sources of origin. What a coincidence! The programme has named these houses as 'Shopno Nir' meaning dream house and others 'Shoto Nir' meaning hundred houses indicating these as the gifts of Mujib Borsho, the birth centenary of Bangabandhu.

This programme is also a reflection of inter-ministerial coordination as a number of agencies from various ministries are implementing it. However, the credit must also be given to the local officials of the administration, mostly young and fans of Bangabandhu, who have walked extra miles to make this historic milestone of inclusive development possible.

To make this programme truly sustainable, I would recommend the policymakers to prioritise these families to get the cash support from the latest two stimulus packages worth 27 billion Taka that to be disbursed through different public foundations like Social Development Foundation and Daridro Durikoron Foundation so that they can get working capital for their mini enterprises. The non-governmental organisations should also come forward to help these homeowners come out of their poverty traps permanently. They should never be allowed to revert to the dens of extreme poverty.

Let this be the best example of poverty eradication leading to sustainable development in Bangladesh.

Let me end by congratulating HPM Sheikh Hasina for taking this bold and prudent initiative to make history as a part of the celebration of the birth centenary of Bangabandhu and as well as the golden jubilee of our independence. Nothing could be more festive than this as already demonstrated by the beneficiaries of the programme. When asked to give their responses to this gift of HPM they all shed their tears in appreciation and thanked her in choked voices. It is heartening to learn that none will be left behind and all of the homeless of the country will have such houses in the Mujib Borsho. Let this be the beginning of a developmental journey that is inclusive and, of course, humane.

The author is Bangabandhu Chair Professor, Dhaka University and a former Governor of Bangladesh Bank.

District and upazila administration on Saturday hand over land documents and keys to houses to the homeless families after Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates the home distribution festival through a video conference from her official residence Gonobhaban.

01. House distribution in Bhola, 02. in Shariakandi upazila, 03. at Akhura upazila auditorium, 04. Chowhali Upazila in Sirajganj, 05. at Faridpur Sadar upazila complex, 06. at Kuliarchar upazila complex auditorium, 07. at Mirpur Upazila auditorium, 08. at Lakshmipur upazila parishad, 09. in Narail, 10. in Thakurgaon and 11. in Panchagarh.

SUN PHOTO

For Latest News
Please Visit
www.thedailynewnation.com

City Edition
The New Nation
Independent Daily
Regd. No. Da 111, Vol. XXXXII No 229
Dhaka Sunday January 24, 2021, Magh 10, 1427 (BS) Jamadi-us Sani 10, 1442 H, Regd. No. Da 110 ~ www.thedailynewnation.com, 12 Pages ~ Tk.10

'This is biggest festival ever'

Hasina about home distribution among homeless

UNB, *Dhaka*

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday said the distribution of 66,189 houses among landless and homeless families is a proud moment for the country as it gives people a better hope for the future.

"This is the biggest festival ever for the country today as we're giving homes to the homeless and landless people...nothing can be a bigger festival in Bangladesh than this. I want your blessings so that

Contd on page-11- Col-7

Hasina about home

Cont from page 12

we can build the country as the Golden Bengal as dreamt by the Father of the Nation," she said.

The Prime Minister said this while distributing homes among 66,189 landless and homeless families across the country under Ashrayan-2 Project as part of the government's pledge to provide houses to all the landless and homeless families on the occasion of "Mujib Borsho"and "Golden Jubilee of the Independence".

The Prime Minister joined the inauguration programme virtually from her official residence Ganobhaban and got connected with 492 upazilas across the country.

The government has constructed 66,189 houses spending Tk 1,168 crore for the homeless and landless families, a move the world sees for the first time.

Each unit has two rooms, one kitchen, one toilet and a veranda, costing Tk 1.75 lakh.

Sheikh Hasina said today is the day of joy and happiness for her as she has been able to provide a house and an address to the most deprived section of people.

"For the people of the country my father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had struggled throughout his life. I'm very happy that we've been able to give addresses to these people, especially at this winter time," she said.

Sheikh Hasina also said that the government will provide another 100,000 houses among the homeless people across the country. "The process will start very soon. We do hope there'll be no homeless people in the country during the Mujib Barsho and Golden Jubilee of Independence," she said.

Thanking all those involved in this massive task, the Prime Minister said she does not know whether such a huge job has been completed so quickly in any corner of the world.

"Even in our country, no government could build so many houses at this short time...this is not a simple task, we had been able to finish this huge job because of coordinated efforts from all by this we could accomplish the impossible task," she said.

Hasina said the government is working for all sections of people so that they can lead a decent life.

The Prime Minister vowed afresh to provide houses among the homeless people across the country on the occasion of Mujib Barsho and Golden Jubilee of the Independence of the country.

"No one will remain shelter-less in the Mujib Barsho and Golden Jubilee of Independence. We'll do whatever possible for us, maybe we have our limitations of resources and that's why we're building the houses at the limited scale. I'll provide at least one address for every person."

Hasina said she believes that when these people will live in their houses, the departed souls of her father and mother who sacrificed their entire lives for the people of the country, will be in peace.

"Millions of martyrs who have made the supreme sacrifice for the country will get peace. To change the fate of the people of the country was the only aim of the Father of the Nation," she said.

Hasina said there were so many programmes to celebrate the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, but the government could not observe those due to the coronavirus.

"Coronavirus has brought in a curse in one sense, it's a blessing in disguise as we have been able to put our focus on this particular task (providing shelter to the homeless people)," she said.

The Prime Minister urged all who got the new houses to plant trees beside their homes.

She also urged the affluent section of society to supplement the government efforts in providing shelter to the homeless.

Earlier, on behalf of the Prime Minister, responsible persons in 492 upazilas provided the ownership documents of a two-decimal house to each of the 66,189 families.

The Prime Minister also spoke to a cross-section of people, including the beneficiaries, through videoconferencing at Kanthaltola village of Dumuria Upazila in Khulna, Nijbari village of Syedpur upazila in Nilphamari, Ikortali village of Chunarughat in Habiganj and Solla village in Chaipainawabganj Sadar in Chapainawabganj district.

66,189 houses handed over to homeless families across country

National Desk

A total of 66,189 landless and homeless families across the country on Saturday got shelter under Ashrayan-2 Project as part of the government's pledge to provide houses to all the landless and homeless families on the occasion of "Mujib Borsho" and "Golden Jubilee of the Independence."

Prime Minister Sheikh Hasina joined the inauguration programme virtually from her official residence Ganobhaban and got connected with 492 upazilas across the country.

The government has constructed 66,189 houses spending Tk 1,168 crore for the homeless and landless families, a move the world sees for the first time.

Each unit has two rooms, one kitchen, one toilet and a veranda, costing Tk 1.75 lakh.

Earlier, on behalf of the Prime Minister, responsible persons in 492 upazilas provided the ownership documents of a two-decimal house to each of the 66,189 families.

The Prime Minister also spoke to a cross-section of people, including the beneficiaries, through videoconferencing at Kanthaltola village of Dumuria Upazila in Khulna, Nijbari village of Syedpur upazila in Nilphamari, Bontali village of Chunarughat in Habiganj and Solla village in Chapainawabganj Sadar in Chapainawabganj district.

The government will also provide another 100,000 houses among the homeless people across the country.

The Ashrayan-2 Project (July 2010-June 2022) has a target to rehabilitate 250,000 more landless, homeless and displaced families spending around Tk 48.40 billion.

It has so far, rehabilitated 192,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019.

A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks while 143,777 having own land (1-10 decimals but unable to construct houses) in semi-barracks, corrugated iron-sheet barracks and specially designed houses.

Rangpur DC Md Asib Ahsan hands over keys and documents of houses among the landless families in Gangachora Upazila in the district at a ceremony held on the upazila premises on Saturday. A total of 100 homeless families in the upazila got shelters as a gift from Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of the 'Mujib Barsho'. ■ NN photo

A total of 200 homeless and landless families in Gafargaon upazila of Mymensingh district received homes on Saturday on the occasion of the 'Mujib Barsho'. Fahmi Golandaj Babel, MP, handed over keys and documents of the homes to the beneficiaries. ■ NN photo

Syed Ashrafuzzaman, UNO of Bhangura (Pabna) hands over deed and documents of homes to the landless and homeless families at the upazila conference room on Saturday marking the birth centenary of the Father of the Nation. ■ NN photo

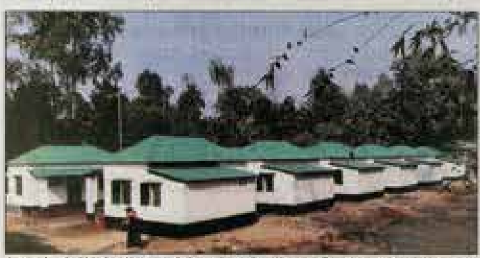
A total of 200 landless and homeless families in Bhurungamari Upazila in Kurigram received shelters on Saturday as a gift from Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of the 'Mujib Barsho'. Kurigram district administration handed over the keys and documents of the houses at a ceremony held in the upazila parishad auditorium. ■ NN photo

Rana Mohammad Sohel, MP, hands over documents of home to a homeless person at a ceremony held in the Jaldhaka upazila auditorium in Nilphamari on Saturday morning. A total of 191 landless and homeless families of the upazila received shelters as a gift from Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of the 'Mujib Barsho'. ■ NN photo

Judge Mia, a two-time MP, got the house

Gafargaon, Correspondent

The government has come forward to fulfil the dream that the children could not fulfil themselves. Prime Minister Sheikh Hasina is the character of fulfilling the dream.

On the occasion of Mujib's centenary 200 landless and homeless families of Gafargaon entered nest.

After the inauguration via video conference on Saturday morning, Prime Minister Sheikh Hasina directed to officially hand over the keys and documents of the houses to 200 poor and homeless families. Later, local young MP Fahmi Golandaj Babel handed over house keys and documents to 200 homeless families in Babel upazila.

Before the video conference, a discussion meeting was organized by Gafargaon Upazila Parishad on the occasion of handing documents of lands and houses to landless and homeless families.

Speaking at the meeting, Upazila Parishad Chairman Ashraf Uddin Badal, UNO Tajul Islam, Assistant Commissioner (Land) Kaberi Roy, Mayor SM Iqbal Hossain Sumon, Upazila Vice Chairman Principal Ataur Rahman and others.

Enamul Haque Judge Mia, a two-time former MP (Jatiya Party) from Gafargaon, was overwhelmed after he received the house key and documents from MP Fahmi Golandaj Babel and the Upazila Nirbahi Officer. At that time he said in his response, I am very happy to get the house. I pray for the Prime Minister. May Allah grant her more blessings.

112 families In Lalmonirhat Sadar Upazila get shelter

Lalmonirhat Correspondent

After the Prime Minister formally inaugurated the handover of land and houses to landless and homeless families across the country Saturday morning, the Sadar Upazila administration handed over land deeds to 112 families.

Upazila Nirbahi Officer (UNO) Uttam Kumar presided over the handing over ceremony of house and deeds to the landless and homeless families organized by Sadar Upazila Administration. Zilla Parishad Chairman and District Awami League General Secretary Ed. Matiar Rahman, Additional Deputy Commissioner (General) Rafiqul Islam and Upazila Parishad Chairman Kamruzzaman Sujan were present as special guests.

A total of 38 landless families in Bauphal Upazila of Patuakhali district received houses on Saturday as a gift from Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of the 'Mujib Barsho'. Upazila Chairman Motalib Howlader and UNO Jakir Hossain handed over the documents of the houses in a ceremony in the morning. ■ NN photo

Mayoral candidate Syed Rafiqul Islam exchanges views with media personnel on the upcoming Mymensingh's Gouripur Municipality election at his residence on Friday. The meeting was chaired by HM Khairul Basar, convener of Gouripur Press Club. ■ NN photo

LGED chief engineer Abdur Rashid Khan inaugurates LGED hall in Rangpur on Friday by cutting a ribbon. ■ NN photo

A total of 112 homeless families in Lalmonirhat Sadar Upazila got shelter on Saturday morning. Sadar Upazila administration handed over land deeds to the families at a ceremony presided over by Upazila Nirbahi Officer (UNO) Uttam Kumar. ■ NN photo

A total of 265 homeless and landless families in Phulbari Upazila in Kurigram received homes on Saturday as a gift from Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of the 'Mujib Barsho'. The beneficiaries are seen showing the documents of the homes in this photo. ■ NN photo

A total of 75 of landless families in Indurkani Upazila of Pirojpur district received houses on Saturday as a gift from Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of the 'Mujib Barsho'. Upazila Chairman M Matiur Rahman handed over the keys and documents of the houses at a ceremony held in the upazila auditorium in the morning. ■ NN photo

2 smugglers held with 19 deer skins in Sharankhola

Bagerhat Correspondent

Two smugglers were arrested along with19 skins of spotted deer of Sundarbans by DB police of Bagerhat from Rayenda bus stand under Sharankhola Upazila in Bagerhat district at Friday night.

It was disclosed to the newsmen by Pankaj Chandra Roy, Police Super of Bagerhat in a press briefing held in his office room on Saturday at noon (at1 pm). The arrested persons are Ilias Hawladar (35), son of one Motin Hawladar of village Rajair under the same Upazila and Monirul Islam (47), son of one Mosharef Sheikh hails from the village Bhadrapara under Bagerhat Sadar Upazila.

The Police Super told acting on secret information that a good number of skins of deer of Sundarbans will be smuggled at the night a contingent of DB police were lying in ambush Rayenda (Upazila headquarters of Sharankhola) bus stand and as soon as the smugglers appeared there at about 1-30 am they were caught red-handed along with the skins by the (DB) police.

Later the arrested smugglers and the recovered skins of deer were handed over to the police of Local PS. In this connection a case was registered with the PS against them and they were sent to the jail hajat through a court of Bagerhat on Saturday afternoon.

It may be mentioned here that at Wednesday night (at about 8 pm) acting on secret information a joint force of RAB-8 and forest guards of Sharankhola forest range under the Eastern Division of Sundarbans in Bagerhat district raided the village Rajair under Sharankhola Upazila and arrested a smuggler named Gani Fakir along with a skin of Royal Bengal tiger of Sundarbans and its sale-proceed Tk 1.3 lakh.

On Wednesday afternoon he was sent to jail through a court of Bagerhat district headquarters.

CNG driver killed in Laxmipur road accident

BSS, Laxmipur

A CNG driver was killed in a road accident on Laxmipur-Noakhali regional highway in Mandari Bazar area under Sadar upazila of the district on Saturday morning.

The deceased was identified as Md. Sumon, 30, son of late Ruhul Amin of Ratanpur village under Mandari union of Sadar upazila.

The accident occurred when a Dhaka-bound covered van's cutting shape broke down while the vehicle started to get onto the Mandari Bazar Bridge but moved backwards and subsequently fell on a CNG-run three wheeler, causing the instantaneous death of the driver of the CNG Sumon. At that time, he was parking his CNG on the spot.

Later, police recovered the body from the spot, said Chandraganj Highway Police Sub-Inspector (SI) Bijoy Prasad Roy.

Police seized the covered van and CNG.

DHAKA SUNDAY JANUARY 24, 2021

The Daily Star

SECOND EDITION

Regd. No. DA 781 | Vol. XXXI No. 11 | Magh 10, 1427 BS | www.thedailystar.net | Your Right to Know | Jamadius Sani 10, 1442 Hijri | 16 Pages Price : Tk12.00

Finally, a roof over their heads

Jamil Mahmud, *from Habiganj*

Abdul Jalil being landless was rooted to poverty of his ancestors.

It was that poverty that forced him to migrate from his birthplace in Noakhali's Begumganj to Habiganj's Chunarughat in 1973. He was just 31.

Since then, Jalil mostly worked as a day-labourer, growing crops in others' lands to earn a living for his family.

But he couldn't earn enough to build a house of his own in all these years.

Yesterday, Jalil's family was given a two-room tin-roofed concrete house built on a khas land in Chunarughat under a government initiative to provide landless and homeless people with land and homes on the occasion of Mujib Borsho.

"Now, I am thinking of leasing in some arable land here to start farming," Jalil said.

Yesterday, Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the handing-

SEE PAGE 2 COL 1

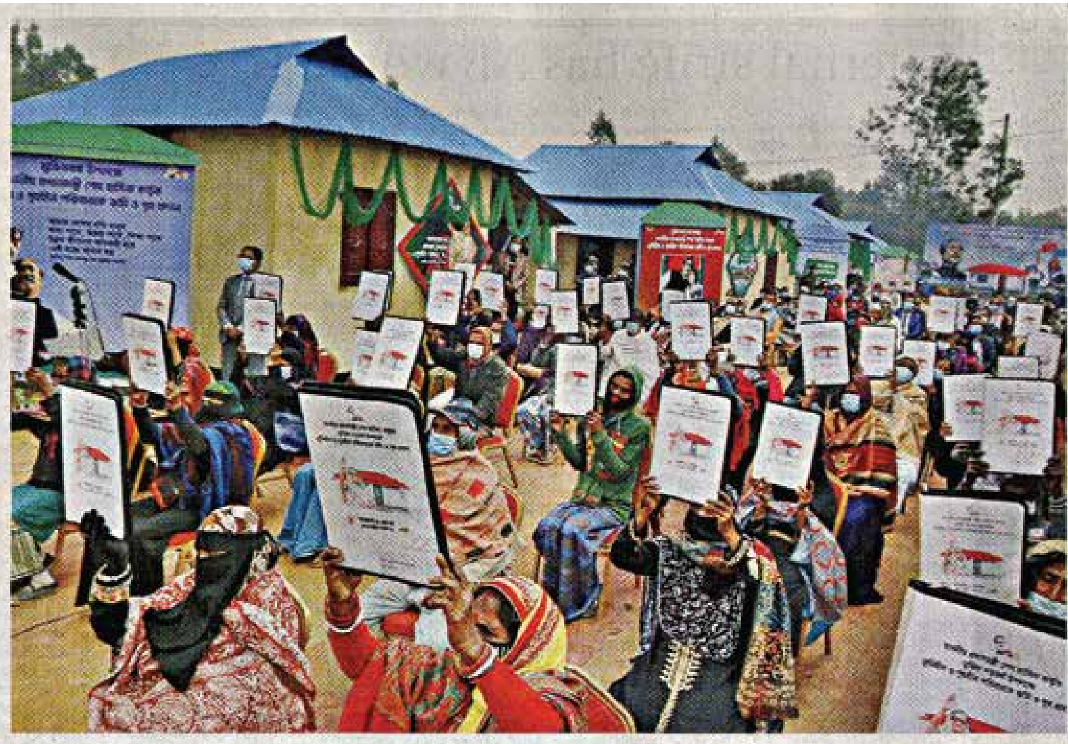

Extremely poor people who just received a piece of land and a home from the government in Chunarughat, Habiganj, watching Prime Minister Sheikh Hasina making an address from the Gono Bhaban yesterday. Landless and homeless families across the country received the benefit under a project taken as part of Mujib Borsho.

PHOTO: ANISUR RAHMAN

Everyone will have a home, a standard life

PM says at ceremony for handing over houses to 66,189 families on occasion of Mujib Borsho

Bss, *Dhaka*

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday said her government would manage shelters for all marking the "Mujib Borsho" to enable them to lead a standard life.

"We have set a target in the Mujib Borsho that not a single person will remain without address or home. I will somehow manage an address for everyone," she said.

The PM was addressing a programme marking the distribution of homes among 66,189 families alongside rehabilitating 3,715 others in the barracks under the Ashrayan-2 project.

Joining the event virtually from the Gono Bhaban,

SEE PAGE 2 COL 1

Everyone will have a home

FROM PAGE 1

Hasina asked all concerned, particularly the local administrations, to hand the ownerships of the houses to the beneficiaries.

She said 320,000 families were earlier given homes while work on building one lakh more houses for the landless and homeless would start soon.

The premier said she was very happy yesterday as she managed to give such a large number of houses to landless and homeless people.

Describing the ceremony marking the distribution of a large number of homes as the largest festival, Hasina said, "Today, it is the largest festival. There is no such big festival like giving homes to landless and homeless people on such a large scale."

She, however, thanked all concerned, including the local administrations and public representatives, for managing building such a huge number of houses maintaining due standard in a short period.

The PM said the souls of her father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and her mother and lakhs of martyrs who made supreme sacrifice for the country's Liberation War would rest in peace as such a huge number of people have got their own homes.

She urged all to pray for her as she could build the country as "Sonar Bangla" as dreamt by the Father of the Nation.

Referring to giving homes to the backward people such as dalits, horijons, transgender, tea workers and others, the PM said her government was working tirelessly to ensure improved live for cross-section of people in the society.

Hasina said the government has also rehabilitated the climate refugees with giving them homes at Khuruskul of Cox's Bazar and 100 more buildings are being built for them.

She criticised the previous BNP-Jamaat government for stopping the housing projects taken by the then Awami League government in 1997 to rehabilitate the landless and homeless people.

The PM said the AL after forming the government in 2009 had again initiated the Ashrayan project to rehabilitate the landless and homeless people.

Hasina later exchanged views with the beneficiaries, local AL leaders and public representatives who got connected to the programme from Khulna, Nilphamari, Habiganj and Chapainawabganj.

A video documentary on the government's effort to rehabilitate the landless and homeless people was screened at the programme.

PMO Secretary Md Tofazzel Hossain Miah moderated the function from the Gono Bhaban end.

The government has built 66,189 houses at a cost of Tk 1,168 crore. Built on two decimals of land, each of the houses has two rooms, one corridor and one latrine alongside electricity and water connections.

Finally, a roof over their heads

FROM PAGE 1

over of houses to some 66,189 beneficiary families all over the country via a video conferencing from the Gono Bhaban.

Mujib Borsho marks the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Jalil said after migrating to Chunarughat in the early 1970s, he started to live in a small house built on a forestland.

In 1982, he was evicted and then, until 1989, he lived in other people's houses before finding another house on forestland.

Jalil said he and his wife had to raise his six children amid uncertainty over finding a permanent shelter for themselves.

He said his grandfather was a poor farmer with a few bighas of land in

his possession in Begumganj and his father was even poorer and used to have as little as about one bigha of arable land.

Now at the twilight years of his life, Jalil has finally found the shelter he needed for his family to thrive.

DHAKA SUNDAY JANUARY 24, 2021

The Daily Star

SECOND EDITION

www.thedailystar.net

VOL. XXXI No. 11 | MAGH 10, 1427 BS [Your Right to Know] JAMADIUS SANI 10, 1442 HIJRI | 1

The Daily Star

FOUNDER EDITOR
LATE S. M. ALI

DHAKA SUNDAY JANUARY 24, 2021, *MAGH 10, 1427 BS*

PM's laudable initiative to give houses to the homeless

It is an innovative, unique example to follow

WE applaud Prime Minister Sheikh Hasina and her government for inaugurating the Ashrayan 2 project aimed at rehabilitating homeless, landless people of the country, providing them with well-constructed houses with basic facilities. It is truly a remarkable endeavour that has been initiated in commemoration of Mujib Borsho, marking the birth centenary of Bangabandhu.

So far, the PM has already given these houses to 66,189 families who have no land and no shelter to call home. The government has spent Tk 1,168 crore for the first batch of houses constructed. Landlessness and homelessness plague thousands of people in this country. Many have lost their precious homesteads to river erosion or sold off their land to survive or meet family emergencies. Others have never even known what it is like to have a roof over their heads. For such people, being given a house on a piece of land that they can call their own is nothing short of a miracle. What is remarkable about this project is that apart from the houses, the disadvantaged families received ownership papers of two decimal land parcels. This will be a huge relief to these families who constantly struggle to pay rent, sometimes living on the streets when they can't even do that. It will also boost their self-esteem.

The PMO will also rehabilitate 3,715 homeless families in 743 barracks in 44 villages of 21 districts as part of this endeavour. It is impressive that the PMO prepared a list of more than eight and a half lakh people in 2020 that included those who were homeless, landless or had small pieces of land but no houses. Such quick results from a project is quite unique and praiseworthy.

We especially applaud the government for including the elderly, widows and persons with disabilities in the list of beneficiaries of this project. The beneficiaries will be provided with basic facilities such as health, education and utility services. According to Ashrayan's PD, another list has been prepared of almost six lakh families from all over the country, who own land but do not have houses or have homes that are substandard, as part of the Mujib Borsho initiative.

At a time when the pandemic has led to widespread joblessness and economic hardship, this project could not be more crucial and welcome. Targeting the most marginalised groups has been a wise and compassionate approach, and the efficiency with which the PMO has been able to successfully hand over the houses to the beneficiaries shows that it is possible to implement such projects with proper planning and sincerity. We hope that such innovative projects to alleviate the overpowering helplessness of poor, landless people will continue to be initiated in both rural and urban areas and implemented with transparency and honesty. The PM has shown how it is done and this should be an example to follow by her administration.

SUNDAY | 24 JANUARY 2021 | PAGES 56 | PRICE TK 15 TBSNEWS.NET

THE BUSINESS STANDARD

Home for homeless biggest festival: PM

HOUSING - BANGLADESH

UNB

66,198 families get homes with land across the country

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday said the distribution of 66,189 houses among landless and homeless families is a proud moment for the country as it gives people a better hope for the future.

"This is the biggest festival ever for the country today as we're giving homes to the homeless and landless people...nothing can be a bigger festival in Bangladesh than this. I want your blessings so that we can build the country as the Golden Bengal as dreamt by the Father of the Nation," she said.

The Prime Minister said this while distributing homes among 66,189 landless and homeless families across the country under Ashrayan-2 Project as part of the government's pledge to provide houses to all the landless and homeless families on the occasion of "Mujib Borsho" and "Golden Jubilee of the Independence", reports UNB.

The Prime Minister joined the inauguration programme virtually from her official residence Ganobhaban and got connected with 492 upazilas across the country.

The government has constructed 66,189 houses spending Tk1,168 crore for the homeless and landless families, a move the world sees for the first time.

Each unit has two rooms, one kitchen, one toilet and a veranda, costing Tk1.75 lakh.

Sheikh Hasina said today is the day of joy and happiness for her as she has been able to provide a house and an address to the most deprived section of people.

"For the people of the country my father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had struggled throughout his life. I'm very happy that we've been able to give addresses to these people, especially at this winter time," she said.

Sheikh Hasina also said that the government will provide another 100,000 houses among the homeless people across the country. "The process will start very soon. We do hope there'll be no homeless people in the country during the Mujib Barsho and Golden Jubilee of Independence," she said.

Thanking all those | SEE PAGE 2 COL 3

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday inaugurated the distribution of 66,189 houses among landless and homeless families across the country. PHOTO: TBS

Home for homeless biggest festival

CONTINUED FROM PAGE 1

involved in this massive task, the Prime Minister said she does not know whether such a huge job has been completed so quickly in any corner of the world.

"Even in our country, no government could build so many houses at this short time...this is not a simple task, we had been able to finish this huge job because of coordinated efforts from all by this we could accomplish the impossible task," she said.

Hasina said the government is working for all sections of people so that they can lead a decent life.

The Prime Minister vowed afresh to provide houses among the homeless people across the country on the occasion of Mujib Barsho and Golden Jubilee of the Independence of the country.

"No one will remain shelter-less in the Mujib Barsho and Golden Jubilee of Independence. We'll do whatever possible for us, maybe we have our limitations of resources and that's why we're building the houses at the limited scale. I'll provide at least one address for every person."

Hasina said she believes that when these people will live in their houses, the departed souls of her father and mother who sacrificed their entire lives for the people of the country, will be in peace.

"Millions of martyrs who have made the supreme sacrifice for the country will get peace. To change the fate of the people of the country was the only aim of the Father of the Nation," she said.

Hasina said there were so many programmes to celebrate the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, but the government could not observe those due to the coronavirus.

"Coronavirus has brought in a curse in one sense, it's a blessing in disguise as we have been able to put our focus on this particular task (providing shelter to the homeless people)," she said.

The Prime Minister urged all who got the new houses to plant trees beside their homes.

She also urged the affluent section of society to supplement the government efforts in providing shelter to the homeless.

Earlier, on behalf of the Prime Minister, responsible persons in 492 upazilas provided the ownership documents of a two-decimal house to each of the 66,189 families.

The Prime Minister also spoke to a cross-section of people, including the beneficiaries, through videoconferencing at Kanthaltola village of Dumuria Upazila in Khulna, Nijbari village of Syedpur upazila in Nilphamari, Ikortali village of Chunarughat in Habiganj and Solla village in Chaipainawabganj Sadar in Chapainawabganj district.

NEW AGE

SCAN here to read New Age Online

The outspoken daily • www.newagebd.net • Dhaka, Sunday, January 24, 2021, Magh 10, 1427 BS • Regd No. DA 3004, Vol. XVIII, No. 136 • 12 pages Taka 10

PM pledges home for all

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

PRIME minister Sheikh Hasina on Saturday said that her government would manage shelters for all marking Mujib Barsha to enable them to lead a standard life.

'We have set a target in the Mujib Barsha that not a single person will remain without address or home. I will somehow manage an address for everyone,' she said while distributing homes to 66,189 families alongside rehabilitating 3,715 others in the barracks under the Ashrayan-2 Project.

Joining the programme virtually from her official

Continued on page 2 Col. 8

PM pledges

Continued from page 1

residence Ganabhaban in the capital, the prime minister asked all concerned particularly the local administrations to hand over the ownerships of the houses to the beneficiaries.

She said that as many as 320,000 families had earlier been given homes while work on building one lakh more houses for the landless and homeless would start soon.

The prime minister said she was very happy on the day as she managed to give such a large number of houses to landless and homeless people on a day of winter.

Describing the ceremony marking distributing a large number of homes as the largest festival, she said, 'Today, it is the largest festival. There is no such big festival like giving homes to landless and homeless people on such a large scale.'

The prime minister however thanked all concerned including the local administrations and public representatives to manage building such a huge number of houses maintaining due standard in a short period.

8 Pages Price: 3 Taka

your daily think tank

OURTIME

www.ourtimebd.com

Sunday ● 24 January 2021 ● Dhaka ● Editor : Nasima Khan Monty ● Editor-in-Charge : Tasmiah Nuhiya Ahmed

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday inaugurated the distribution of 66,189 houses as part of her government's campaign to bring all landless and homeless families under housing facility on the occasion of the "Mujib Borsho".

Daily INDUSTRY

Dhaka
Sunday
24 January 2021
10 Magh 1427 Bangla
10 Jamadi-ul-Sani 1442 Hijri
12 Page, Tk 8

Govt to ensure shelter for all

Hasina distributes 66,189 houses

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday inaugurated the distribution of houses among 66,189 landless and homeless families under Ashrayan-2 Project, the world's biggest ever scheme for providing shelter to homeless people, via video conference from her Ganabhaban residence -PID

Staff Correspondent: Prime Minister Sheikh Hasina yesterday said that her government would manage shelters for all marking the Mujib Borsho to enable them to lead a standard life. "We have set a target in the Mujib Borsho that not a single person will remain without address or home. I will somehow manage an address for everyone," she said while distributing homes to 66,189 families alongside rehabilitating 3,715 others in the barracks under the Ashrayan-2 Project. Joining the programme virtually from her **(See Page-2)**

Govt to ensure shelter for all

(From Page-1)

official residence Ganabhaban in the capital, the Prime Minister asked all concerned particularly the local administrations to hand over the ownerships of the houses to the beneficiaries.

She said that as many as 320,000 families had earlier been given homes while work on building one lakh more houses for the landless and homeless will start soon.

The Prime Minister said she was very happy yesterday as she managed to give such a large number of houses to landless and homeless people on a day of winter.

Describing the ceremony marking distributing a large number of homes as the largest festival, she said, "yesterday, it is the largest festival. There is no such big festival like giving homes to landless and homeless people on such a large scale."

The Prime Minister however thanked all concerned including the local administrations and public representatives to manage building such a huge number of houses maintaining due standard in a short period.

Sheikh Hasina said that the souls of her father (Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman) and her mother and lakhs of martyrs who made supreme sacrifice for the country's Liberation War will rest in peace as such a huge number of people have got their own homes.

The Prime Minister urged all to pray for her as she could build the country as a "Sonar Bangladesh" as dreamt by the Father of the Nation, saying, "My only target is to ensure a beautiful and improved life to everyone and Banglalee can move across the globe with dignity with keeping their heads high."

Referring to giving homes to the backward people in the societies such as dalits, horijons, transgender, tea workers and others, she said that her government has been tirelessly working to ensure improved live for cross-section of the people in the society.

She said that they have also rehabilitated the climate refugees with giving homes at Khuruskul in Cox's Bazar while 100 more buildings are being built for them.

The Prime Minister criticized the BNP-Jamaat government for stopping the housing projects taken by the Awami League government in 1997 to rehabilitate the landless and homeless people.

Ziaur Rahman had also stopped the rehabilitation of the people under the "Guchchho Gram" project taken by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman immediately after his (Bangabandhu's) assassination along with most of his family members, she said.

She said Ziaur Rahman had created an elite section in the

She said Ziaur Rahman had created an elite section in the society aimed at hanging on to power in the name of giving democracy and deprived the commoners, adding that corruption took an institutional shape and the electoral system was damaged totally in the Zia's regime.

Terming the five-year tenure of Khaleda Zia's government and the caretaker government from 2001 to 2008 as a black chapter for Bangladesh, she said the terrorism and militancy were raised at that time.

Forming the government in 2009 after voted to power, the Premier said they had again initiated the Ashrayan Project to rehabilitate the landless and homeless people as her only target was to bring smiles on the faces of the countrymen as Bangabandhu wanted to change the lot the people with giving them improved lives for which he struggled for 24 years.

She said Bangabandhu had a five-year plan to make Bangladesh a developed country, adding, "The people of Bangladesh could have got improved lives if Bangabandhu could have implemented it."

The Prime Minister later exchanged views with the beneficiaries, local Awami League leaders and public representatives who got connected to the programme from Kathaltala Village of Atalia Union under Dumuria Upazila in Khulna district, Nizbari Village of Kamarpukur Union under Syedpur Upazila in Nilphamari, Kartali village of Gazipur Union under Chunarughat Upazila in Habiganj, and Salla Village of Baliadanga Union under Sadar Upazila in Chapainawabganj district.

A video documentary was screened on the government's effort to rehabilitate the landless and homeless people.

PMO Secretary Md Tofazzel Hossain Miah moderated the function from the Ganabhaban end.

While exchanging greetings, Sheikh Hasina urged all the countrymen to find out the homeless and landless people in their respective localities as the government has a target to provide homes to everyone marking the Mujib Borsho and the Golden Jubilee of the country's independence.

The government has built 66,189 houses at a cost of Taka 1,168 crore for homeless people on the occasion of the Mujib Borsho. Each of the houses was built on two decimals of land having two rooms, one corridor and one latrine alongside connection of electricity and water.

The inmates of the houses will be given necessary training to ensure their earnings and after completion of the training they will get a loan from the government.

Besides, the Ashrayan Project under the Prime Minister's Office (PMO) rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Year.

The Ashrayan Project has prepared a list of 885,622 families in 2020, including 293,361 landless and homeless families, and 592,261 families having 1-10 decimal land but no housing facility.

Bangladesh Post
a daily with a difference
Regd No DA: 6392, Vol 05: No. 125 • Dhaka Sunday January 24, 2021 • Magh 10, 1427, BS • Jamadius Sani 10, 1442 Hijri • 12 Pages • Price: Tk 10.00

Prime Minister Sheikh Hasina makes a pleasant gesture while distributing houses among 66,189 families under the Ashrayan-2 Project virtually from her official residence Ganabhaban in the capital. Photo: PMO

Free homes for 66,000 homeless families

Staff Correspondent

In a historic move of the government, over 66,189 homeless and landless families across the country got homes on Saturday for free on the occasion of the ongoing 'Mujib Borsho' centring the celebration of the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Besides, 3,715 other families under 36 upazilas in 21 districts were rehabilitated in 743 barracks under 44 different projects.

Prime Minister Sheikh Hasina at a function inaugurated the distribution of 66,189 houses as part of her government's campaign to bring all landless and homeless families under housing facility on the occasion of the "Mujib Borsho".

For the first time, the world witnesses the distribution of such a huge number of houses among the landless and homeless people at a time, signaling how the government led by Prime Minister Sheikh Hasina proceeds to tackle the issue of homeless people.

Prime Minister Sheikh Hasina joined the function of handing over the houses to people virtually from her official residence Ganabhaban.

According to sources, the government has built 66,189 houses at a cost of Taka 1,168 crore for homeless people on the occasion of the Mujib Borsha. Some one lakh more houses will also be distributed among the homeless people the next month.

Besides, Ashrayan Project under the Prime Minister's Office (PMO) rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Year.

Armed Forces Davison is constructing barracks for landless and homeless families.

Earlier, the Ashrayan Project has prepared a list of 885,622 families in 2020, including 293,361 landless and homeless families, and 592,261 families having 1-10 decimal land but no housing facility.

It may be recalled that the Ashrayan Prakalpa has also rehabilitated 320,058 landless and homeless families earlier from 1997 to December 2020.

On the other hand, Ashrayan-2 project (July 2010-June 2022) has a target to rehabilitate 250,000 landless, homeless and displaced families at a cost of Taka 4,840.28 crore.

Ashrayan has already rehabilitated 192,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019.

A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks and 143,777 families having own land (1-10 decimal) but no capacity to construct houses in semi-barracks, corrugated iron sheet barracks and specially designed houses.

In addition, the government also constructed 20 five-story buildings at Khurushkul in Cox's Bazar for 600 families, who are climate refugees as a special gift by the Prime Minister.

Armed Forces Division is also implementing more 119 multi-storey

SEE PAGE 2 COL 6

Free homes for

FROM PAGE 1 COL 5

buildings and related activities through Detailed Project Proposal (DPP).

During the inauguration programms, Prime Minister Sheikh Hasina said that her government would manage shelters for all marking the Mujib Borsho to enable them to lead a standard life.

The Prime Minister said she was very happy as she managed to give such a large number of houses to landless and homeless people on a day in the winter.

Describing the ceremony marking distribution of such a large number of homes as the largest festival, she said, "Today, it is the largest festival. There is no such big festival like giving homes to landless and homeless people on such a large scale."

Sheikh Hasina said that the souls of her father (Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman) and her mother and lakhs of martyrs who made supreme sacrifice for the country's Liberation War will rest in peace as such an enormous number of people have got their own homes.

Forming the government in 2009 after voted to power, the Premier said they had again initiated the Ashrayan Project to rehabilitate the landless and homeless people as her only target was to bring smiles on the faces of the countrymen as Bangabandhu wanted to change the lot the people with giving them improved life for which he struggled for 24 years.

She said Bangabandhu had a five-year plan to make Bangladesh a developed country, adding, "The people of Bangladesh could have got improved lives if Bangabandhu could have implemented it."

THE ASIAN AGE
SECOND EDITION
your access to information
Reg No: DA 6351 | Vol.VII No: 195 | 10 Magh 1427 | 10 Jumada al-Thani 1442 | www.dailyasianage.com Pages 12 | Sunday 24 January 2021 Dhaka |

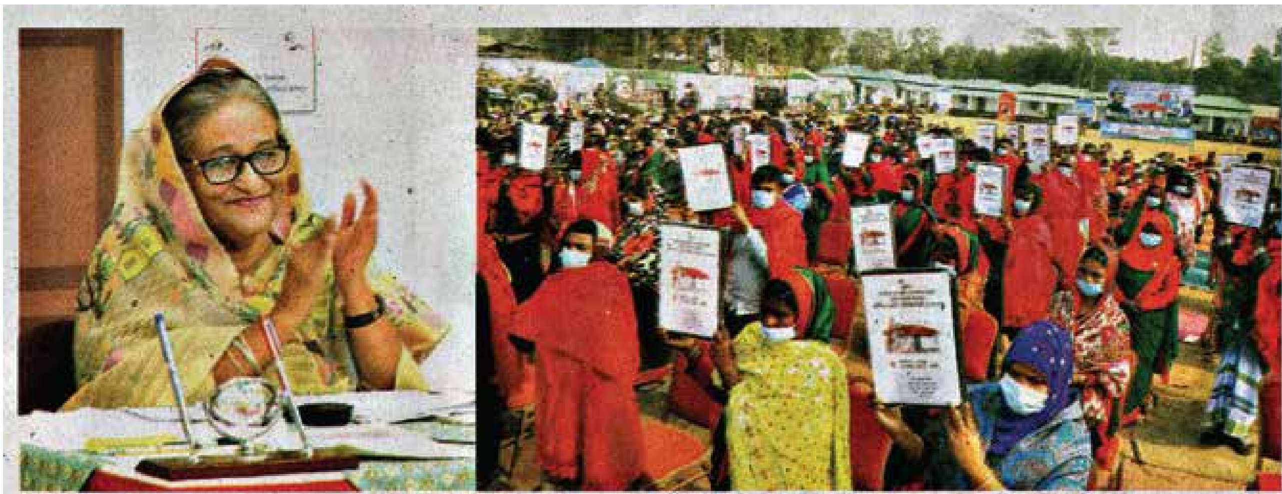

Prime Minister Sheikh Hasina virtually distributes homes to 66,189 families alongside rehabilitating 3,715 others in the barracks under the Ashrayan-2 Project from her official residence Ganabhaban on Saturday. -PID

Shelters for all in Mujib Borsho: PM

Sujan Mia, *AA*

Prime Minister Sheikh Hasina has asserted that her government will manage shelters for all marking the Mujib Borsho.

She was distributing homes to 66,189 families on Saturday under the Ashrayan-2 Project from his official residence-Ganabhaban through video conference.

The premier said, "We have set a target in the Mujib Borsho that not a single person will remain without home. I will somehow manage an address for everyone."

She directed all concerned particularly the local administrations to hand over the ownerships of those houses to the beneficiaries. Under the Ashrayan-2 Project, as many as 3,715 others were rehabilitated.

The head of the government went on to say, "A total of 320,000 families had earlier been given homes while work on building one lakh more houses for the landless and homeless will start soon."

"Today, it is the largest festival. There is no such big festival like giving homes to landless and homeless people on such a large scale," added the premier.

Sheikh Hasina said the souls of her father and her mother and lakhs of martyrs who made supreme sacrifice for the country's Liberation War will rest in peace as such a huge number of people have got their own homes. The premier said her government has been tirelessly working to ensure improved live for cross-section of the people in the society such as dalits, horijons, transgender, tea workers and others.

She added that they have also rehabilitated the climate refugees with giving homes at Khuruskul in Cox's Bazar while 100 more buildings are being built for them. The head o the government ▶See page 11 col 7

Shelters for all in Mujib

criticized the BNP-Jamaat government for stopping the housing projects taken by the Awami League government in 1997 to rehabilitate the landless and homeless people.

Ziaur Rahman had also stopped the rehabilitation of the people under the "Guchchho Gram" project taken by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman immediately after his (Bangabandhu's) assassination along with most of his family members, she said.

Terming the five-year tenure of Khaleda Zia's government and the care-taker government from 2001 to 2008 as a black chapter for Bangladesh, she said the terrorism and militancy were raised at that time.

Coming to government in 2009 after voted to power, the premier said they had again initiated the Ashrayan Project to rehabilitate the landless and homeless people as her only target was to bring smiles on the faces of the countrymen as Bangabandhu wanted to change the lot the people with giving them improved lives for which he struggled for 24 years.

The government has built 66,189 houses at a cost of Taka 1,168 crore for homeless people on the occasion of the Mujib Borsho. Each of the houses is having two rooms, one corridor and one latrine alongside connection of electricity and water.

People of those houses will be given necessary training to ensure their earnings and after completion of the training they will get a loan from the government.

The Ashrayan Project has prepared a list of 885,622 families in 2020, including 293,361 landless and homeless families, and 592,261 families having 1-10 decimal land but no housing facility.

THE BANGLADESH TODAY
◆ UNITING PEOPLE EVERYDAY ◆
SUNDAY DHAKA: January 24, 2021; Magh 10, 1427 BS; Jamadi-us Sani 10, 1442 Hijri www.thebangladeshtoday.com; www.bangladeshtoday.net Regd. No. DA-2065, Vol. 17; No. 283; 12 Pages-Tk 8.00

'This is biggest festival ever'

Hasina about home distribution among homeless

DHAKA :Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday said the distribution of 66,189 houses among landless and homeless families is a proud moment for the country as it gives people a better hope for the future.

"This is the biggest festival ever for the country today as we're giving homes to the homeless and landless people...nothing can be a bigger festival in Bangladesh than this. I want your blessings so that we can build the country as the Golden Bengal as dreamt by the Father of the Nation," she said.

The Prime Minister said this while distributing homes among 66,189 landless and homeless families across the country under Ashrayan-2 Project as part of the government's pledge to provide houses to all the landless and homeless families on the occasion of "Mujib Borsho"and "Golden Jubilee of the Independence".

The Prime Minister joined the inauguration programme virtually from her official residence Ganobhaban and got connected with 492 upazilas across the country.

The government has constructed 66,189 houses spending Tk 1,168 crore for the homeless and landless families, a move the world sees for the first time.

Each unit has two rooms, one kitchen, one toilet and a veranda, costing Tk 1.75 lakh.

Sheikh Hasina said today is the day of joy and happiness for her as she has been able to provide a house and an address to the most deprived section of people.

"For the people of the country my father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had struggled throughout his life. I'm very happy that we've been able to give addresses to these people, especially at this winter time," she said.

Sheikh Hasina also said that the government will provide another 100,000 houses among the homeless people across the country. "The process will start very soon. We do hope there'll be no homeless people in the country during the Mujib Barsho and Golden Jubilee of Independence," she said.

>(Contd. on page-2)

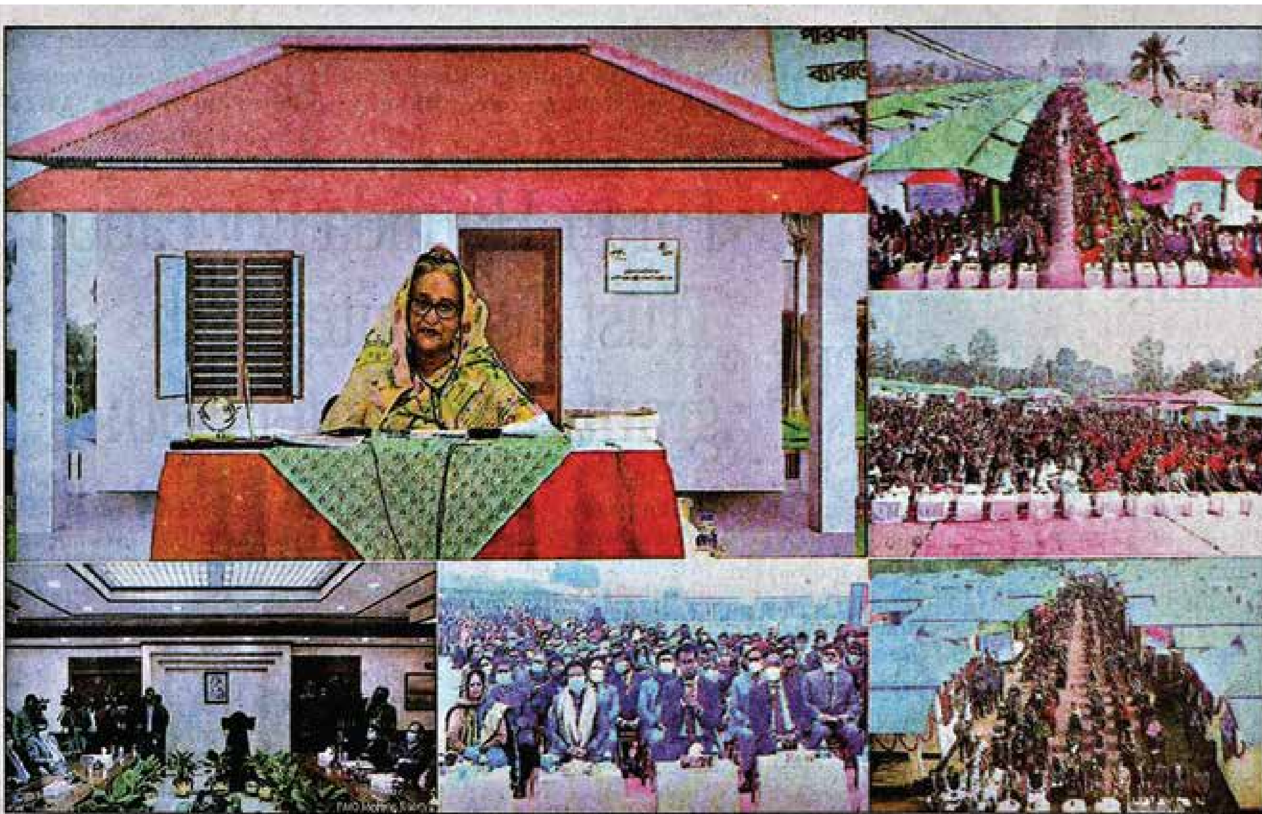

Prime Minister Sheikh Hasina addressed a handover ceremony of houses and land to 70,000 landless and homeless families across the country. **Photo: PBA**

Hasina about home distribution among

>(From page-1)

Thanking all those involved in this massive task, the Prime Minister said she does not know whether such a huge job has been completed so quickly in any corner of the world.

"Even in our country, no government could build so many houses at this short time...this is not a simple task, we had been able to finish this huge job because of coordinated efforts from all by this we could accomplish the impossible task," she said.

Hasina said the government is working for all sections of people so that they can lead a decent life.

The Prime Minister vowed afresh to provide houses among the homeless people across the country on the occasion of Mujib Barsho and Golden Jubilee of the Independence of the country.

"No one will remain shelter-less in the Mujib Barsho and Golden Jubilee of Independence. We'll do whatever possible for us, maybe we have our limitations of resources and that's why we're building the houses at the limited scale. I'll provide at least one address for every person."

Hasina said she believes that when these people will live in their houses, the departed souls of her father and mother who sacrificed their entire lives for the people of the country, will be in peace.

"Millions of martyrs who have made the supreme sacrifice for the country will get peace. To change the fate of the people of the country was the only aim of the Father of the Nation," she said.

Hasina said there were so many programmes to celebrate the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, but the government could not observe those due to the coronavirus.

"Coronavirus has brought in a curse in one sense, it's a blessing in disguise as we have been able to put our focus on this particular task (providing shelter to the homeless people)," she said.

The Prime Minister urged all who got the new houses to plant trees beside their homes.

She also urged the affluent section of society to supplement the government efforts in providing shelter to the homeless.

Earlier, on behalf of the Prime Minister, responsible persons in 492 upazilasprovidedthe ownership documents of a two-decimal house to each of the 66,189 families.

The Prime Minister also spoke to a cross-section of people, including the beneficiaries, through videoconferencing at Kanthaltola village of Dumuria Upazila in Khulna, Nijbari village of Syedpur upazila in Nilphamari, Ikortali village of Chunarughat in Habiganj and Solla village in Chaipainawabganj Sadar in Chapainawabganj district.